LAGHU CHARITA MANJARI.

A Historical Reading Book including
an account of the late Mutiny
in Bengali.

BY

KALLI PROSANNO RAI.



লঘু চরিতমঞ্জরী।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

ইহাতে মিউটিনির বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে

শ্রীকালী প্রসন্ন রায় প্রণীত

কলিকাতা

মৃজাপুর ১২নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

বরাট যন্ত্রে

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কার্ত্তিক,—১২৮৭।

মহানুভব

শ্রীযুক্ত এ. ডবলিউ. গ্যারেট এম্. এ.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর

মহোদয় সমীপেষু।

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি সেই অভাব মোচন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিলাম। ইহাতে লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড ডেলহৌসী ও লর্ড ক্যানিঙ এই কয়েক মহাত্মার ভারতরাজ্য শাসনের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। এই পুস্তক খানি কোন বিশেষ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে। মেকলের এসে, আরনল্ড সাহেবের রচিত ডেলহৌসীর রাজ্যশাসনের বিবরণ, কে সাহেবের প্রণীত সিপাই বিদ্রোহের ইতিহাস ও ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইল।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট, কি বড় গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থ যত নিকৃষ্ট হউক না কেন, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামাঙ্কিত করিয়া উজ্জ্বল ও সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া থাকেন। এই লোক ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে, আমারও এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনকার নামাক্ষর সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিক্ষাকার্য্যের অধ্যক্ষতা-ভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশীয় বালকগণের বিদ্যা, বিনয় ও সদাচার সম্পাদনার্থ আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। আমি মহাশয়ের সেই সমস্ত সদ্গুণে আকৃষ্ট ও বদ্ধ হইয়াছি। আর আপনি আমার প্রতি সময়ে সময়ে যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি আমার যে আন্তরিক ভক্তি আছে, তাহা এতদিন কোন রূপে প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়া ভক্তি-সহকারে মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

TO

A. W. GARRETT Esq. M. A.

Inspector of Schools, Presidency Circle.

Sir,

Under the fostering care of our Government, the Bengali language is now making much improvement, but a historical reading book is hardly to be found in it. To supply this want I undertook to compile this little work. It contains the administrations of Lord Clive, Warren Hastings, Lord Dalhousie and Lord Canning, which have been compiled from various sources, such as—Macaulay's Essays, Arnold's Administration of Dalhousie, Kaye's History of the Sepoywar, The Friend of India, the Calcutta Review, &c.

It is generally observed that authors, however inferior their productions may be in point of merit, try to make them attractive and fit to be esteemed by the public by coupling the names of highly respected and distinguished persons with their books. Following this usage, it has been my earnest desire that my humble work should go to the world with your name inscribed upon it.

Being in charge of the education of the native boys of the Presidency Circle you have taken deep interest in their intellectual and moral development. This and other noble qualities which distinguish your character as well as the favours I have received at your hands from time to time, have filled my heart with the highest regard and esteem for you, which I have long wished for an opportunity to express. Now that I have compiled this little work, I avail myself of this opportunity to show my regard towards you by dedicating it to your name.

I have the honour to be,

Sir,

your most obedient servant,

Kalli Prosanno Rai.

I am happy to certify Baboo Kaliprasanna Rai's "*Laghu-charitamanjari*" as a work suitable for the use of our vernacular schools. I particularly like its language, which observes a just medium, of neither being too learned, nor yet too homely. If I read the signs of our times aright, the Bengalee of the day will grow in beauty, richness and vigour in proportion to the readiness of our future authors to follow the principles which seem to have guided this writer's choice of words.

14 th. November 1880
Ramkrishnapur.

KRISHNA KAMUL BHATTACHARJEE *

My dear Kaliprasanna Babu,

In compliance with your request I have read your "*Laghu-charitamanjari*" and I am happy to tell you, you have succeeded in making it a very good historical reading book for vernacular schools in Bengal.

Presidency college,
November 16th. 1880.

Yours sincerely
Prasanna Kumara Sarvadhikari.

প্রিয় কালীপ্রসন্ন,

তোমার লঘুচরিতমঞ্জরীর অধিকাংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম। উহা ভাষাশিক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে। উহা পাঠ করিলে বালকদিগের জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা; এরূপ উভয় ফলোপদায়ক পুস্তককেই শাস্ত্রকারেরা উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ,
২০ শে নবেম্বর,
১৮৮০।

তোমার উন্নতি দর্শনেচ্ছু
শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

* Fellow of the Calcutta University, and late Sanscrit Professor, Presidency college.

লঘু চরিতমঞ্জরী।

লর্ড ক্লাইব

রবর্ট ক্লাইব ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রপ্‌সায়র প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। তিনি ব্যবহারাজীবের * কার্য্য করিতেন। রবর্ট ক্লাইব ক্রমান্বয়ে অনেক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন, কিন্তু তিনি বিদ্যাভ্যাসে এরূপ অনাবিষ্ট ছিলেন, যে তাহাতে কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু সকল বিদ্যালয়েই দুষ্ট বালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন! কিন্তু ইটন নামক এক জন সুচতুর শিক্ষক তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ক্লাইব বাঁচিয়া থাকিলে এবং আপনার নৈসর্গিক গুণগ্রাম প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে জগন্মণ্ডলে সুবিখ্যাত হইবে। সে যাহা হউক, তৎকালে সাধারণমত তাঁহার অনুকূল ছিল না। ক্লাইব বাল্যাবস্থায় এরূপ অসমসাহসী ছিলেন, যে মার্কেট ডেরিটনস্থিত ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চতর শিখরে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন ও সময়ে সময়ে নগরস্থ দুষ্ট বালকগণকে দলবদ্ধ করিয়া লুঠকারী সেনাদলের ন্যায় দোকান লুঠ করিতে যাইতেন ও দোকানদারদিগকে কহিতেন, যদি তোমরা আপেল্ † ও পয়সা না দাও, তবে আমরা তোমাদের দোকানের কপাট ও জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। নিরুপায় দোকানদারেরা আপেল্ ও পয়সা দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিত।

* ব্যবহার, মোকদ্দমা, আজীব, জীবিকা। যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধি হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য করেন। উকীল, ইত্যাদি।

† এক প্রকার বিলাতি ফল, দেখিতে গাবের মত। সময়ে সময়ে আমেরিকা হইতে বরফের জাহাজে এই ফল এদেশে আনীত হইয়া থাকে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পিতা যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, পুত্রকেও সেই ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিতে যত্নবান হন। রিচার্ড ক্লাইব প্রথমতঃ পুত্রকে ব্যবহারাজীবের কার্য্য শিখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসে অকৃত-কার্য্য দেখিয়া একবারে ভগ্নোদ্যম হইলেন। এমন কি, তাঁহার এরূপ প্রত্যাশা ছিল না, যে ক্লাইব কস্মিন্ কালে মানুষ হইয়া পরিবারের কোন উপকারে আসিবেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটী কেরাণিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্লাইবকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়াদিলেন। ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া এক বৎসর পরে মান্দ্রাজে আসিয়া উপনীত হন। তিনি মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া অতিশয় দুরবস্থায় পড়েন, সঙ্গে করিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহা পথিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে ঋণ করিয়া আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহা যৎসামান্য, তদ্দারা উত্তম স্থানে বাস ও উত্তম আহার সম্পন্ন হইত না। তিনি ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময়ে মান্দ্রাজস্থিত এক ব্যক্তির নামে অনুরোধপত্র আনিয়াছিলেন, কিন্তু মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং অনুরোধপত্র দ্বারা যে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল, তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। ক্লাইব অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিলেন, তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন না। এজন্য মান্দ্রাজে অনেক দিবস পর্য্যন্ত কাহারও নিকটে পরিচিত বা আদৃত হইতে পারেন নাই।

তৎকালে পুলিন্দা তদারক ও হিসাব রাখা কোম্পানির কেরাণি-গণের প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু ক্লাইব যেরূপ চঞ্চল-মতি ও উদ্ধত-প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতে ঐ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াছিল। অপর, মান্দ্রাজের জল বায়ুও তাঁহার পক্ষে অনুকূল ছিল না। জল বায়ুর দোষে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অপটু হইতে লাগিল। ক্লাইব মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কিছুকাল এইরূপ দুঃখেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার সুখের মধ্যে এই মাত্র ছিল,

যে মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে নিজ পুস্তকালয়ে প্রবেশ ও অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দেন। ক্লাইব বাল্যাবস্থায় বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে যেরূপ অনাবিষ্ট ছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে আপাততঃ মনে এরূপ উদয় হয় না, যে তিনি পুস্তক অনুশীলন করিবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, যে তিনি পুস্তক পাঠ করিয়াই অধিকাংশ অবকাশ কাল অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু কি জল বায়ুর অস্বাস্থ্যকারিতা, কি দরিদ্রতা, কি পুস্তকাধ্যয়ন কিছুতেই সেই প্রগল্‌ভস্বভাব, অসমসাহসী যুবকের দুর্ব্বিনীত চিত্ত শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি যেরূপ বিদ্যালয়ে সর্ব্বদা শিক্ষকদিগের সহিত কলহ করিতেন, এক্ষণে কর্ম্মস্থানেও উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত সেইরূপ বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অনেকবার তিনি কর্ম্মচ্যুত প্রায় হইয়াছিলেন। তিনি দুই বার পিস্তল প্রয়োগ দ্বারা আত্মহত্যা সাধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই তাঁহার সন্ধান ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, আমি নিশ্চয়ই কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি।

এই সময়ে এরূপ একটী ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, ক্লাইবের সমুদায় আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু পরিশেষে সৌভাগ্য ক্রমে তাহাই তাঁহার মহত্ত্ব লাভের হেতু হইয়া উঠিল। মান্দ্রাজে ফরাশিদিগের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফরাশিরা ইংরাজদিগকে পরাজিত এবং মান্দ্রাজ নগর ও দুর্গ হস্তগত করেন। পণ্ডিচারীরগবর্ণর ডিউপ্লে মান্দ্রাজের গবর্ণর ও অপরাপর অনেককেই বন্দী করিয়া পণ্ডিচারীতে লইয়া যান। ক্লাইব এই সঙ্কটের সময়ে রাত্রিকালে মুসলমানের বেশে পলাইয়া সেণ্ট-ডেবিড দুর্গ আশ্রয় করেন। ক্লাইব এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার অভিলষিত কার্য্য প্রাপ্তির সুযোগ হইয়া আসিল। তিনি প্রার্থনা করিয়া কোম্পানির সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসরের অধিক ছিল না।

ক্লাইব সৈনিক কার্য্যে নূতন ব্রতী হইয়াও অনেক বার ফরাশিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ও সাহস এবং উদ্যোগ প্রভৃতি গুণ থাকাতে অচির কাল মধ্যেই তদানীন্তন প্রধান বৃটিশ সেনাপতি মেজর লরেন্সের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন।

ক্লাইব সৈনিক কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার কতিপয় মাস পরে সংবাদ আসিল, যে ইংলণ্ডে ফরাশি ও ইংরাজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে পণ্ডিচারীর গবর্ণর ডিউপ্লে মান্দ্রাজ নগর ও দুর্গ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ক্লাইবও সৈনিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কেরাণির কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ইহার কিছু দিন পরে মান্দ্রাজ-প্রদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদের বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাতে ক্লাইব লরেন্সের সাহায্যার্থ কেরাণির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেনার কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি এই রূপে পর্য্যায়ক্রমে কিছুকাল বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ও কিছু কাল সেনা সম্পর্কীয় কার্য্য করিয়া পরিশেষে কমিসরি জেনরেলের কার্য্যে নিয়োজিত ও কাপ্তেন পদে উন্নত হয়েন।

১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ নিজামবংশের আদি পুরুষ নিজামল্ মলক পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার যাবতীয় অধিকারের মধ্যে কর্ণাট রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও দূর বিস্তীর্ণ ছিল। নিজামল্ মলকের পরলোক প্রাপ্তির পরে কর্ণাটে অতিশয় গোলযোগ ঘটে। কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব নবাবের জামাতা চন্দ-সাহেব ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাশিদের সাহায্যে মহম্মদ আলি খাঁর রাজধানী ত্রিষ্কিনপল্লী অবরোধ করেন। মহম্মদ আলি খাঁ ইংরাজদের পরম বন্ধু ছিলেন, এজন্য ইংরাজেরা মহম্মদ আলি খাঁর সাহায্য দানে নিতান্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু তৎকালে মান্দ্রাজে তাঁহাদের অল্পসংখ্যক সেনা ছিল, তাহাতে আবার তাঁহাদের উপযুক্ত সেনাপতিও কেহই ছিলেন না। মেজর লরেন্স অবকাশ লইয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরাজেরা দেখিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেও পারেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতেও পারেন না, তাঁহারা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন ও ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণে বিমূঢ় হইলেন।

এমত সময়ে ইংরাজদের মধ্য হইতে এক বীর পুরুষ সমরে অবতীর্ণ হয়েন ও অসমসাহস ও অতুল পরাক্রম প্রদর্শন দ্বারা কি শত্রু, কি মিত্র সকলকেই চমৎকৃত করেন।

আমাদের প্রস্তাবিত ক্লাইবই সেই বীর পুরুষ। তিনি ত্রিষ্ণিনপল্লীকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন, যদি আপনারা ফরাশিদের সমুচিত প্রতীকার করিতে উপেক্ষা করেন; তাহা হইলে ত্রিষ্ণিনপল্লী হস্তবহির্ভূত হইবে, মহম্মদ আলি খাঁর বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং ফরাশিরা ভারতবর্ষের যথার্থ প্রভু হইবেন। অতএব এক্ষণে আর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ফরাশিদের দমনার্থ যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী আর্কট নগর আক্রমণ করিতে পারা যায়; তাহা হইলে হয়তো চন্দসাহেব ত্রিষ্ণিনপল্লীর অবরোধে ভঙ্গ দিয়া আর্কট নগর রক্ষার্থে যত্নবান্ হইবেন।

মান্দ্রাজবাসী ইংরাজেরা ডিউপ্লের জয়লাভ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা, ইংলণ্ডে ফরাশি ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অচিরকাল মধ্যে মান্দ্রাজ নগর হস্তবহির্ভূত ও বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ক্লাইবের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি যুদ্ধের সমুদায় ভার অর্পণ করিলেন। কাপ্তেন ক্লাইব ২০০ শত গোরা ও ইউরোপীয় রীতি অনুসারে শিক্ষিত ৩০০ শত সিপাই লইয়া আর্কট নগর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে দুরন্তবৃষ্টি ও ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহা লক্ষ্য না করিয়া গন্তব্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। আর্কট নগরের দুর্গ রক্ষার্থ যে সমস্ত সেনা নিয়োজিত ছিল, তাহারা ক্লাইবকে সসৈন্যে সমাগত দেখিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিল; সুতরাং ক্লাইব অনায়াসে ও নির্ব্বিবাদে উক্ত দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্লাইব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, যে আমি দুর্গ অধিকার করিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ফরাশিদের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে। পাছে বিপক্ষেরা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করে, এই

আশঙ্কায় তিনি আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিয়া রাখিলেন ও উপদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন।

যে সমস্ত বিপক্ষ সেনা ক্লাইবের আগমনে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া নগরের সন্নিধানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ক্লাইব নিশীথ রাত্রে দুর্গ হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া অতর্কিতরূপে উক্ত শিবির আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বিপক্ষপক্ষের অধিকাংশ সেনা নিহত হইল ও অবশিষ্টেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্লাইবের পক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণ হানি হইল না। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়া দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন।

চন্দ সাহেব আর্কট নগরের এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া আপনার সৈন্য হইতে ৪ সহস্র সেনা বাহির করিলেন ও নিজ পুত্র রাজা সাহেবকে সেনাধ্যক্ষ করিয়া আর্কট নগরের উদ্ধারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে ডিউপ্লের প্রেরিত ও হতাবশিষ্ট আর্কট দুর্গরক্ষী সেনারা আসিয়া জুটিল। রাজা সাহেব এইরূপে প্রায় ১০ সহস্র সেনার অধিনায়ক হইয়া আর্কট নগর অবরোধ করিলেন।

এদিকে ক্লাইবের প্রায় সকল বিষয়েরই অপ্রতুল, তাঁহার সৈন্য শত্রুসেনা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক ন্যূন, তাঁহার আহার সামগ্রীরও সচ্ছল ছিল না, আর্কট দুর্গও ভগ্নাবস্থায় ছিল, উহা যে অবরোধ সহ্য করিতে পারিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতই কেন বিপদ হউক না, ক্লাইব ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দৃঢ়তা ও সতর্কতা সহকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্লাইবের পক্ষীয় সেনাগণকে আহারাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। এমন কি, সেরূপ কষ্টে পড়িলে সেনা মাত্রই অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য- হইয়া উঠে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সিপাইরা ক্লাইবের নিকটে আসিয়া অক্ষুণ্ণ চিত্তে নিবেদন করিল, মহাশয়! ইউরোপীয়দিগকে ভাত দিতে অনুমতি করুন, ভাতের ফেনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইতিহাস পাঠে সেনাপতির প্রতি সেনাগণের এরূপ অটল ভক্তির দৃষ্টান্ত আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

ক্লাইব আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হওয়ায় অপর এক স্থান হইতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ হইল। মহারাষ্ট্রীয় প্রধান মুরারিরাও মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু তিনি ফরাশিদিগের ক্ষমতা অনিবার্য্য ও চন্দ সাহেবের জয় নিশ্চয় করিয়া এ যাবৎ উদাসীন ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর্কট নগর রক্ষার সংবাদ শ্রবণে প্রোৎসাহিত হইলেন। মুরারি রাও বলেন, ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে জানে, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এক্ষণে বুঝিলাম, তাহাদের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে; অতএব সানন্দচিত্তে তাহাদের সাহায্য করিব।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ আসিতেছে, রাজা সাহেব ইহা শুনিয়া ত্রস্ত হইলেন ও প্রচুর উৎকোচ দিয়া ক্লাইবের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ক্লাইব অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। চন্দ সাহেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; সুতরাং ক্লাইবেরই জয়পতাকা উত্তোলিত হইল।

মান্দ্রাজবাসী ইংরাজেরা এই জয় লাভের সংবাদ পাইয়া পুলকিত ও অহঙ্কৃত হইলেন এবং ক্লাইবের সাহায্যার্থ ২০০ শত ইউরোপীয় এবং ৭০০ শত এতদ্দেশীয় সেনা পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব এতাবন্মাত্র সেনা লইয়া টিমারির দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন এবং মুরারি রাওর সেনার সহিত মিলিত হইয়া পলায়িত রাজাসাহেবের অন্বেষণে চলিলেন। আর্ণি নগরে উভয় পক্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্লাইব সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল জয়লাভের সংবাদ শ্রবণে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন ও ত্রিঞ্চিনপল্লীর উদ্ধারার্থে এক দল পরাক্রান্ত সেনা সঙ্গে দিয়া ক্লাইবকে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে মেজর লরেন্স ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হন ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য গ্রহণ করেন; সুতরাং ক্লাইবকে তাঁহার অধীন হইতে হয়। ক্লাইব যেরূপ অবাধ্য ও অহঙ্কৃত ছিলেন, তাহাতে যে তিনি পূর্ব্ব বর্ণিত প্রশংসনীয় কার্য্য করিবার পরে অন্যের অধীনে থাকিয়া

যথানিয়মে কার্য্য করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইত না, কিন্তু লরেন্স তাঁহার গুণবত্তার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার নিজের যদিও তাদৃশ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ছিল না, তথাপি তিনি ক্লাইবের বীরোচিত ক্ষমতা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রতি সানুগ্রহ ব্যবহার করিতেন এবং এই অনুগ্রহও নিস্ফল হয় নাই। ক্লাইব সানন্দচিত্তে পূর্ব্ববন্ধুর নিদেশবর্ত্তী হইলেন ও উভয়ে মিলিয়া ত্রিশ্চিনপল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। চন্দসাহেব এত দিন পর্য্যন্ত ফরাশিদের সাহায্যবলে ট্রিচুনোপলী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি স্বয়ং অবরুদ্ধ হইলেনও অনন্যোপায় হইয়া ক্লাইবকে নগর সমর্পণ করিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে চন্দসাহেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হইয়া নিহত হন। বোধ হয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আলির অসৎ পরামর্শে তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে।

ক্লাইব যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন, কখনই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার শরীর এরূপ অপটু হইয়া উঠিল, যে তিনি স্বদেশে প্রতিগমনের মানস করিলেন; কিন্তু তিনি স্বদেশে প্রতিগমনের পূর্ব্বে আর একটী দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। ফরাশিরা কোভ্‌লঙ্‌ ও চিঙ্গলপুত নামক দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে এক দল সেনা প্রেরণ করা অবধারিত হয়, কিন্তু এতদর্থে যে এক দল সেনা নিযুক্ত হইল, তাহারা এরূপ অকর্ম্মণ্য ও ভীরুস্বভাব, যে ক্লাইব ব্যতিরেকে আর কেহই উহাদের অধিনায়ক হইয়া ফরাশিদিগের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। যে কার্য্য সম্পাদন করা অন্যের সাধ্য নহে তাহা সামান্য হইলেও সম্পাদকের গৌরবকর হইয়া থাকে। ক্লাইব তাদৃশ অশিক্ষিত সেনা সঙ্গে লইয়াও অল্প কাল মধ্যে কার্য্য সমাধা করিলেন। উল্লিখিত দুইটী দুর্গ ক্রমান্বয়ে তাঁহার হস্তগত হইল। এইরূপে কর্ণাটে ফরাশিদের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আসিল এবং ইংরাজদের পরম মিত্র মহম্মদ আলি খাঁ পিতৃ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইব এই সকল ঘটনার অবসানে মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে তাঁহার শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল, যে অল্প কাল মধ্যেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে হইল। ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে পর ডিরেক্টরসভা তৎকৃত অবদান পরম্পরার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ও ভবিষ্যতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একখানি হীরাখচিত তরবারি প্রদান করেন। ক্লাইব প্রথমতঃ অলোক-সামান্য ভব্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, যাবৎ আমার উপরিস্থ কর্ম্ম-চারী ও বন্ধু লরেন্সকে ঐরূপ সম্মান প্রদান না করিবেন। তাবৎ আমি উহা লইব না।

ক্লাইব ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে যে ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্বদেশে গিয়া তাহার কিয়দংশ দ্বারা পিতাকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করেন ও অবশিষ্টাংশ বিলাসসজ্জায় পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে প্রচুর ধনব্যয় করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে রিক্তহস্ত হইলেন ও কোন কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিবার মানস করিলেন। এই সময়ে যদিও কর্ণাট রাজ্যে ইংরাজদিগের অনুকূলে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ও ডিউপ্লে খর্ব্বীকৃত ও স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন; তথাপি ফরাশিদিগের সহিত সত্বর যুদ্ধ ঘটিবার অনেক পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এজন্য ডিরেক্টরসমাজ, ফোর্টসেণ্ট ডেবিডের গবর্ণরের কার্য্য ও ইংলণ্ডরাজ লেপ্টনেণ্ট কর্ণেলের পদে ক্লাইবকে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

কর্ণেল ক্লাইব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমতঃ ঘেরিয়াদুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন। এই দুর্গ প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত ও আঙ্গ্রিয়া নামক এক জন সামুদ্রিক দস্যুকর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। ক্লাইব অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনের সহিত মিলিত হইয়া আঙ্গ্রি-য়াকে পরাস্ত করেন ও তাঁহার সঞ্চিত ধন অপহরণ পূর্ব্বক উভয়ে ভাগ করিয়া লয়েন। ক্লাইব এই বীরকার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে মান্দ্রাজে যাইয়া ফোর্টসেণ্ট ডেবিডের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রায় এই সময়ে সুবিখ্যাত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজ

উদ্দৌলা মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। সিরাজ স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, নৃশংস ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। তিনি নট, ভাঁড় প্রভৃতি নীচ অনুচর বর্গের সহিত ইন্দ্রিয় সেবা ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কালাতিপাত করিতেন। বাল্যকালে পশুপক্ষীদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আমোদ অনুভব করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; অধুনা নবাব হইয়া তাঁহার সেই অভ্যাস স্বজাতি পীড়নে পরিণত হইল।

সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের প্রভূত ধন ও উদয়োন্মুখী প্রভুতা দর্শনে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা আক্রমণ পূর্ব্বক ইংরাজ অধিবাসীদিগকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করেন। উহারা রাত্রিযোগে অন্ধকূপনামে অল্প পরিসর একটী গৃহে নিক্ষিপ্ত হয়। গৃহস্থিত বায়ু শীঘ্র দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া উঠে। রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই দুঃসহ পিপাসায় দহ্যমান হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পর দিন প্রাতঃকালে দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে দৃষ্ট হইল, ১৪৬ জন ইউরোপীয় বন্দীর মধ্যে ১২৩ মৃত পতিত রহিয়াছে। অবশিষ্টেরা এরূপ শ্রীভ্রষ্ট, যে তাহাদের গর্ভধারিণীরাও উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

কলিকাতার এই দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে পর তথাকার ইংরাজেরা ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন ও বৈরনির্যাতনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তাঁহারা ক্লাইবকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া ও অ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনকে রণতরির কর্তৃত্ব ভার দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব অক্টোবর মাসে মান্দ্রাজ হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু বায়ু প্রতিকূল হওয়াতে পথিমধ্যে তাঁহার অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি ডিসেম্বর মাসে হুগলীতে আসিয়া উপনীত হয়েন।

এদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা জয়োদ্ধত হইয়া মুরশিদাবাদে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে যে শাণিত অসি নিষ্কোষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। ইংরাজেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবেন, ইহা তিনি সিন্ধু-শোষণের ন্যায় একান্ত অসম্ভব মনে করিতেন। তিনি পরকীয় দেশের

বিষয় এরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন, যে সর্ব্বদাই কহিতেন, সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে দশ সহস্র লোকের বসতি নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে তিনি ইংরাজদের রণতরি হুগলীতে পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সেনাগণকে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ক্লাইব সমভিব্যাহার আনীত ৯০০ শত ইংরাজসেনা ও ১৫০০ শত সিপাহী লইয়া নৈসর্গিক সাহস সহকারে কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী বজ্ বজ্ নামক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন ও ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের রক্ষী সেনা গণকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা উদ্ধার করিলেন এবং সমৃদ্ধিশালী হুগলী নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। লঘুচিত্ত নবাব, ক্লাইবের এই সকল কার্য্য দেখিয়া উৎসাহহীন হইলেন ও সন্ধি-স্থাপন করাই তাঁহার ভয়াকুল চিত্তের অভিমত হইল। তদনুসারে তিনি ক্লাইবের নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন, কুঠী ফিরাইয়া দিয়া ইংরাজদিগকে পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিবেন ও কলিকাতার আক্রমণে তাঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও পূরণ করিয়া দিবেন। যুদ্ধই ক্লাইবের ব্যবসা। তিনি প্রথমতঃ নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে নবাবের আগ্রহাতিশয় দর্শনে ও অপর কতিপয় কারণে সন্ধিপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি ওয়াট্‌সন ও উমিচাঁদ এই দুই জন এজেণ্টের দ্বারা নবাবের সহিত এই সন্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ক্লাইব এত দিন পর্য্যন্ত এক জন সৈনিক পুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এই সন্ধিস্থাপন দ্বারা একজন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, সন্ধ্যার সময় আবার তাহাই অকর্ত্তব্য বলিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হইতেন। তিনি এই সন্ধির অব্যবহিত পরেই ক্লাইবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া চন্দন নগরস্থ ফরাশিদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ও দাক্ষিণাত্য হইতে ফরাশি সেনাপতি বুসিকে আহ্বান করিলেন। সুচতুর ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন দুষ্টবুদ্ধি নবাবের এই সকল কার্য্য-

গুলি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে চন্দন নগর পরাজয় করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে ক্লাইব স্থলপথে তদভিমুখে চলিলেন, ওয়াট্‌সন জলপথ দিয়া যাত্রা করিলেন। ক্লাইব চন্দননগরে পৌঁছিয়া অচিরকালমধ্যেই কার্য্যশেষ করেন। চন্দননগর পরাজিত ও ফরাশিদিগের অভ্যুদয়াশা তিরোহিত হইল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বেই ক্লাইবের অমিতসাহস ও পরাক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহাকে চন্দননগর পরাজয় করিতে দেখিয়া আরও ভীত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে ভয়াভিভূত হইয়া অধিক কাল জীবিত থাকিতে হইল না, তাঁহার পতনজন্য অন্তঃশত্রুগণ মস্তক উত্তোলন করিল। তাঁহার অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার হেতু রাজ্যস্থ সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। রাজা রাজ্যমধ্যে ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলে সহজেই রাজবিপ্লব ঘটিয়া উঠে। নবাবের দেওয়ান রায়দুর্ল্লভ ও প্রধান সেনাপতি মিরজাফর প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন ও গোপনে ইংরাজদের নিকট সাহায্য চাইয়া পাঠাইলেন। তৎকালে কাউন্‌সেলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন। তাঁহারা নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করা অসমসাহসের কার্য্য মনে করিলেন, কিন্তু ক্লাইব তাঁহাদের ন্যায় কাপুরুষ ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাদের মতে সম্মত হইলেন না। তিনি চক্রান্তকারিগণের মতেরই পোষকতা করিলেন। অনন্তর এই স্থির হইল, ইংরাজেরা নবাবের রাজ্যভ্রংশ বিষয়ে সেনা দ্বারা সাহায্য ও মিরজাফরকে রাজ্য প্রদান করিবেন। মিরজাফরও প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাদের এই উপকার রাশি পরিশোধ করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা যেরূপ কুক্রিয়ারত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লাইব ন্যায়পরতায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক যে ঐ চক্রান্তের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই ন্যায়ানুগত হয় নাই। তিনি একবার এজেণ্ট ওয়াট্‌সন সাহে-

বের দ্বারা মিরজাফরকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইবেন না। আমি সমরে অপরাজিত পাঁচ সহস্র সেনা লইয়া আপনার সহিত মিলিত হইতেছি ও যাবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার থাকিবে, আপনার সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইব না। আবার সিরাজউদ্দৌলাকে এরূপ স্নেহভাবে পত্র লিখিলেন, যে তাহাতে সিরাজ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ স্থির করিলেন। এইরূপে নবাবের রাজ্য ভ্রংশবিষয়ে সমুদায় স্থির হইলে ক্লাইব শুনিতে পাইলেন, উমিচাঁদ ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উমিচাঁদ কলিকাতাবাসী এক জন ধনাঢ্য বণিক্ ছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণকালে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাকে অনেক টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এক্ষণে ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দাওয়া করিলেন। ক্লাইব উমিচাঁদ অপেক্ষাও ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে ব্যক্তি শঠ, তাহার সহিত শঠতা করিলে কিছুমাত্র পাতিত্য নাই; অতএব আপাততঃ উহার দাওয়া স্বীকার করি, পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তগত হইবে, তখন ইহাকে যে কেবল এই ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভে বঞ্চিত করিব, এমত নহে, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অর্থলাভেও নিরাশ করিব। ক্লাইব এইরূপ স্থির করিয়া দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। উহার একখানি শ্বেতবর্ণ ও আর একখানি লোহিতবর্ণ কাগজে লিখিত হইল। শ্বেতবর্ণপত্র খানি সত্য, তাহাতে উমিচাঁদের নামের উল্লেখ রহিল না। লোহিত বর্ণের পত্র খানি কৃত্রিম, তাহাতে উমিচাঁদের নাম উল্লিখিত ও তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিত হইল। কোম্পানির অপরাপর ভৃত্যেরা অম্লান বদনে ঐ কৃত্রিম প্রতিজ্ঞাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু অ্যাড্মিরাল ওয়াট্সন তাঁহাদের প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি কৃত্রিম প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ক্লাইব কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। তিনি ওয়াট্সনের নাম জাল করিলেন ও ঐ জালপত্র উমিচাঁদকে দেখাইলেন।

এইরূপে চক্রান্তের সমুদায় বন্দোবস্ত হইবার পরে, ক্লাইব সেনাগণকে মুরশিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে একখানি পত্র লিখিলেন। উহার মর্ম্ম এই, আপনি ইংরাজদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছেন ও সন্ধির নিয়মানুসারে কার্য্য করেন নাই। অতএব এই সকল বিষয়ের মীমাংসার্থ আমি স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। নবাব, ক্লাইবের পত্রের আভাসে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য স্থির করিলেন ও অবিলম্বে সেনা সংগ্রহ করিয়া ক্লাইবের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে মুরশিদাবাদের নিকটে পলাশি নামক স্থানে উভয় পক্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই সংগ্রামে ক্লাইবের জয় পতাকা উত্তোলিত হইল। নবাব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর দিবস মিরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধকালে মিরজাফর ক্লাইবের কোন সাহায্য করেন নাই, ইহাতে তিনি সঙ্কুচিত ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল; পাছে ক্লাইব তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার সে আশঙ্কা অবিলম্বেই দূরীভূত হইল। ক্লাইব তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র শিবির হইতে বহির্গত হইলেন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন ও বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন এবং কহিলেন, আপনি অবিলম্বে মুরশিদাবাদে গমন করুন। আমিও সত্বর তথায় যাইতেছি। ক্লাইব কতিপয় দিবসের মধ্যে মুরশিদাবাদে গিয়া উপনীত হইলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া মির জাফরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যদিও ক্লাইব এদেশের কোন ভাষাই জানিতেন না ও এদেশীয়দিগের সহিত কথোপকথন করিবার আবশ্যক হইলে তাঁহাকে উভয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু তিনি এদেশের আচার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

তিনি জাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া এদেশের চিরাগত প্রথানুসারে স্বুবর্ণপাত্র নজর ধরিলেন ও সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অদ্য কি শুভদিন! আপনারা অপকৃষ্ট নবাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উৎকৃষ্ট প্রভুর হস্তগত হইলেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

মিরজাফর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, রাজ্য প্রাপ্তির পর ইংরাজদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন, সিরাজের ধনাগারে এত অধিক অর্থ নাই, যে তিনি সেই অঙ্গীকার প্রতিপালনে সমর্থ হন। ইংরাজেরা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা মিরজাফরকে সঙ্গে করিয়া প্রসিদ্ধ বণিক্ জগৎশেঠের ভবনে গমন করিলেন। তথায় আবশ্যক বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী সভা হইল। উমিচাঁদও সহর্ষচিত্তে সভারোহণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ক্লাইব কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। প্রসন্নচিত্তে প্রতিশ্রুত সমুদায় টাকা দিবেন। কিন্তু যিনি বড় আশা করেন, তাঁহার ভাগ্যে প্রায় নৈরাশ্যই ঘটে! ক্লাইব এপর্য্যন্ত উমিচাঁদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন কথাই ভাঙ্গিয়া বলেন নাই, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া কহিলেন, উমিচাঁদ! লোহিত প্রতিজ্ঞাপত্র কৃত্রিম, আপনি একপয়সাও পাইবেন না। উমিচাঁদ এই অসম্ভব মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইলেন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে পালকিতে আরোপিত করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। উমিচাঁদের সাংঘাতিক মূর্চ্ছা হেতু সভাস্থলে কোন গোলযোগ হইল না। ইংরাজেরা প্রশান্তচিত্তে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির হইল, মিরজাফর আপাততঃ অঙ্গীকৃত টাকার একার্দ্ধ দিবেন ও অপরার্দ্ধ কিস্তীবন্দি করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

এদিকে উমিচাঁদ গৃহে নীত হইয়াও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ও সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন। পরে তাঁহার মূর্চ্ছা অপসৃত হইল বটে; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধি একবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইব যদিও তাদৃশ

ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত দয়াশূন্য ছিল না। তিনি উমিচাঁদের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে দুঃখিত হইলেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তীর্থ যাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। উমিচাঁদ তদনুসারে তীর্থ যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইল না। তিনি কতিপয় মাসের মধ্যেই সর্ব্বসন্তাপহারক মৃত্যুর আশ্রয় লইলেন।

সরজন্ মেলকলম বলেন, নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতেই ক্লাইব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার প্রতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ জন্য অধর্ম্ম অর্শে না। আমরা তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি না। ক্লাইবের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার আবশ্যকতা ছিল না এবং উহা করাও নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এই রাজবিপ্লব হওয়াতে উমিচাঁদই যে কেবল দেহত্যাগ করিলেন, এমত নহে,সিরাজউদ্দৌলাও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। জগৎশেঠের বাটীতে সভা হইবার দুইদিবস পরে সংবাদ আসিল। সিরাজ, নবাবজাদা মীরনের হস্তে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।

মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। অনেকেই প্রকাশ্য রূপে তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন; বিশেষতঃ অযোধ্যার পরাক্রান্ত নবাব বাঙ্গালা আক্রমণের বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিলেন। নবাব প্রভৃতি বড় বড় লোকের সন্তানেরা প্রায়ই আলস্যপরায়ণ ও ভোগাভিলাষী হয়েন, কিন্তু মিরজাফর নবাবপুত্র ছিলেন না; সুতরাং ভূতপূর্ব্ব নবাব সিরাজের ন্যায় আলস্য ও লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে তাদৃশ আসক্ত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় বুদ্ধি সেরূপ উন্নত ছিল না। তাঁহার পুত্র মীরণ এরূপ দুষ্ক্রিয়ারত ছিলেন, যে তাঁহাকে দ্বিতীয় সিরাজউদ্দৌলা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিরজাফর বিপদে পতিত হইয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলেন।

যৎকালে রাজ্যের এই প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, ঐ সময়ে ডিরেক্‌টরেরা বাঙ্গালার কার্য্য চালাইবার জন্য এরূপ একটি বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইলেন, যে তাহাতে সুশৃঙ্খলা হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশৃঙ্খলা ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে কয়েক ব্যক্তিকে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাইব ছিলেন না। ডিরেক্‌টরেরা তখন পর্য্যন্ত পলাশির যুদ্ধে জয় লাভের সংবাদ শুনিতে পান নাই, এই জন্যই ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক, কৌন্সেলের মেম্বরেরা বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে ক্লাইবই সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; বিশেষতঃ এখন এদেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ক্লাইব ব্যতিরেকে আর কেহই উহা দূর করিতে পারিবেন না। তাঁহারা এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্লাইবকেই সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইবও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষের ভার লইলেন।

যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে মিরজাফর শঙ্কিত ও ক্লাইবের শরণাগত হইয়াছিলেন, ক্লাইব প্রভুশক্তি প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে সে সকলের মীমাংসা করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ডিরেক্টরসভা শুনিতে পাইলেন, পলাশির যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে। তখন তাঁহারা অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া ক্লাইবকেই সর্ব্বাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিতে লিখিলেন।

এক্ষণে ক্লাইবের ক্ষমতার আর ইয়ত্তা রহিল না। মিরজাফর ক্রীতদাসের ন্যায় সভয়চিত্তে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয় কোন উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির সহিত বহুকালাবধি মিরজাফরের বন্ধুতা ছিল। একদা তাঁহার কয়েক জন লোকের সহিত কোম্পানির সিপাইদের কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাতে মিরজাফর ঐ ব্যক্তির প্রতি কার্কশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, তুমি কি কর্ণেল ক্লাইবকে জান না? এবং জগদীশ্বর তাঁহাকে কীদৃশ উচ্চপদে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি তোমার

কর্ণগোচর হয় নাই? ঐ ব্যক্তি বিলক্ষণ উপহাসরসিক ছিলেন; কহিলেন, "যাঁহার দাসানুদাসকে প্রাতঃকালে তিন বার সেলাম না করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারি না, আমি কি সেই কর্ণেল ক্লাই-বের অবমাননা করিতে পারি।" তাঁহার এই উক্তিকে অত্যুক্তি বলা যায় না। কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকলেই তুল্য রূপে ক্লাইবের পদানত হইয়াছিল। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অন্যায্য নহে, যে ক্লাইব আপনার সেই অপরিসীম ক্ষমতা স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থই যথোপযুক্ত বিনিয়োগ করিয়াছিলেন।

কর্ণাট রাজ্যের উত্তর ভাগে উত্তরসরকার নামক স্থানে ফরাশিরা তৎকাল পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ক্লাইব তথা হইতে তাহা-দিগকে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত কর্ণেল ফোর্ডকে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে ফোর্ডের তাদৃশ নাম সম্ভ্রম ছিল না বটে, কিন্তু ক্লাইবের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার বীরোচিত ক্ষমতা প্রকাশিত ছিল। ফোর্ড লক্ষিত স্থানে উপনীত হইয়া সত্বরই কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলেন।

যৎকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ সেনা উত্তরসরকারে ফরাশিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে, ঐ সময়ে মিরজাফরের রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে একটী ভয়ানক বিপদ ঘটিবার উপক্রম হয়। দিল্লীর সম্রাটের পুত্র শাহআলম বহুকালাবধি দুর্বিপাকে পড়িয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন। অযোধ্যার নবাব ও পরাক্রমশালী অপরাপর কতিপয় রাজা তাঁহার আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। শাহআলম সেই অঙ্গীকৃত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বহুল সেনা সংগ্রহ করেন ও নূতন নবাব মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রাধান্য স্থাপনে কৃতনিশ্চয় হন।

শাহআলম সসৈন্যে রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া মিরজাফরের ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি শাহ-আলমকে প্রচুর অর্থ প্রদান করাই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় স্থির করিয়া ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন। মহাবীর ক্লাইব তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এই

মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যদি আপনি প্রচুর অর্থ দিয়া শাহআলমের নিকটে সৌহৃদ্য ক্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার ঐরূপ সুহৃদ্ অনেক আসিয়া জুটিবে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি অনেকে অর্থলোভে আকৃষ্ট হইয়া আপনকার রাজ্য আক্রমণে উদ্যুক্ত হইবেন। তাহা হইলে আপনার ধনাগার অচিরকাল মধ্যেই রিক্ত হইয়া যাইবে। অতএব আমার এই নিবেদন, আপনি অনুরক্ত সৈন্য ও ইংরাজদিগের প্রভুভক্তির উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। এই পত্র পাঠে মিরজাফরের অন্তঃকরণে আশা ভরসার সঞ্চার হইল ও তিনি আসন্ন বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ এক বারেই পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে শাহআলম্ পাটনা অবরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্লাইব সসৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার সেনারা ভগ্নোদ্যম হইল ও ক্লাইবের সৈন্যের অগ্রসর ভাগ পৌছিবা মাত্রই অবরোধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ক্লাইব বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মিরজাফর ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মহোপকারী ক্লাইবকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের এক বৃহৎ জায়গীর প্রদান করিলেন।

সে যাহাহউক, মিরজাফরের কৃতজ্ঞতা দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইল না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যিনি বুদ্ধিবলে ও যুদ্ধকৌশলে আমাকে চির প্রার্থিত সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছেন, হয়তো সেই ক্লাইব আবার আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। ফলতঃ এক্ষণে পরাক্রান্ত ইংরাজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়াই মিরজাফরের উদ্দেশ্য হইল। তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এরূপ পরাক্রান্ত ও সমরকুশল সৈন্য নাই, যাহারা ক্লাইবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে এবং এদেশে ফরাশিদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত

হইয়াছে, তাঁহাদের ভরসা করাও বৃথা। তবে ওলন্দাজদিগের যশঃসৌরভ বহুকালাবধি এদেশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব বোধ হয়, তাঁহাদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হইবে না। তিনি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া গোপনে চুচুঁড়াবাসী ওলন্দাজদিগের নিকটে পত্রাদি পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু জানিতেন না, যে ইউরোপ খণ্ডে ওলন্দাজদিগের ক্ষমতার কত দূর হ্রাস হইয়াছিল।

ওলন্দাজেরা পূর্ব্বাবধি স্বদেশের প্রাধান্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এক্ষণে নবাবের যোগ পাইয়া তাঁহাদের সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য স্থান জাবা উপদ্বীপ হইতে সুসজ্জিত সাত খানি রণতরি অতর্কিতরূপে ভাগীরথীতে আসিয়া পৌঁছিল। দূরদর্শী ক্লাইবের কোন বিষয় অগোচর ছিল না। ওলন্দাজেরা নবাবের কুমন্ত্রণায় প্রোৎসাহিত হইয়া যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি প্রথমতঃ ওলন্দাজদিগের জাহাজ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ওলন্দাজ ও ইংরাজদিগের মধ্যে সন্ধি আছে। সন্ধিসত্ত্বে ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করা ইংরাজ মন্ত্রিগণের কথনই অভিমত নহে; বিশেষতঃ অল্প দিন হইল, আমি ওলন্দাজকোম্পানির দ্বারা ইংলণ্ডে অনেক টাকা পাঠাইয়াছি। অতএব এরূপ স্থলে উহাদিগকে আক্রমণ করিলে আমি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও হয়তো অচিরপ্রেরিত অর্থলাভেও বঞ্চিত হইব। ক্লাইব এই সমস্ত কারণে যাহাতে ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ না ঘটে, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবান হইলেন। কিন্তু আবার বিবেচনা করিলেন, ওলন্দাজদিগের জাহাজের গতিরোধ না করিলে, উহারা চুচুঁড়াস্থিত সেনাগণের সহিত মিলিত হইবে, সুতরাং ওলন্দাজদিগের দলই প্রবল হইয়া উঠিবে। মিরজাফরও নূতন মিত্র ওলন্দাজদিগের সহিত মিলিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এদেশে ইংরাজদের শ্রীবৃদ্ধির আশা এককালেই তিরোহিত হইয়া যাইবে।

ক্লাইব এই সকল আন্দোলন করিয়া পরিশেষে যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন।

ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে কর্ণাটরাজ্যে ফরাশিদিগকে দমনে রাখিবার জন্য অধিকাংশ সেনা পাঠাইয়া ছিলেন; সুতরাং এক্ষণে ওলন্দাজ দিগের অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি নৈসর্গিক সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ওলন্দাজদিগের জাহাজগুলি অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত এবং সেনারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ক্লাইব এই জয়লাভের তিন মাস পরে স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হইলে রাজা ও রাজমন্ত্রী উভয়েই মহা-সমাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। কোম্পানির অংশীদারগণের মহাসভা হইতেও তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ "লর্ড" এই উপাধি প্রদান দ্বারা তাঁহার সদ্গুণের পুরস্কার করেন। ক্লাইব ভারতবর্ষ হইতে এত অর্থ শোষণ করিয়াছিলেন, যে এক্ষণে ইংলণ্ডস্থিত উচ্চপদারূঢ় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই সঞ্চিত অর্থ এবার অপব্যয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি নানা প্রকারে উহার সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইব এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্টসভায় * প্রবিষ্ট হইবার জন্য

---

* ইংলণ্ডের রাজকার্য্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে হয় না। রাজা এই সভার মতানুসারে সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সভা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। (হাউস অব্ লর্ডস এবং হাউস্ অব্ কমন্স) প্রথম শ্রেণিতে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে এক এক প্রদেশের সামান্য লোকদিগের প্রেরিত প্রতিনিধিরা। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজ আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সভায় সমাগত হইয়া রাজকার্য্য চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন, রাজার অনুমোদিত হইলে সমুদায় রাজ্য মধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সেই চেষ্টা অচিরকাল মধ্যে সফলও হইল। ১৭৬১ অব্দে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইলেন।

এদিকে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে বাঙ্গালাদেশে নানা গোলযোগ ঘটে। বৃটিশ কর্ম্মচারীরা সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বা লোকলজ্জাভয় কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহারা নবাব হইতে সামান্য জমিদার পর্য্যন্ত সকলকেই পীড়ন করিয়া অর্থ দোহন করিতে লাগিলেন ও মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিরকাশিমকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। মিরকাশিম বুদ্ধিমান, সুচতুর ও কার্য্যজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে প্রজার উপর সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেন বটে, কিন্তু অন্যকেহ সেরূপ করিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য ইংরাজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ইংরাজেরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বৃদ্ধতম মিরজাফরকে সিংহাসনে পুনরায় স্থাপিত করেন। নবাব কৃতজ্ঞচিত্তে ইংরাজদিগকে প্রচুর অর্থ উপহার দেন। মিরকাশিম যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পাটনায় পলায়ন করেন। তথায় যে সমস্ত ইংরাজ তাঁহার হস্তে পড়ে, তিনি সকলকেই নিষ্ঠুররূপে সংহার করেন। তাঁহার এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া সকলে সিরাজউদ্দৌলার অন্ধকূপহত্যার বিষয়ও বিস্মৃত হন।

মির কাশিমের সহিত যুদ্ধ ও পাটনার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষেরা বিবেচনা করিলেন, যিনি ভারত রাজ্যের মূল স্থাপন করিয়াছেন, সেই ক্লাইব ব্যতিরেকে আর কেহই উপস্থিত গোলযোগ নিবারণে সমর্থ হইবেন না। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষে পুনরায় গমন জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক। তাঁহারা তদনুসারে ক্লাইবকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হন।

তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, কোম্পানির কার্য্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে পারেন, তজ্জন্যই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। ডিরেক্টরেরা ইতিপূর্ব্বে দৃঢ়রূপে এই আদেশ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে, কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষীয় রাজগণের নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহারা অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তির বলবত্তা এবং কর্তৃপক্ষের দূরস্থতা ও অনবধানতা প্রযুক্ত সে আদেশ অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়া মৃত নবাবের শিশু সন্তানকে সিংহাসনে আরোপিত করেন। এবার ক্লাইবের পূর্ব্বসংস্কারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। তিনি এই সকল অরাজক কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও অবিলম্বে উহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইলেন।

লর্ড ক্লাইব উপঢৌকন ও উৎকোচ গ্রহণ নিষেধ করিলেন এবং কোম্পানির কর্ম্মচারীরা নিজে নিজে যে বাণিজ্য করিতেন, তাহাও উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইংরাজ তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্লাইব কিছুতেই দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি প্রবল বিপক্ষদিগকে পদচ্যুত করিলেন। তখন অবশিষ্টেরা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বশবর্ত্তী হইলেন।

লর্ড ক্লাইবের অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মে যে, যাবৎ তাঁহার হস্তে সমুদয় রাজকার্য্যের ভার অর্পিত থাকিবে, তাবৎ কোন বিষয়ে কোন গোলযোগ উপস্থিত না হউক, কিন্তু তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ গোলযোগ ঘটিতে পারে। তিনি ভাবিলেন, কোম্পানির ভৃত্যেরা যে বেতন পান, তাহা অতি সামান্য। তাঁহারা কেবল তাহারি উপর নির্ভর করিয়া এই উষ্ণপ্রধান দেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন না ও সেই যৎসামান্য বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখাও সম্ভাবিত নহে। এই নিমিত্ত তাঁহারা বহুকালাবধি নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের বেতনের ন্যূনতা পোষাইয়া লইতেছেন। বাঙ্গালা জয়ের পূর্ব্বে এই প্রণালী বিশেষ অনিষ্ট-

কারিণী ছিল না বটে; কিন্তু এক্ষণে কোম্পানি রাজ্যের প্রভু হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের হস্তে মহতী ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বেতন পূর্ব্ববৎ যৎসামান্যই রহিয়াছে। সামান্য বেতন ও অসামান্য ক্ষমতা এ উভয়ের একত্র সংঘটন হইলে অনিষ্টাপাত অপরিহার্য্য হয়। ক্লাইব এটি বিলক্ষণ বুঝিতেন ও তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি না হইবে, তাবৎ ঐ অনিষ্ট নিবারণের আর উপায় নাই। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন, ডিরেক্টর সভায় বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তাহা অরণ্যরুদিতের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইবে। লর্ড ক্লাইব এইরূপে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া লবণের এক-চেটিয়া ব্যবসা চালাইতে অনুমতি দিলেন ও তদুৎপন্ন অর্থ যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ক্লাইব ডিরেক্টরদিগের উপদেশ ও আত্মমতের বিপরীতে এই কার্য্যটি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকও ঐ কার্য্যটি প্রশংসার হয় নাই, তবে তাঁহার নিন্দা পরিহারার্থ এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতেই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন, ইচ্ছানুসারে করেন নাই এবং এই ব্যবসা দ্বারা তিনি নিজে যাহা লাভ করিতেন, তাহা তিনি স্বয়ং লইতেন না, বিভাগ করিয়া কতিপয় বন্ধুকে প্রদান করিতেন।

লর্ড ক্লাইব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোম্পানির ব্যবহারিক কর্ম্মচারিগণের আয়ের বন্দোবস্ত করিবার পরে সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যে ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে সৈনিকব্যয় লাঘব করিয়াছিলেন, তাহাতে সেনাসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। দুই শত ইংরাজ কর্ম্মচারী চক্রান্ত করিয়া এক দিনেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য এই, ক্লাইব ভীত হইয়া তাঁহাদের আয়ের বিষয় বিবেচনা করিবেন। লর্ড ক্লাইব যত বার বিপদে পড়িয়াছিলেন, কখনই হতবুদ্ধি হন নাই, প্রত্যুৎপন্নমতি ছায়ার ন্যায়

নিয়তই তাঁহার সহচারিণী ছিল। তিনি অবিলম্বে মান্দ্রাজ হইতে সেনাপতি আনয়ন করিলেন ও আজ্ঞাপ্রচার করিয়াদিলেন, যাঁহারা পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে ষড়যন্ত্রকারীরা দেখিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। ক্লাইব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ও তিনি যে সকল সিপাইদের উপরে নির্ভর করিতেন, তাহাদের প্রভুভক্তিও অবিচলিত ছিল। যে সমস্ত কর্ম্মচারী এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহারা ধৃত ও দূরীকৃত হইলেন। তখন অবশিষ্টেরা বিনয় বাক্যে পুনরায় কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন এবং অনেকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনুতাপও করিতে লাগিলেন। ক্লাইব অল্পদোষীদিগের প্রতি সদয় হইলেন ও তাহাদিগেকে পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিলেন।

ক্লাইব যৎকালে রাজ্যের কুরীতি শোধন ও সেনাগণকে স্ববশে আনয়ন করেন, সেই সময়ে অযোধ্যাধিপতি বহুল সেনা সমভিব্যাহারে বিহারের পর্য্যন্ত দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনেক আফগান ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং সমুদায় রাজগণ একযোগে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, তাহারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের নাম ও প্রবল প্রতাপে তাঁহাদের সমুদায় বিপক্ষতা নিরাকৃত হইল। বিপক্ষেরা বিনতি পূর্ব্বক সন্ধির প্রার্থনা জানাইলেন। ক্লাইবও আপনার অভিমত পণে সন্ধি স্থাপন করিলেন।

ক্লাইব এইরূপে এতদ্দেশীয় রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার পরে বিবেচনা করিলেন, কোম্পানি শস্ত্রবলে এদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। এদেশের উপরে তাঁহাদের কোন প্রকার ন্যায়ানুগত স্বত্ব নাই। অতএব ঐ প্রাধান্য বৈধ করা আবশ্যক। তিনি এই বিবেচনায় তদানীন্তন মোগল সম্রাট শাহ আলমের নিকটে কোম্পানির পক্ষে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানি প্রার্থনা করিলেন। শাহ আলম একান্ত বলহীন ছিলেন। কোম্পানিকে দেওয়ানি প্রদান করা তাঁহার মনোগত ছিল না, কিন্তু এক

খণ্ড কাগজে পারস্য ভাষায় গুটিকতক কথা লিখিয়া দিলে কোম্পানির নিকট হইতে অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে প্রচুর অর্থ পাইতে পারিবেন এই বিশ্বাসই তাঁহার অপেক্ষাকৃত সন্তোষের কারণ হইল। তিনি ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড ক্লাইবকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানি প্রদান করিলেন। ক্লাইবও পণস্বরূপ সম্রাটকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ প্রদান করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন।

ক্লাইব এই দেওয়ানি লাভের পরে একবার মনে করিয়াছিলেন কোম্পানি এদেশে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন; তবে আর নবাবকে মুরশিদাবাদে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু আবার ভাবিলেন, ফরাশি, ওলন্দাজ এবং অপরাপর ইউরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায় বহুকালাবধি নবাবের সম্মান করিয়া আসিতেছেন। অতএব নবাবের নাম বিলুপ্ত হইলে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাদৃশ সম্মান করিবেন না। ক্লাইব এইরূপ আন্দোলোন করিয়া নবাবের নামে শাসন কার্য্য চালানই স্থির করিলেন। তৎকালে এই কৌশলটী উদ্ভাবন করাতে ক্লাইবের বিলক্ষণ পরিণামদর্শিতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি তিনি উহা না করিয়া একবারেই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিতেন, তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

এই সময়ে লর্ড ক্লাইব অনায়াসে এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অপরিমিত ধন দোহন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি দান গ্রহণ প্রতিষেধক আইনটি প্রকৃতরূপেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে, বারাণসীরাজ তাঁহাকে বহুমূল্য হীরা প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন এবং অযোধ্যাধিপতি প্রচুর অর্থ ও মণিময়-পাত্র লইবার জন্য জিদ করেন; তথাপি ক্লাইবের অন্তঃকরণ লোভে আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি বিশিষ্ট শিষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত উপহার অস্বীকার করেন। তিনি এই সময়ে একটি দান গ্রহণ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতি এই অচির-প্রব-

ষ্ঠিত দান গ্রহণ প্রতিষেধক আইন উল্লঙ্ঘন জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও অধর্ম্ম অর্শে না। মিরজাফর মৃত্যুকালে স্বীয় উইলে ক্লাইবকে ছয় লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কিন্তু উল্লিখিত আইন জীবিত ব্যক্তির দান গ্রহণ বিষয়ে প্রচলিত হয়, উহা মৃত্যুকালে উইলের দ্বারা প্রদত্ত ধনের নিবর্ত্তক নহে। ক্লাইব উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি উহা একটি সদ্ব্যয়ে নিয়োজিত করিয়া অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে কার্য্যাক্ষম সৈনিক কর্ম্মচারিগণের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবে, তিনি এই অভিপ্রায়ে উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর ঐ মূলধন হইতে ইংলণ্ডে একটি অনাথ সৈনিকশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাপি ঐ সৈনিকশালা ক্লাইবের নামে চলিতেছে।

লর্ড ক্লাইব তৃতীয় বার এদেশে আসিয়া দেড় বৎসর অবস্থিতির পর এরূপ অসুস্থ হইলেন, যে তাঁহার স্বদেশ গমন আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। লর্ড ক্লাইব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে যেরূপ ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, এবারে তাঁহার অদৃষ্টে সেরূপ কিছুই ঘটিল না। ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে এরূপ অনেক কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতি দুঃখে অতিবাহিত হয় ও অকাল মৃত্যু তাঁহার জীবনান্ত করে।

ক্লাইব যে সমস্ত ব্যক্তির অত্যাচার হইতে বাঙ্গালা দেশকে পরিত্রাণ করেন ও যে সকল ব্যক্তির অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায় হন, তাঁহারা তৎকালে "ইণ্ডিয়া হাউসে" ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার পরে তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। কেবল তাঁহার দোষাৎকীর্ত্তন উদ্দেশেই নূতন নূতন সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। বিপক্ষ পক্ষের এইরূপ চাতুরী দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের অন্তঃকরণ ক্লাইবের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বিপক্ষেরা তিলকে তাল করিয়া তুলিলেন

ক্লাইব দুই এক বার যে দুই একটি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে, তিনি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া যে সকল অত্যাচার নিবারণ করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে ভারতবর্ষে যে সকল কুক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, বিপক্ষেরা সেই সমুদায় দোষই তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন।

ক্লাইব এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন ও সকলেই তাঁহাকে সমুদায় পাপের মূর্ত্তিমান আধার স্বরূপ মনে করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এই সময়ে আবার এদেশের ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের অশুভ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ঐ মন্বন্তরের দুর্ব্বার্ত্তা প্রচার হওয়াতে তাঁহাদের সেই আন্দোলন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। পরন্তু তৎকালে আবার তথায় এই জনরব হয়, যে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা দেশের সমুদায় চাউল এক-চেটিয়া করাতেই ঐ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। ইংরাজকর্ম্মচারীরা যে মূল্যে চাউল খরিদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদপেক্ষা দশ বার গুণ অধিক মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে যে ইংরাজ-কর্ম্মচারীর সহস্র টাকার সংস্থান ছিল না, তিনিও ঐ দুর্ভিক্ষের সময় লণ্ডন নগরে ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই সকল অশুভ সংবাদে ক্লাইবের প্রতি সাধারণের পূর্ব্বসঞ্চিত বিরাগভাব আরও বর্দ্ধিত হইল।

ক্লাইব এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার কতিপয় বৎসর পরে তাদৃশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাঁহার কৃত এরূপ কোন কার্য্যই দৃষ্ট হইতেছে না, যাহার দোষে ঐ মন্বন্তর ঘটিতে পারে। যদি কোম্পানির কর্ম্মচারীরা চাউলের এক চেটিয়া ব্যবসাই করিয়া থাকেন; তবে তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্লাইবের কৃত নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য ক্লাইব দোষভাগী হইতে পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এদেশের নৈসর্গিক দুর্ভিক্ষের সমুদায় অশুভ ফল তাঁহার কার্য্যদোষে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকের অন্তঃকরণে প্রতীতি জন্মে।

ক্লাইব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে দলভুক্ত ছিলেন, জর্জ গ্রেন্-

ভিল ঐ দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহার অনুগামিগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ক্লাইবের পক্ষ হইয়া দুই একটি অনুকূল কথা বলেন। ক্লাইব চতুর্দ্দিকে বিপদ সাগর দেখিতে লাগিলেন. কিন্তু যত বড় বিপদ হউক না কেন, তিনি কখনই হতবুদ্ধি হইতেন না। রণস্থলে তাঁহার যেরূপ নৈসর্গিক নৈপুণ্য ছিল, পার্লিয়ামেণ্টেও তাঁহার সেইরূপ চতুরতার কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ হইবার পরেই, লর্ড ক্লাইব একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আপনার শেষাবস্থার কার্য্যগুলি নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করেন। কথিত আছে, ঐ বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়; বিশেষতঃ লর্ড চেথ্যাম এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উক্তপ্রকার উৎকৃষ্ট বক্তৃতা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে যাহাহউক, শত্রুবর্গের বৈরনির্যাতন স্পৃহা যে কেবল ইহাতেই চরিতার্থ হইল, এমত নহে, শত্রুরা ক্লাইবকে পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে দূরীকৃত ও তাঁহার মান সম্ভ্রম বিলুপ্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে তাঁহার রাজ্য শাসনের প্রথমাবস্থার দোষোৎকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ক্লাইব দুর্ভাগ্যক্রমে শাসন-কার্য্যের প্রথম কালে কতকগুলি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন; সুতরাং বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ করিবার বিলক্ষণ সুযোগই ছিল। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ক্লাইবের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ একটি কমিটী নিযুক্ত করিলেন। কমিটী অবজ্ঞাপূর্ণ নয়নে সিরাজের সিংহাসন ভ্রংশ অবধি মিরজাফরের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত ক্লাইবের সমুদায় কার্য্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে লাগিলেন। ক্লাইব অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিলেন, আমি উমিচাঁদের সহিত প্রতারণা করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ প্রতারণা আমার লজ্জার কারণ নহে ও আমি যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়া-

ছিলাম, যদি আমার সেইরূপ অবস্থা পুনরায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আবার অম্লানবদনে ঐরূপ কার্য্য করিতে পারি। আমি মিরজাফরকে সিংহাসনে আরূঢ় করিয়া তাঁহার নিকট অপরিমিত অর্থ লইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ অর্থ লইয়া আমি ধর্ম্ম বা পদ মর্য্যাদার বিপরীত কার্য্য করি নাই, বরং নিঃস্বার্থ ব্যবহার হেতু আমি প্রশংসা লাভেরই পাত্র হইতেছি। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, পলাশির যুদ্ধের পর প্রতাপশালী রাজগণ আমার মনোরঞ্জনে তৎপর হন, তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী মুরশিদাবাদ নগর আমার লুণ্ঠন-ভয়ে কম্পমান হয়, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী শেঠ বংশীয়েরা পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমার কৃপা কটাক্ষপাতের জন্য শশব্যস্ত হন, রাশীকৃত স্বর্ণ ও বহুমূল্য রত্ন আমার সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, কিন্তু এখন ভাবিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, যে কি রূপে তাদৃশ রাজদুর্ল্লভ সম্পত্তি উপস্থিত দেখিয়াও লোভসম্বরণে সমর্থ হইয়াছিলাম।

কমিটী উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যদিও ক্লাইবের কোন কোন কার্য্য কলঙ্কদূষিত দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তিনি স্বদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; অতত্রব তিনি নিষ্কৃতি পাইবার যোগ্য।

ক্লাইব এইরূপে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অধিকাংশ লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন ও হাউস অব্ কমন্স সভা তাঁহার যে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন এবং কমিটী যে অবজ্ঞাপূর্ণ নয়নে তাঁহার ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই সকল দুঃখে তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন ও তাঁহার অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইতে লাগিল। ক্লাইব স্বভাবতঃ বিষণ্ণচিত্ত ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন ও ইংলণ্ডে প্রচুর মান সম্ভ্রম লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি থাকে, এজন্য এতকাল পর্য্যন্ত ঐ বিমর্শভাব তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় বা করণীয় ছিল না। সুতরাং সেই বিলুপ্ত প্রায় অন্তঃশত্রু সুযোগ পাইয়া তাঁহার মনোরূপ

রাজ্য আক্রমণ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, চরমদশা পর্য্যন্ত তাঁহার বিমর্শান্ধকারাবৃত হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানজ্যোতিঃ উদিত হইয়া পরক্ষণেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কথিত আছে, ক্লাইব মৌনভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা উঠিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, কিন্তু আবার উহার পরক্ষণেই পূর্ব্ববৎ মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের এরূপ বিবাদ চলিতে ছিল, যে তাহাতে আমেরিকার সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। রাজ-মন্ত্রিগণ ক্লাইবকে পুনরায় যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে অভিলাষ বৃথা হইল। তৎকালে ক্লাইবের শেষ দশা উপস্থিত। তিনি অশেষ যাতনা সহ্য করিতে ছিলেন ও ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ২২ শে নবেম্বর আত্মহত্যা করিয়া সেই যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান।

ক্লাইব স্বভাবতঃ তেজস্বী, উৎসাহশীল ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ সহজেই ক্রোধাসক্ত ও বিমর্শ পরায়ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে আমাদের অধিক বক্তব্য নাই। তাঁহার এই জীবনচরিত পাঠ করিলে অনায়াসেই তাঁহার দোষ গুণ সকলই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি কতকগুলি দোষে দোষী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অশেষ গুণরাশিও অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অনেকেই তাঁহার এই ভয়াবহ মৃত্যুকে তাঁহার পাপ সমূহের সমুচিত শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মনে করেন বটে, কিন্তু সে যাহা হউক, পক্ষপাত শূন্য-চিত্তে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক, যে তাঁহার অবস্থায় পড়িলে প্রায় মনুষ্যমাত্রেরই তাদৃশ দুষ্কৃতিজালে জড়িত হইবার সম্ভাবনা। ইহা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবেক, যে ভারতবর্ষে ইংরাজজাতির প্রতিপত্তি লাভ ও সাম্রাজ্য স্থাপন কেবল ক্লাইবেরই কার্য্য; সুতরাং এতাদৃশ গুণ সকল স্মরণ হইলে তাঁহার তাদৃশ দোষ সকল উপেক্ষিত হইতে পারে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টা-রের অন্তঃপাতী ডেল্‌স্ ফোর্ড নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় পিতা মাতা উভয়েই পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎকালে তাঁহার পিতামহ জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও বিদ্যাভ্যাসের ভার পিতামহের উপরেই পতিত হয়। তাঁহার পিতামহের এরূপ সঙ্গতি ছিল না, যে তিনি তাঁহাকে কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন; সুতরাং হেষ্টিংস বাল্যাব-স্থায় একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন ও কৃষাণসন্তানগণের সহিত একাসনে বসিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার পরিচ্ছদাদিও যৎসামান্য ছিল। ফলতঃ তাঁহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া কেহই অনুভব করিতে পারিতেন না, যে তিনি উত্তর-কালে একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি হইবেন। হেষ্টিংস বিদ্যাভ্যাসে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের ধনবত্তা, মাহাত্ম্য, বলবীর্য্য ও রাজভক্তি বিষয়ক উপাখ্যান শুনিতে ভাল-বাসিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ডেল্‌স্ ফোর্ড নামক স্থানের জমিদার ছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ জমিদারী তাঁহাদের হস্তবহির্ভূত হয়। বাল্যকালাবধি হেষ্টিংসের অন্তঃকরণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যে কোন উপায়ে হউক, ঐ পৈতৃক স্থান ডেল্‌স্ ফোর্ড উদ্ধার করিবেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার এই আশা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কত বার কত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কতবার কত ঘোরতর বিপদে পড়িয়া-ছিলেন ও কতবার কত রাজনীতি সংক্রান্ত দুরূহ চিন্তায় নিমগ্ন

হইয়াছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ঐ আশা অন্তর্হিত হয় নাই।

হেষ্টিংস অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে লণ্ডন নগরস্থ একটি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়াদেন। হেষ্টিংস এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইতেন না। ইহাতে তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন, অল্পাহারে আমার শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া যাইতেছে। অনন্তর দশমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টারবিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তিনি বিদ্যাভ্যাসে এরূপ আবিষ্টচিত্ত ছিলেন, যে স্বল্পকালমধ্যে এই বিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি এখানে পাঠ সমাপন করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতৃব্যের পরলোক হইল; সুতরাং তাঁহার আশা ভরসা একবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার পিতৃব্য মৃত্যুকালে দূরকুটুম্ব চিচ্‌-উইক নামক এক বন্ধুর প্রতি ভ্রাতৃপুত্রের প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাসের ভার সমর্পণ করিয়া যান। চিচ্‌উইক এই ভার গ্রহণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন না বটে, কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব, উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার বিদ্যা-লয়ের অন্যতম শিক্ষক ডাক্তর নিকল্‌স হেষ্টিংসকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তিনি প্রিয়ছাত্রের বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও চিচ্‌উইককে বিস্তর বুঝাইলেন এবং ইহাও কহিলেন, হেষ্টিংসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ জন্য যে ব্যয় হইবে, আমি তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-ইয়া দিন্। কিন্তু চিচ্‌উইক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর হেষ্টিংসের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি লেখকের কর্ম্ম-প্রাপ্তির সুযোগ হওয়াতে চিচ্‌উইক সহর্ষচিত্তে ঐ কার্য্য স্বীকার

করিলেন ও হেষ্টিংস্‌কে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলেন।

হেষ্টিংস ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন ও অবিলম্বে সেক্রেটরি আফিসে কেরাণিগিরি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই স্থানে ক্রমাগত দুই বৎসর কেরাণিগিরি করিয়াছিলেন। অনন্তর কাশিমবাজারে প্রেরিত হন। কাশিমবাজার মুরশিদাবাদ হইতে প্রায় আধক্রোশ দূরস্থিত। তৎকালে কাশিমবাজার উৎকৃষ্ট রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইংরাজেরা এই স্থানে একটি কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সেই কুঠিতে ক্রমাগত অনেক বৎসর পর্য্যন্ত রেশমের ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ও ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কাশিমবাজার মুরশিদাবাদের সন্নিহিত, বিশেষতঃ অসংরক্ষিত ছিল; সুতরাং উহা বিপক্ষকর্তৃক অবিলম্বে আক্রান্ত হইল। হেষ্টিংস বন্দীকৃত ও মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইলেন।

সিরাজের আক্রমণে কলিকাতার গবর্ণর ও তাঁহার সহচর সকলেই পল্‌তায় পলায়ন করেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ নবাবের সমুদায় চেষ্টিত অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হন, কিন্তু তৎকালে হেষ্টিংস ব্যতিরেকে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি অনায়াসে তাঁহাদের সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতে পারিতেন। হেষ্টিংস যদিও বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজ কোম্পানির কর্ম্মচারীরা দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক নবাবের নিকটে বিস্তর অনুরোধ করাতে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার ঘটে নাই, প্রত্যুত তাঁহার অনেক অংশে স্বাধীনতাই ছিল। তিনি কৌশল করিয়া নবাবের কার্য্য বিবরণ পল্‌তায় পলায়িত ইংরাজগণের গোচর করেন।

এই সময়ে নবাবকে পদচ্যুত করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হয়। হেষ্টিংস তাহাতে গুপ্তভাবে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু ঐ ষড়যন্ত্র চালাইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হওয়াতে স্থগিত রাখা আব-

শ্যক হয়। তখন হেষ্টিংস আপনাকে ঘোরতর সংকটাপন্ন বোধ করিলেন ও পলাইয়া পল্‌তায় আশ্রয় লইলেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে, হেষ্টিংস পলাইয়া প্রথমতঃ কাশিমবাজারবাসী কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আলয়ে আশ্রয় লন। কৃষ্ণকান্ত নন্দীও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করেন। অনন্তর হেষ্টিংস তথা হইতে সুযোগক্রমে পল্‌তায় চলিয়া যান। হেষ্টিংস উত্তরকালে কৃষ্ণকান্ত নন্দীর যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ কিম্বদন্তী সত্যমূলক বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হইবার পরে কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে ডাকাইয়া ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে আজীমগড় ও গাজীপুরের অন্তর্গত "ডুহাবেহারা" নামক জায়গীর প্রদান করেন ও তাঁহাকে রাজোপাধি গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু কান্ত নন্দী স্বয়ং রাজোপাধি না লইয়া পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। হেষ্টিংসও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হন। তদনুসারে তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজোপাধি লাভ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পরে তদীয় পুত্র হরিনাথ ও পৌত্র কৃষ্ণনাথ ক্রমান্বয়ে পৈতৃক উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমার কৃষ্ণনাথ কোন কারণে আত্মহত্যা করেন। এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহানুভাবা মহারাণী স্বর্ণময়ী নানাবিধ দানাদি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সবিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং পতিকুলের নাম ও মান সম্ভ্রম রক্ষা পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া প্রীত হইয়া ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে "মেম্বর অব্‌ দি ইম্পিরিয়াল অর্ডর অব্‌ দি ক্রাউন অব্‌ ইণ্ডিয়া" এই সম্ভ্রম সূচক উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণের পুরস্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার সুবিচক্ষণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন রায় মহাশয়কে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিতেও বিস্মৃত হন নাই।

হেষ্টিংস পল্‌তায় যাইবার কিছু দিন পরে ক্লাইব নবাবকে আক্রমণ করিবার মানসে সসৈন্যে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া ভাগীরথীতে উপনীত হন। ক্লাইব যেরূপ সাধারণ বিপদের সময়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক সৈনিক

কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, হেষ্টিংসও সেইরূপ এই সাধারণ বিপদে পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিলেন ও যুদ্ধের প্রারম্ভেই বন্দুক হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাইবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার গুণবত্তা অবিলম্বেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্লাইব যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মিরজাফরকে নবাব করিয়া তাঁহার দরবারে হেষ্টিংসকে এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস এই কার্য্যোপলক্ষে মুরশিদাবাদে প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। অনন্তর ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে কাউন্‌সেলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আইসেন ও তিন বৎসর পরে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

হেষ্টিংস ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া ক্রমাগত চারি বৎসর কাল বাস করেন, কিন্তু তিনি এই সময়ে যে কি করিতেন, তাহা সুন্দররূপে নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যে তিনি অভিলষিত পুস্তকাধ্যয়ন ও পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে গমনাগমন করিয়াই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। হেষ্টিংস যেরূপ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। পূর্ব্বে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা এদেশের ভাষাধ্যয়নে একান্ত উপেক্ষা করিতেন ও উহা কেবল বাণিজ্য কার্য্যোপযোগী বলিয়া জানিতেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সংস্কার সেরূপ ছিল না, তিনি এতদ্দেশীয় ভাষাধ্যয়নের ফলোপধায়কতা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পারস্য ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করেন। যাঁহারা নূতন নূতন বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের যেরূপ অভ্যাস, তিনিও সেইরূপ অভিমত শাস্ত্রসমূহ তাদৃশ ফলোপধায়ক না হইলেও বহু ফলোপধায়ক মনে করিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিলে ইংরাজভদ্রসন্তান-গণেরও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কি প্রণালীতে সে সমস্ত অনুশীলিত হওয়া উচিত, তিনি তদ্বিষয়ক উপদেশ গর্ভ একটি সন্দর্ভ

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইউরোপখণ্ডে পুনর্ব্বার * যথারীতি বিদ্যানুশীলন আরম্ভ হইবার পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়িক ভাষা সমূহের অধ্যয়ন একবারেই উপেক্ষিত হয় নাই। কথিত আছে, এই বিদ্যালয়েই পারস্য-ভাষার অধ্যয়ন হওয়া উচিত, হেষ্টিংস এই বিষয়টি স্বরচিত সন্দর্ভে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া ছিলেন। হেষ্টিংসের এরূপ প্রত্যাশা ছিল, কোম্পানি এবিষয়ে আনুকূল্য করিতে পারেন। তৎকালে ইংলণ্ডে ডাক্তর জন্‌সন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, বিশেষতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার নানাপ্রকার সম্বন্ধ ছিল। হেষ্টিংস মনে করিলেন, ডাক্তর জন্সনের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হইবে না। তিনি এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাক্তর জন্সনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাতে জন্সনের নিকটে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। কথিত আছে, ইহার বহুকাল পরে হেষ্টিংসের ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন সময়ে পণ্ডিতবর জন্সন বিশিষ্ট শিষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। অল্পকালের নিমিত্ত উভয়ের আলাপ পরিচয় হইয়া পরস্পরের যে পরিতোষ লাভ হইয়াছিল, ঐ পত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত হয়।

হেষ্টিংস ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি যে পরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে প্রতিগমনের পর অল্প কালের মধ্যেই তাহার কতক প্রশংসনীয় কার্য্যে ব্যয়িত হয় ও কতক তাঁহার কার্য্যদোষে বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি উদ্বৃত্ত ধনের অধিকাংশ অধিকবৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় বাঙ্গালায় রাখিয়া যান, কিন্তু অধিক সুদ লাভের প্রত্যাশা ও অপাত্রে

* অসভ্য জাতিরা রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পরে ইউরোপ খণ্ডে বিদ্যানুশীলন এককালে রহিত হইয়া যায়। ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পরে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এবং গ্রীকেরা ইউরোপের পশ্চিম ভাগে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে প্রাচীন গ্রীক্ ও লাটিন ভাষার অনুশীলন পুনরায় আরম্ভ হয়।

অর্থ স্থাপন উভয়ই অনর্থের মূল। হেষ্টিংস পরিশেষে মূল ধনও হারাইয়াছিলেন।

এইরূপে সমুদায় অর্থ নিঃশেষিত হওয়াতে হেষ্টিংস ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু বিষয় কর্ম্ম না থাকিলে কেবল ঋণ করিয়া কতদিন চলে? হেষ্টিংস দিন দিন ঋণ বৃদ্ধি দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন ও কোন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আসিবার আশয়ে ডিরেক্টর সমাজে আবেদন করিলেন। ডিরেক্টরসমাজ তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সেলের অন্যতম মেম্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

হেষ্টিংস ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে জাহাজ আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি পথে আসিবার সময়ে জার্ম্মেন দেশীয় কোন যুবতীর প্রণয়ে পতিত হইয়াছিলেন। উত্তর কালে এই যুবতীই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন।

হেষ্টিংস মান্দ্রাজে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কোম্পানির বাণিজ্য কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করেন ও কতিপয় মাসের মধ্যে উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হন। ইহাতে ডিরেক্টর সভা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংস এই উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হইয়া ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসিলেন। তৎকালে লর্ড ক্লাইবের অনুমোদিত প্রণালীতেই শাসনকার্য্য চলিতে ছিল। মুরশিদাবাদের নবাব নামে অধীশ্বর, কিন্তু কার্য্যে কিছুই নন, কোম্পানিই রাজ্যের সর্ব্বময়কর্ত্তা। প্রধান ক্ষমতাগুলি তাঁহাদেরই হস্তগত। যদিও কোম্পানি এইরূপে রাজ্যমধ্যে অসীমক্ষমতাশালী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা রাজ-উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সন্ধি বিগ্রহ সম্পর্কীয় ও বিদেশ সংক্রান্ত কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ছিলেন ও বিচার নির্ব্বাহ এবং রাজস্ব সঙ্কলন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার নবাবের মন্ত্রী মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তেই রাখিয়াছিলেন। হেষ্টিংস রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ

পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন, এক রাজ্যে দুই প্রভু থাকিলে রাজকার্য্যে নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটে। তিনি এই বিবেচনায় নবাবের মন্ত্রী মহম্মদ রেজা খাঁর কার্য্য উঠাইবার ও রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য ইংরাজদিগের হস্তে আনিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যৎকালে ঐ মন্ত্রিপদ প্রদত্ত হয়, সে সময়ে নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজা খাঁ উভয়েই প্রার্থী হইয়া ছিলেন, কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ কৃতকার্য্য হওয়াতে নন্দকুমার তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাবান হন ও তদবধি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ রেজা খাঁর নাম সম্ভ্রম বিলুপ্ত করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতে ছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা এক্ষণে সফল হইবারও সময় উপস্থিত হইল। লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালা দেশে শাসনকার্য্যের যেরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহাতে কোম্পানির প্রত্যাশানুরূপ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইত না। তৎকালে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ধনবত্তা বিষয়ে একটি অদ্ভুত সংস্কার ছিল। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার ধনের আকর স্বরূপ মনে করিতেন, কিন্তু এটি যে তাঁহাদের ভ্রান্তি, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতেন না। ডিরেক্টরেরা নবোপার্জ্জিত রাজ্যের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব হইতে রাজ্যের সমুদায় ব্যয় সমাধা হইয়াও বিস্তর অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে। তাঁহারা এক্ষণে ঐ অসঙ্গত প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যে মহম্মদ রেজা খাঁর কার্য্যদোষেই রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে, তাহাতে আবার নন্দকুমার লণ্ডন নগরস্থ এজেণ্টের দ্বারা মহম্মদ রেজা খাঁর নানাপ্রকার দোষোৎকীর্ত্তন করাতে তাঁহাদের সেই ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই মর্ম্মে হেষ্টিংসকে একখানি পত্র লিখিলেন, যে মহম্মদ রেজা খাঁর কার্য্যদোষে প্রত্যাশানুরূপ ধনাগম হইতেছে না। অতএব আপনি তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বন্দী করিবেন ও নন্দকুমারের সাহায্যে তাঁহার কার্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

হেষ্টিংস পূর্ব্বাবধি মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিবার উপায়

দেখিতে ছিলেন, এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের এই আদেশ তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায় হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে কর্ম্মচ্যুত ও বন্দীকৃত করিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার কার্য্য নানা ব্যপদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। হেষ্টিংস সেই অবকাশে তাঁহার পদ উঠাইয়া দেন ও রাজস্ব সংকলন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের হস্তে আনয়ন করেন। প্রতি জেলায় ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য ইউরোপীয় বিচারপতিরা নিযুক্ত হন, কলিকাতায় সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত নামক দুইটি আপীল আদালত স্থাপিত ও কতকগুলি আইন প্রস্তুত হয়। হেষ্টিংস, ছয় মাসের অনধিক কাল মধ্যে এই সকল গুরুতর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

অনন্তর মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ হয়। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হন। মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি নন্দকুমারের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। তিনি যত দূর সাধ্য, মহম্মদরেজা খাঁর দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিচারেও মহম্মদ রেজা খাঁর নির্দোষিতা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইল না, কিন্তু তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা গবর্ণর জেনেরলের উদ্দেশ্য ছিল না, হেষ্টিংস, দোষ সপ্রমাণ হইল না বলিয়া পদচ্যুত মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিলেন। নন্দকুমারের মনে মনে বড় সাধ ছিল, মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করাইয়া নিজে মন্ত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু হেষ্টিংস মন্ত্রীর পদ উঠাইয়া দেওয়াতে তিনি সে আশয়ে বঞ্চিত হইলেন, সুতরাং হেষ্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আবার ডিরেক্টরেরা বারংবার টাকা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, অতএব যে কোনরূপে হউক, অর্থোপায় করা হেষ্টিংসের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি অবৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। মুরশিদাবাদের নবাব এতদিন পর্য্যন্ত বাৎসরিক

বত্রিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে হেষ্টিংস তাহা হইতে ষোল লক্ষ টাকা কর্ত্তন করিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ কোম্পানিকে যে দেওয়ানি প্রদান করেন, তজ্জন্য কোম্পানি বাহাদুর পণস্বরূপ তাঁহাকে কোরা ও এলাহাবাদ এই দুইটী প্রদেশ দিয়াছিলেন ও বাৎসরিক ছাব্বিশলক্ষ টাকা প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন। হেষ্টিংস এক্ষণে এই ব্যপদেশে ঐ দুইটী প্রদত্ত প্রদেশ প্রতিগ্রহণ ও ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর্ত্তন করিলেন যে, মোগল সম্রাট্ প্রকৃত সম্রাট্ নহেন, তাঁহার স্বাধীনতা নাই। অতঃপর কোম্পানি আর তাঁহাকে কর প্রদান করিবেন না এবং কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশেও তাঁহার আর আধিপত্য থাকিবে না। কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ অধিকারে রাখিতে হইলে অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাদৃশ আয়ের প্রত্যাশা ছিল না। হেষ্টিংসের "রুধির লইয়া কাজ" তিনি উক্ত দুইটি প্রদেশ অযোধ্যাধিপতির নিকটে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন।

হেষ্টিংস এই সময়ে আর একটি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে কেবল তাঁহার নামে কেন, সমুদায় ইংলণ্ডের নামেও চিরকলঙ্ক অর্পিত হয়।

বহুকালাবধি মোগল সম্রাটেরা কান্দাহার ও কাবুল প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সেনাসংগ্রহ করিতেন। এই সমস্ত সেনার মধ্যে রোহিলা নামে বিখ্যাত বলবীর্য-সম্পন্ন কতকগুলি সম্প্রদায় ছিল। উহারা পাঠান অথবা আফগানবংশ সম্ভূত। মোগল সম্রাটেরা উহাদের অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া পুরস্কার স্বরূপ উহাদিগকে অতি বৃহৎ এক খণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ড রোহিলাগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হওয়াতে রোহিলখণ্ড নামে বিখ্যাত হয়।

পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাট্ আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে রোহিলারা রাজকার্য্যের নানা গোলযোগ দেখিয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে। উহারা তদবধি স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। অযোধ্যাধিপতি সুজাউদ্দৌলা এই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রোহিলখণ্ড স্বাধি-

কারভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদৃশ সমরকুশল রোহিলা-দিগকে পরাভব করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া হেষ্টিংসের নিকটে সাহায্য চাহেন ও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। হেষ্টিংস তাঁহার এই প্রলোভনকর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রোহিলাদিগকে স্বাধীনতারত্নে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হন। অনন্তর বৃটিশ সেনাপতি কর্ণেল চ্যাম্পেন সসৈন্যে অযোধ্যাধিপতি সুজাউদ্দৌলার সেনার সহিত মিলিত হইয়া নিরপরাধ রোহিলাগণের সম্মুখীন হইলেন। রোহিলারা প্রথমতঃ বিস্তর কাকুতি মিনতি করিল ও নিষ্ক্রয় দিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান্ হইল ও ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কর্ণেল চ্যাম্পেন বলেন, "এই যুদ্ধে রোহিলারা যে কত দূর রণদক্ষতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে, বর্ণনা করিয়া তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নহে। সে যাহাহউক, পরিশেষে রোহিলারা পরাভূত ও সুজাউদ্দৌলার হস্তে পতিত হয়। অযোধ্যা-ধিপতি এইরূপে রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় ঘোরতর অত্যাচার করেন। একলক্ষেরও অধিক অধিবাসী তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জঙ্গলে পলায়ন করে। সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী রোহিল-খণ্ড একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

হেষ্টিংস এই সকল কার্য্য করিয়া দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা কোম্পানির বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করিলেন। এতদ্ভিন্ন নগদ দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল, অথচ তিনি প্রকৃতি-পুঞ্জের নিষ্পীড়ন করিলেন না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে তিনি অযোধ্যায় কতকগুলি সেনা নিযুক্ত রাখিয়া সৈনিক ব্যয় নবাবের স্কন্ধে নিক্ষেপ করতঃ প্রতি বৎসরে বাঙ্গালার রাজস্ব আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া ছিলেন। হেষ্টিংস যদি সদুপায় অবলম্বন করিয়া এইরূপ অর্থোপায় করিতেন, তাহা হইলে তিনি

স্বদেশীয়দিগের নিকটে ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক, রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, উপরি বর্ণিত কার্য্যগুলি দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের বিধানানুসারে ভারতবর্ষের প্রচলিত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়াতে কোম্পানির অধিকৃত সমুদায় প্রদেশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অধীন হইল। বাঙ্গালার সর্ব্বাধ্যক্ষ গবর্ণরজেনেরল ও তাঁহার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন এবং কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় স্থাপিত হইল; এই বিচারালয়ের সহিত গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার কাউন্সেলের কোন সম্বন্ধ রহিল না। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে পার্লিয়ামেণ্টের বিধানানুসারে প্রস্তাবিত ওয়ারেণ হেংষ্টিসই ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরল হন। সুপ্রীম কাউন্সেলে যে চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন, তন্মধ্যে তিন জন ইংলণ্ড হইতে আসিলেন। আর একজন বহুকালাবধি এদেশে ছিলেন, সুতরাং তিনি এদেশের বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন। ইহাঁর নাম বারওয়েল, ইনি হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন।

হেষ্টিংস রাজ্য শাসনের এই নূতন প্রণালী পছন্দ করিতেন না, ও ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন মেম্বরগণের প্রতিও তাঁহার তাদৃশ ভক্তি ছিল না। নূতন মেম্বরেরা এ বিষয়টি জানিতে পারিয়া হেষ্টিংসের সাধুতা বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। একের প্রতি অপরের ভক্তি না থাকিলে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াও পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হয়। মেম্বরেরা কলিকাতায় উপনীত হইবার সময়ে সম্ভ্রমসূচক একবিংশতি তোপের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহাদের সম্মানার্থ ষোলটি মাত্র তোপ হয়। ইহাতে তাঁহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথারীতি শিষ্টাচার করেন, কিন্তু ইহার পরে কাউন্সেলের প্রথম অধিবেশন দিবসে এরূপ বিবাদ উত্থিত হয়, যে তাহা বহুকাল স্থায়ী হইয়া কোম্পানির কার্য্যে বহু বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সুপ্রীম কাউন্সেলে কেবল বারওয়েল সাহেবই হেষ্টিংসের পক্ষ ছিলেন। নূতন মেম্বরেরা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতাও অধিক ছিল। কারণ যেস্থলে অনেকের প্রতি কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হয়, তথায় মতের অনৈক্য উপস্থিত হইলে অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নূতন মেম্বরেরা হেষ্টিংসের পূর্ব্বকৃত কার্য্য গুলির দোষোৎকীর্ত্তন করিলেন। হেষ্টিংস অযোধ্যার দরবারে যাঁহাকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন ও অনুগত এক ব্যক্তিকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিলেন ও রোহিলাযুদ্ধের বিষয় দৃঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেসমস্ত বৃটিশ-সেনা হতভাগ্য রোহিলাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে রোহিলখণ্ড হইতে কোম্পানির রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন ও হেষ্টিংসের প্রতিবাদ না শুনিয়া অধীনস্থ প্রেসিডেন্সির উপরে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিদিত হইল, যে নূতন মেম্বরেরাই সর্ব্বপ্রধান। হেষ্টিংসের আর কোন ক্ষমতা নাই। ইহাতে এই ফল দর্শিল, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে তৎকৃত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন মেম্বরগণের নিকটে তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিযোগকারিগণের মধ্যে নন্দকুমারই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি এই বলিয়া কাউন্সেল সভায় হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, যে তিনি প্রচুর অর্থ লইয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দিয়াছেন, আমার পুত্র গুরুদাসকে নবাব-সরকারে ধনরক্ষক নিযুক্ত করিবার সময়ে প্রচুর উৎকোচ লইয়াছেন ও মণিবেগমের প্রতি অল্পবয়স্ক নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যাশিক্ষা দেওনের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও প্রচুর অর্থ দোহন করিয়াছেন। নূতন মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া হেষ্টিংসের দোষানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর পরিশেষে স্থির হইল,

হেষ্টিংস ৩।৪ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। তাঁহাকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গালাদেশবাসী সমুদায় ইংরাজ অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা হেতু হেষ্টিংসের স্বপক্ষ ছিলেন, কিন্তু তথাপি হেষ্টিংস আপনাকে ঘোরতর বিপদাপন্ন বোধ করিলেন। তিনি এই সময়ে ইংলণ্ডে আপীল করিলেও করিতে পারিতেন, কিন্তু ভাবিলেন, যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা বিপক্ষ মেম্বরগণের স্বপক্ষ হন, তাহা হইলে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, প্রত্যুত পদচ্যুত হইব। তিনি এই বিবেচনায় ইংলণ্ডস্থ এজেণ্টের নিকটে এই উপদেশ সহকারে একখানি পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন, যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন বুঝিতে পার, তবে তুমি এই পত্র তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবে।

এই সময়ে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে সর্ ইলিজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু, তাঁহারও নূতন মেম্বরগণের প্রতি তাদৃশ ভক্তি ছিল না। হেষ্টিংস এই প্রধান বিচারপতির সাহায্যে দোষারোপক নন্দকুমারের নিপাত সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তিনি তদনুসারে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া সুপ্রীমকোর্টে জালকারী বলিয়া নন্দকুমারের নামে নালিশ করিলেন। সুপ্রীমকোর্টের জজেরা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া নন্দকুমারকে কারাগৃহে রাখিতে আদেশ দিলেন। নূতন মেম্বরেরা নন্দকুমারের স্বপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা বারংবার সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, আপনারা জামিন লইয়া নন্দকুমারকে ছাড়িয়া দিন্, কিন্তু জজেরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইত্যবসরে সুপ্রীমকোর্টে শেসনের কার্য্য আরম্ভ হইল। নন্দকুমার প্রধান বিচারপতি ইম্পের সম্মুখে আনীত হইলেন। বিচার আরম্ভ হইল। জুরিরা সকলেই ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির করিয়া দিলেন ও বিচারপতি ইম্পে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। ইহার পর দিবসেই নন্দকুমারের ফাঁশী হইল।

এস্থলে ফাঁসী শব্দের পরিবর্ত্তে হত্যা শব্দটী ব্যবহৃত হইলে কিঞ্চিন্মাত্রও অত্যুক্তি হয় না। জাল অপরাধে কোন হিন্দু সন্তানকে ফাঁসী দেওয়া নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। ইংলণ্ডে যে আইন অনুসারে জালকারীর গুরুতর দণ্ড হইতে পারে, ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে সে আইন প্রচলিত নহে। ফলতঃ সর ইলিজা ইম্পে গবর্ণর জেনেরলের সন্তোষার্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

রোহিলাযুদ্ধ ও নূতন মেম্বরগণের সহিত গবর্ণর জেনেরলের বিবাদের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, ডিরেক্টরদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি হেষ্টিংসের অসদাচরণ জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংস কেবল অর্থের জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া রোহিলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি নিন্দা ব্যতিরেকে আর কিছুই লাভ করিতে পারেন না, সত্য বটে, কিন্তু ডিরেক্টরগণের ইহা একবার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল, হেষ্টিংস যদি অসদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য করেন নাই, তাঁহাদেরই দাওয়া পুরণ করিবার জন্যই করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই একটি রীতি ছিল, যে তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগকে সাধু ও সচ্চরিত্র হইতে কহিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে এরূপ অনেক আদেশ করিয়া পাঠাইতেন যে সদুপায় অবলম্বন করিয়া সে সকল সম্পন্ন করিতে পারা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হেষ্টিংস ইংলণ্ডে আপনার এজেণ্টের নিকটে পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার এজেণ্ট, ডিরেক্টরদিগকে প্রভুর প্রতি প্রতিকূল দেখিয়া ঐ পত্র ডিরেক্টরসমাজে পাঠাইলেন। ডিরেক্টরেরাও উহা গ্রাহ্য করিয়া আপনাদের অন্তরঙ্গ হোএলার নামক এক ব্যক্তিকে গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করিলেন ও যাবৎ তিনি ভারতবর্ষে উপনীত না হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কাউন্সেলের প্রধান মেম্বর ক্লাবরিং তাঁহার কার্য্যসম্পন্ন করিবেন, এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

যৎকালে ইংলণ্ডে এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে বাঙ্গালা দেশে শাসন-কার্য্যের অনেক পরিবর্ত্ত ঘটে। কাউন্সেলের অন্যতম মেম্বর মন্সন পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহাতে কাউন্সেলে চারিজন মাত্র মেম্বর থাকেন। ফ্রান্সিস ও ক্লাবরিং এক পক্ষ, বারওয়েল এবং গবর্ণর জেনেরল অন্যপক্ষ। সমসংখ্যাস্থলে গবর্ণর জেনেরলই প্রধান। হেষ্টিংস বিগত দুই বৎসর কাল কৌন্সেলে ক্ষমতাহীন ছিলেন, তিনি এক্ষণে একবারেই অসীমক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া বিপক্ষ মেম্বর দ্বয়ের প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য অন্যথা করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের সাহায্যবলে যাঁহারা উন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। করস্থাপনের অভিপ্রায়ে বঙ্গভূমির নূতন জমাবন্দী করিবার আদেশ হইল ও এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, যে তৎসংক্রান্ত সমুদায় তদারক গবর্ণর জেনেরল নিজে করিবেন ও সমুদায় চিঠিপত্র তাঁহার নিজ নামে লিখিত হইবে।

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, যে হেষ্টিংসের পদত্যাগ-পত্র গ্রাহ্য হইয়াছে। হোএলার সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন ও যাবৎ তিনি ভারতবর্ষে উপনীত না হইবেন, তাবৎ কাউন্সেলের প্রধান মেম্বর ক্লাবরিং তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। হেষ্টিংস কৌন্সেলে এতদিন ক্ষমতাহীন থাকিলে বোধ হয়, সহজেই পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ভারত রাজ্যের প্রকৃত প্রভু হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ উচ্চপদ পরিত্যাগে অসম্মত হইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্লাবরিং তাহা না শুনিয়া তাঁহার খাতাপত্র অধিকার করিলেন ও তাঁহার নিকটে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ও ট্রেজরির চাবি চাহিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস এই সময়ে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তাব করেন, আমি উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার ভার সুপ্রীমকোর্টের বিবেচনায় অর্পণ করিলাম। সুপ্রীমকোর্ট যাহা স্থির করিয়া দিবেন, আমি

তাহাই করিব। ক্লাবরিং কিঞ্চিৎ ভাবিয়া পরিশেষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

সুপ্রীমকোর্টের জজেরা হেষ্টিংসের স্বপক্ষ ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, পার্লিয়ামেণ্টের বিধানানুসারে গবর্ণর জেনেরলের স্বপদে অবস্থান করিবার সময় পাঁচ বৎসর অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি হেষ্টিংসের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। অতএব তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাঁহাকে স্বপদে থাকিতে হইবেক। তখন ক্লাবরিং অনন্যোপায় হইয়া সুপ্রীমকোর্টের বিচারেই সম্মত হইলেন। ইত্যবসরে নূতন নিয়োজিত গবর্ণর জেনেরল হোএলার সাহেব ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য গ্রহণ করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি হেষ্টিংসকে পদত্যাগে একান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া পরিশেষে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কাউন্সেলের মেম্বর হইলেন। ইহাতে হেষ্টিংসের কাউন্সেলে প্রভুত্ব করিবার কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল না, বারওয়েলের সাহায্যে তখন পর্য্যন্ত কাউন্সেলে তাঁহার-প্রভুতা ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহারা হেষ্টিংসের প্রতিকূলে যে সকল কার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও তাঁহার কার্য্য করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইয়া আসিলে পুনরায় তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিয়োজিত করেন। ইহার প্রকৃত কারণ এই, তৎকালে ইংলণ্ডের শাসন কার্য্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আবার আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ফরাশী প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ঘটিবারও সম্পূর্ণ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল। পাছে এই সুযোগে ইউরোপীয় শত্রুগণ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া ভারতরাজ্য আক্রমণ করেন, ডিরেক্টর ও রাজমন্ত্রিগণ এই আশঙ্কা করিয়া হেষ্টিংসকে স্বপদে নিযুক্ত রাখিতে যত্নযুক্ত হন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, হেষ্টিংসের যত কেন দোষ থাকুক না, বিপক্ষেরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় গুণের অপলাপ করিতে পারেন না।

হেষ্টিংস পূর্ব্বাবধিই মনেমনে ভাবিতেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হইতে রাজ্যের অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহাতে হেষ্টিংসের অন্তঃকরণে ঐরূপ আশঙ্কা হওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। দক্ষিণ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে দূরবিস্তীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীই মহারাষ্ট্রজাতির আদিম বাসস্থান ছিল। উহারা আরঙ্গজীবের রাজত্ব সময়ে সন্নিহিত জনপদে নামিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ শিবজী উহাদের অধিনায়ক হন। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণের ভগ্ন দশায় যাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা অল্পকালমধ্যে সাহস, অত্যাচার ও চাতুর্য্য নিবন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। উহারা প্রথমতঃ দস্যু ছিল, কিন্তু শীঘ্রই জেতৃপদে অধিরূঢ় হয়, সাম্রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধভাগ মহারাষ্ট্রীয়রাজ্য হইয়া উঠে। দস্যুরা নীচকুলে জন্মিয়া ও নীচকর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়াও পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে এক দল দস্যুর সরদার ভন্‌স্লেরা বিরারের রাজা হন। পশুজীবি গুইকোওয়ার গুজরাটে রাজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার পরিবারেরা অদ্যাপিও তথায় রাজত্ব করিতেছেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার মালব প্রদেশে প্রধান হইয়া উঠেন। যদিও মহারাষ্ট্রীয়রাজ্য সকল পরস্পর বস্তুতঃ স্বাধীন ছিল, তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ সকল এক সাম্রাজ্যের অঙ্গভূত বলিয়া পরিচয় দিত ও উহারা সকলে শিবজীর উত্তরাধিকারীকে সমুদায় রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত; কিন্তু শিবজীর উত্তরাধিকারী নামমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। তিনি সিতারানগরে নজরবন্দী-ভাবে থাকিতেন ও ভাঙ খাইয়া এবং নর্ত্তকীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার অমাত্যকে পেশোয়া কহিত। পেশোয়াও একজন মহারাষ্ট্রীয়প্রধান ছিলেন ও শিবজীরবংশে তাঁহার অমাত্য পদ কৌলিক ছিল। তিনি পুনানগর রাজধানী করেন; বহ্বায়ত আরঙ্গাবাদ ও বিজাপুর প্রদেশেও তাঁহার আধিপত্য অঙ্গীকৃত হয়।

ইউরোপে ফরাশিদের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার কতিপয় মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সংবাদ আসিল, যে একজন সাহসী ফরাশি পুনা-নগরে আসিয়া ফ্রান্সাধিপতি ষোড়শ লুইর পত্র ও উপঢৌকন পেশোয়াকে সমর্পণ করিয়াছেন; ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারহাট্টা ও ফরাশিদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। হেষ্টিংস এই সংবাদ শ্রবণে কাল বিলম্ব না করিয়া মারহাট্টাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মারহাট্টাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপ-নাকে পেশোয়া বলিয়া ভান করিতেন। তাঁহার পক্ষে কতকগুলি মার-হাট্টাও ছিল। হেষ্টিংস সৈন্য দিয়া ঐ কৃত্রিম পেশোয়ার সাহায্য করি-বার সঙ্কল্প করিলেন এবং বিরারাধিপতির সহিত বন্ধুতা স্থাপনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। বিরারাধিপতি ক্ষমতা বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় অপরা-পর রাজগণের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না।

মহারাষ্ট্ররাজ্যে সৈন্য প্রেরিত হইল এবং বিরারাধিপতির সহিত সন্ধি বিষয়ক কথোপকথনও চলিতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতির দীর্ঘসূত্রতা ও বোম্বের কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতা দোষে হেষ্টিংস আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভগ্নোৎসাহও হইলেন না। বোধহয়, যদি একটী ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমুদায় শাসনকৌ-শল পরিবর্ত্তিত না করিত, তাহা হইলে তিনি মারহাট্টাদের ক্ষমতা বিলোপের জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কূট নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ সৈনিক পুরুষকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেনাপতি ও কৌন্সেলের মেম্বর নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কূট অনেক বৎসর পূর্ব্বে পলাশির যুদ্ধে প্রচুর বীরতা ও অধ্যবসায় প্রকাশ করেন। তদনন্তর দক্ষিণ-ভারতবর্ষের যুদ্ধে ফরাশিসেনানায়ক লালীকে পরাস্ত করিয়া পণ্ডিচারী অধিকার করিয়া লন এবং কর্ণাট রাজ্যে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সকল বীরোচিত কার্য্য করিবার পরে প্রায়

বিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে কূট প্রথমাবস্থার ন্যায় শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তঃকরণ সতেজ ছিল! এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, যে কূট অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ করা তাঁহার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কর্ত্তব্য সম্পাদন করা সেরূপ ছিল না। যদিও কূটের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির এবম্প্রকার দোষ সামান্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি তৎকালে বোধ হয়, বৃটিশসৈন্যমধ্যে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আর কেহই ছিলেন না। কূট কৌন্সেলে হেষ্টিংসের স্বপক্ষ ছিলেন ও নিরন্তর তাঁহারই মতের পোষকতা করিতেন। গবর্ণর জেনেরলও প্রচুর ভাতা দিয়া ঐ বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষের বলবতী ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ করেন।

এই সময়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না বটে, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর একটী আভ্যন্তরিক বিপদে পতিত হইয়া রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হয়। পার্লিয়ামেণ্ট সভা কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামক বিচারালয় স্থাপন করিবার সময়ে উহার একটী ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। ইহাতে এই ফল দর্শে, যে উক্ত কোর্টের বিচারপতিরা সমুদায় রাজ্যমধ্যে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সুপ্রীমকৌন্সেলের ক্ষমতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, শাসনকার্য্য অস্তমিত হয়, ও প্রকৃতিপুঞ্জের যে কতদূর অনিষ্ট ঘটে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। হেষ্টিংস সুপ্রীমকোর্টের অন্যায় দাওয়া ও ঘোরতর অত্যাচার নিবারণের যে একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা উৎকোচ প্রদান অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে নিন্দনীয়ও নহে। সর্ ইলিজা ইম্পে পার্লিয়ামেণ্টের বিধানানুসারে বাৎসরিক অশীতি সহস্র টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব ছিল না, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরেরই অধীন ছিলেন। হেষ্টিংস ইম্পের স্বভাব বিশেষরূপে জানিতেন, তিনি

তাঁহাকে কোম্পানির অধীনেও বিচারপতি নিযুক্ত করিবার ও তদুপলক্ষে বাৎসরিক আর অশীতি সহস্র টাকা বেতন দিবার প্রস্তাব করিলেন। ইম্পে অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, তিনি অধিকতর অর্থলোভে আকৃষ্ট হইয়া কোম্পানির অধীনে সদর দেওয়ানী আদালতেও বিচারপতি হইলেন। সুপ্রীমকোর্টের দাওয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল, রাজ্য রক্ষিত হইল, প্রধান বিচারপতি বড় মানুষ ও শান্ত হইলেন, কিন্তু তিনি দুর্নাম হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না।

অনেকে বলেন, হেষ্টিংস ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত জজ ইম্পেকে কোম্পানির অধীনে আনয়ন করিয়া উত্তম কার্য্য করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। ইম্পে অতিশয় অধার্ম্মিক ও অর্থলোভী ছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের ভৃত্য হইয়া, কোম্পানির কার্য্য গ্রহণ করিলে যে স্বপদের অবমাননা করা হয়, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। পার্লিয়ামেণ্টের এই একটী দোষ দৃষ্ট হইতেছে, যে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপন করিবার সময়ে উহার একটী ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। প্রধান বিচারপতি ইম্পে অধিকতর বেতন না পাইলে সুপ্রীমকোর্টের সেই অনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, বেতন বৃদ্ধি করিয়া ইম্পেকে কোম্পানির কার্য্যে আনয়ন না করিলে রাজ্য রক্ষার উপায় নাই, সুতরাং তাঁহাকে ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। অতএব এবিষয়ে হেষ্টিংসের কোন প্রকার নিন্দা অর্শিতে পারে না, বরং তিনি প্রতিষ্ঠা লাভই করিতে পারেন। সুযোগ পাইলে সমুদ্র মধ্যে পথিককে আক্রমণ করা জলদস্যুর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু যদি কেহ নিষ্ক্রয় দিয়া জলদস্যুর হস্ত হইতে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলে কি নিষ্ক্রয় দাতা জলদস্যুর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দূষিত করিলেন বলিয়া নিন্দাভাজন হইবেন, না হতভাগ্য বন্দীকে জলদস্যুর হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিবেন?

মহারাষ্ট্রীয়েরাই হেষ্টিংসের ভয়ের বিষয় ছিলেন। হেষ্টিংস উহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করেন, কর্ম্মচারিগণের দোষই প্রথমতঃ তাঁহার সেই উপায় সিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল, কিন্তু হেষ্টিংস ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সেই উপায়ের অনুসরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে মহীসুরের মুসলমান রাজ্যের স্থাপয়িতা হাইদরআলির সহিত ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন ও যে কোনরূপে হউক, মহারাষ্ট্রীয় রাজগণের সহিত সত্বর সন্ধি স্থাপন করা আবশ্যক বোধ করেন। হেষ্টিংস ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে ষোল লক্ষ টাকা দিয়া বিরারপতির সহিত মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ হন ও সিন্ধিয়ার সহিতও সন্ধি স্থাপিত হয়।

হাইদর আলির সহিত ইংরাজদের সংগ্রাম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে হাইদরের অভ্যুত্থান বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। হাইদর আদৌ একজন মুসলমান সেনা ছিলেন। তিনি প্রায় এই সময়ের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সৈনিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। হাইদরআলি লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না, তিনি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজস্ব সংক্রান্ত একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ফকীরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। হাইদর যদিও নীচ বংশসম্ভূত ও বর্ণজ্ঞান-বিহীন ছিলেন, তথাপি একদল সেনার অধিনায়ক হইয়াই জয়শীল সেনাপতি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি তৎকালে রাজত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই হাইদরের ন্যায় যুদ্ধবিশারদ অথবা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। সাধারণ বিবাদের সময়ে যে সকল পুরাতন রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সকলের ধ্বংসাবশেষ হইতে মহামতি হাইদর মহীসুর প্রদেশে একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হাইদর আমোদপ্রিয় ও ভোগাসক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বুঝিতেন, প্রকৃতিকুল অনুরক্ত হইলেই রাজ্য চিরস্থায়ী

হয়। তিনি যদিও অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু রাজ্যমধ্যে অন্য কাহাকেও অত্যাচার করিতে দিতেন না। হাইদর এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনকালের ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিশক্তি পরিষ্কৃত ও অন্তঃকরণ উৎসাহ পূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষে হাইদরের ন্যায় ইংরাজদের প্রবল শত্রু আর কেহই ছিলেন না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের ইংরাজেরা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া হাইদরের বৈরভাব উদ্দীপন করেন। ইহাতে নব্বই হাজার সেনা মহীস্থরের অধিত্যকা হইতে নামিয়া সহসা কর্ণাটরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। হাইদরের একেত এই অসংখ্য সেনা, তাহাতে আবার ইউরোপের উৎকৃষ্ট সৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ফরাশি কর্ম্মচারীরাই উহাদের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। হাইদর সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। বৃটিশদুর্গ-রক্ষী সিপাইরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উঁহারা কতকগুলি দুর্গ রক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া ও কতকগুলি দুর্গ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাইদরকে সমর্পণ করিল। কতিপয় দিবসের মধ্যেই কোলরুণ নদীর উত্তর দিক্ স্থিত সমুদায় দেশ হাইদরের হস্তগত হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ অধিবাসীরা ইতিপূর্ব্বেই সেণ্টটমাস পর্ব্বতের উপর হইতে রাত্রিকালে অগ্নিশিখায় গগনমণ্ডল লোহিত বর্ণ দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, যে আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াঙ্গে, গ্রাম সকল দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইতেছে। আমাদের দেশীয়লোকেরা বাণিজ্য ও রাজকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক দিবাবসানে যে সকল গ্রামে যাইয়া বঙ্গোপসাগরের শীতল সমীরণ সেবন করিয়া থাকেন, এক্ষণে সে সকল গ্রাম জনশূন্য মরুভূমি হইল। ফলতঃ মান্দ্রাজবাসী ইংরাজেরা হাইদরের প্রভাব ও জয়লাভ দেখিয়া এরূপ ভীত হইয়াছিলেন, যে মান্দ্রাজনগরেও অবস্থিতি করা আশঙ্কার বিষয় মনে করিলেন ও সত্বর হইয়া সেণ্ট জর্জ দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

মান্দ্রাজে সর্ হেক্টর মনরোর অধীনে অনেক সেনা ছিল এবং বেলি নামক আর একজন সেনাপতিও বহুল সেনা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইলে হাইদরকে

দূরীকৃত করিতে নাই পারুন, অন্ততঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা মিলিত হইলেন না, সুতরাং পৃথক্‌ভাবে আক্রান্ত হইলেন। বেলির সেনাদল নিহত হইল, মন্‌রো সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া ও সমুদায় কামান সন্নিহিত পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। হাইদরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে তিন সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ ভারতবর্ষের বৃটিশ রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইল, কেবল কয়েকটি মাত্র রক্ষিত স্থান ইংরাজদের হস্তগত থাকিল। এই সময়ে বিদিত হইল, অল্পকাল মধ্যে করমণ্ডল উপকূলে বহুল ফরাশি সেনার পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে এবং ইংলণ্ড চতুর্দ্দিকে শত্রুমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়াছে, অতএব এই দূরবর্ত্তী রাজ্যের রক্ষার্থ তথা হইতে যে সৈন্য আসিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

এক্ষণে হেষ্টিংসের তেজস্বিনী বুদ্ধিশক্তি ও অটল সাহসই ইংরাজদের জয়লাভের সাধক হইল। দক্ষিণ ভারতবর্ষের দুর্ঘটনার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, হেষ্টিংস কৌন্সেলে প্রস্তাব করিলেন, মান্দ্রাজে অনতিবিলম্বেই প্রচুর অর্থ ও প্রভূত সৈন্য পাঠাইতে হইবেক এবং যুদ্ধের ভার একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতিই অর্পণ করা আবশ্যক, নতুবা সমুদায় যত্নই বিফল হইয়া যাইবে। মান্দ্রাজের গবর্ণর অযোগ্য, তিনি সস্পেণ্ড থাকিবেন। যুদ্ধের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া জেনরেল কুটকে পাঠাইতে হইবে। কৌন্সেলের অধিকাংশ মেম্বর হেষ্টিংসকৃত এই প্রস্তাবের পোষক হইলেন। কুট সসৈন্যে হাইদরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন ও ফরাশিদের রণতরি ভারতসাগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে গিয়া উপনীত হইলেন। কূট যদিও বৃদ্ধ ও রোগাভিভূত হইয়াছিলেন, তথাপি যুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সেনাপতির-কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তিনি কতিপয় মাসের মধ্যে পোর্ট নভোনামক বন্দরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজদের বিলুপ্ত যশোরাশি উদ্ধার করেন।

ইত্যবসরে কৌন্সেলের অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস্ ইংলণ্ডে প্রতি-

গমন করিলেন, ফ্র্যাঙ্কলার ক্রমশঃ গবর্ণর জেনেরলের স্বপক্ষ হইলেন। হেষ্টিংস এক্ষণে কৌন্সেলে পরস্পরের অনৈক্য নিবন্ধন কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর একটি কষ্টে পতিত হইতে হইল। রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরলের, যে কেবল বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য এমত নহে, কর্ণাট রাজ্যে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ চালাইবার নিমিত্তও, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে ইংলণ্ডেও টাকা পাঠাইবার উপায় দেখিতে হইল।

হেষ্টিংস কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাটের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও রোহিলাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কোম্পানির শূন্যধনাগর পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এবার প্রথমতঃ বারাণসীরাজকেই লক্ষ্য করিলেন।

পূর্ব্বে আসিয়া খণ্ডে বারাণসীর তুল্য সমৃদ্ধিশালী, পবিত্র ও প্রজাপূর্ণ নগরী সচরাচর নয়নগোচর হইত না। বহুকালাবধি এক জন হিন্দু ভূপতি দিল্লীপতির অধীনে থাকিয়া এই নগরীর শাসন করিতেন। তৎপরে মোগল সম্রাট্‌গণের ভগ্নদশায় বারাণসীর অধীশ্বরেরা দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অযোধ্যাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা অযোধ্যাধিপতির অত্যাচারে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ইংরাজদের শরণাগত হন। ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। অযোধ্যাধিপতি ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া অসাধ্য বিবেচনায় বারাণসী রাজ্য ইংরাজদিগকে সমর্পণ করিলেন। তদবধি বারাণসীরাজ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের করতলস্থ হন ও কলিকাতায় বাৎসরিক কর প্রেরণ করিবার অঙ্গীকার করেন। হেষ্টিংসের অধিকার কালে চেতসিংহ কাশী রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি নিয়মিত রূপে কোম্পানিকে কর প্রদান করিতেন।

১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপে ফরাশিদিগের সহিত ইংরাজদের

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হেষ্টিংস চেতসিংহের নিকটে নিয়মিত কর ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। চেতসিংহ প্রথমবারে কোন আপত্তি না করিয়া ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে সমুদায় টাকা প্রদান করেন। ইহার পর বৎসর হেষ্টিংস চেতসিংহের নিকটে পুনরায় ঐরূপ অতিরিক্ত টাকা দাওয়া করিয়া পাঠাইলেন। চেত সিংহ কিঞ্চিৎ রেহাই পাইবার মানসে গবর্ণর জেনেরলকে গোপনে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংস তদনুসারে ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গোপন করিয়া রাখিলেন ও কিছু কাল পরে উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার শত্রুরা বলেন, "ঐ টাকা আত্মসাৎ করা হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পাছে ধরা পড়েন, এই আশঙ্কায় পরিশেষে উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দেন।" তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। সে যাহা হউক, হেষ্টিংস ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইবার পরে পুনরায় চেত সিংহের নিকট পূর্ব্ববৎ অতিরিক্ত টাকা দাওয়া করিলেন। রাজা প্রথমতঃ আপনার নিঃস্বতা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, পরন্তু টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন এবং ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। চেতসিংহ অনন্যোপায় হইয়া উক্ত সমুদায় টাকা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও হেষ্টিংসের দাওয়া গেল না। দক্ষিণ ভারতবর্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কোম্পানির অনেক অর্থ নিষ্কাশিত হয়, তাহাতে অতিশয় অর্থকৃচ্ছ্র হইয়া উঠে। হেষ্টিংস এই কষ্ট নিবারণের উপায়ান্তর না দেখিয়া চেত সিংহের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার সংকল্প করিলেন। কোম্পানির সহিত বারণসীরাজের সন্ধি ছিল। সন্ধি সত্ত্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারেন না, এ জন্য তিনি কোন বিবাদ উত্থাপন করিয়া আপনার ঐ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্টাবান হইলেন। তাঁহার ঐ চেষ্টা সত্বর সফল হওয়াও দুরূহ হইল না। তিনি বারাণসীরাজের নিকট উত্তরোত্তর অধিকতর টাকা দাওয়া

করিতে লাগিলেন। অকারণে বারংবার অধিকতর অর্থ প্রদান করিতে হইলে দাতার অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ বিরক্তি জন্মে, চেতসিংহ অর্থ প্রদান অস্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস ইহাকেই দোষ গণনা করিয়া লইলেন ও চেতসিংহের সমুদায় রাজ্য রাজ্যেয়াপ্ত করাই ঐ দোষের উপযুক্ত দণ্ড স্থির করিলেন। চেতসিংহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং গবর্ণরজেনেরলকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস এই উত্তর লিখিলেন, যে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ন্যূন কোন মতেই লইবেন না। ফলতঃ এক্ষণে বারণসীরাজ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য হইল, তিনি বারাণসী যাত্রা করিলেন।

হেষ্টিংস আসিতেছেন শুনিয়া চেতসিংহ প্রায় ত্রিশক্রোশ দূরে স্থিত বক্সরে যাইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। হেষ্টিংস বারাণসীতে পৌঁছিয়া টাকার দাওয়া করিয়া রাজাকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজা পত্রের উত্তরে নানাপ্রকার ওজর করিলেন। হেষ্টিংসের "রুধির লইয়া কাজ" ওজর শুনিবেন কেন? তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া রাজাকে ধৃত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে বারাণসীর বৃটিশ এজেণ্ট দুই দল সেনা লইয়া রাজাকে ধৃত করিলেন। এই সংবাদ সমুদায় নগর মধ্যে প্রচারিত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল, রাজপথ লোকারণ্য হইয়া উঠিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, দণ্ডী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতিরাও অস্ত্র ধারণ করিলেন। রাজা তখন পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার নিকটে প্রহরী স্বরূপ যে দুই দল সেনা নিয়োজিত ছিল, তাহারা নিহত হইল। হেষ্টিংস এই বিপদ্ দেখিয়া আর দুই দল সেনা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে রাজভবন পর্য্যন্ত যাইতে হইল না, তাহারা পথিমধ্যেই নিহত হইল। চেতসিংহ এই গোলযোগের সময় পলাইয়া গঙ্গার অপর পারে রামনগরে আশ্রয় লইলেন।

চেতসিংহ রামনগরে পৌঁছিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিলেন এবং প্রচুর অর্থ প্রদানেরও প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি যদিও ঘোরতর সংকটে পড়িয়াছিলেন, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে দূত প্রেরণ করিয়া সুপ্রীমকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি ইম্পেকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইলেন। ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু, তিনি ঐ দিবস বারাণসীর সন্নিধানে ছিলেন। তিনি এই অসম্ভাবিত দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণে উদ্যোগী হইয়া কতকগুলি সেনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

পর দিবস মৃজাপুর হইতে চারি শত সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের অধিনায়ক পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া রামনগর আক্রমণ ও অধিকার করিবার মানসে বেলা দুই প্রহরের পর যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে তিনি স্বয়ং নিহত হইলেন ও তাঁহার পক্ষীয় বিস্তর সেনাও হতাহত হইল। বিদ্রোহীরা জয় লাভে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। হেষ্টিংস অনন্যোপায় হইয়া রাত্রি কালে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়া জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল ও উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,——

"হাতীপর হাওদা, ঘোড়ে পর জীন,
জল্‌দি যাও, জলদি যাও, ওয়ারেণ হেষ্টিন্"

হেষ্টিংসকে পলাইয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে নিরাপদে চুনারে গিয়া উপনীত হইলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং মেজর পফ্‌হেমকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত সেনাপতি বারাণসীতে পৌঁছিয়া অচিরকাল মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া তুলিলেন। বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও রামনগর হস্তগত হইল। হতভাগ্য রাজা চেতসিংহ জন্মের মত দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার সমুদায় রাজ্য বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত হইল। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র সিংহা-

সনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। হেষ্টিংস রাজ্যের সমুদায় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ তদবধি বারাণসীরাজ বাঙ্গালার নবাবের ন্যায় কেবল বৃত্তিভোগী হইলেন।

হেষ্টিংস এইরূপে বারাণসী রাজ্য কোম্পানির অধিকার ভুক্ত করিয়া বাৎসরিক প্রায় বিশ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও উপস্থিত অর্থ কৃচ্ছের বিশেষ প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রত্যাশা ছিল, চেত সিংহের ধনাগারে কোটী টাকা পাওয়া যাইবে, কিন্তু ধনাগার মধ্যে পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক দৃষ্ট হইল না; সুবিখ্যাত লর্ড মেকলে বলেন, সেনারা ঐ টাকা যুদ্ধে হৃত দ্রব্যের ন্যায় বণ্টন করিয়া লয়, কিন্তু কোন কোন ইতিহাস লেখক কহেন, ঐ টাকা সেনাগণের বেতনে পর্য্যবসিত হয়। আমাদের বিবেচনায় এই শেষ বাক্যই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। গবর্ণর জেনেরলের টাকার যেরূপ অপ্রতুল হইয়াছিল, তাহাতে যে তিনি পঁচিশ লক্ষ টাকা যুদ্ধে হৃতদ্রব্য স্বরূপ সেনাগণকে প্রদান করিবেন, ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না।

হেষ্টিংস বারাণসীরাজ্যে অভীষ্ট লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া অযোধ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলেন। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব আসফ দ্দৌলা অতিশয় হীনপ্রতাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর অত্যাচার করিতেন। ইহাতে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের একান্ত অপ্রিয়পাত্র হন ও হীনপ্রতাপ বলিয়া সন্নিহিত রাজগণ তাঁহাকে ঘৃণা করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যমধ্যে বৃটিশ সেনা নিযুক্ত থাকাতে প্রকৃতিকুল তাঁহার প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে পারিত না। এবং সন্নিহিত রাজগণও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। সে যাহাহউক, কিছুকাল পরে নবাব এই মর্ম্মে গবর্ণর জেনেরলকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আমার রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, আমার ভৃত্যেরা রীতিমত বেতন পায় না, অতএব আমার রাজ্য রক্ষার জন্য যে বৃটিশ সেনা নিযুক্ত আছে, আপনি তাহা-

দিগকে ফিরাইয়া লউন। আমি আর তাহাদের খরচ যোগাইতে পারি না। গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংস নবাবকে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উপযাচক হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সৈন্য চাহেন ও সৈন্যের সমুদায় ব্যয় প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে আপনকার রাজ্যে সৈন্য প্রেরিত হয়। অযোধ্যায় সেনারা কতদিন থাকিবে, সন্ধিপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অতএব আপনাকে বৃটিশসেনা নিযুক্ত রাখিতে হইবে। হেষ্টিংস আরও কহিলেন, অযোধ্যা হইতে বৃটিশসেনা ফিরাইয়া আনিলে নিশ্চয়ই তথায় অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইবে এবং হয়তো মহারাষ্ট্রীয়েরা অযোধ্যা আক্রমণ করিবে। আপনকার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে বটে, কিন্তু সেই ক্ষতি আপনকার অনবধানতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে ঘটিতেছে সন্দেহ নাই।

গবর্ণর জেনেরল ও নবাবের কিছুকাল এই রূপ বিবাদ চলিতেছিল। হেষ্টিংস বারাণসীর কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে লক্ষ্ণৌ যাইয়া নবাবের সহিত সমুদায় বিষয় মীমাংসা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া আর লক্ষ্ণৌ যাইতে হইল না। অযোধ্যাধিপতি স্বয়ং চুনারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পর যথারীতি শিষ্টাচারের পর হেষ্টিংস নবাবের নিকটে প্রচুর টাকা চাহিলেন। নবাব কহিলেন, মহাশয়! অতিরিক্ত টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, আমার নিকটে যত টাকা বাকী পড়িয়াছে, তাহাও রেহাই করিতে হইবেক। তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, উপস্থিত বিষয় সহজে মীমাংসা হওয়া সম্ভাবিত নহে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা এরূপ একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই সমুদায় বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেল, কিন্তু নির্দ্দোষ অপর এক পক্ষের সর্ব্বনাশ ঘটিল। নবাবের মাতা ও পিতামহীর অনেক ভূমি সম্পত্তি ছিল ও তাঁহাদের ধনাগারে প্রচুর টাকারও অসদ্ভাব ছিল না। হেষ্টিংস নবাবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের

সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে না পারিয়া রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। বারাণসী রাজ্যে রাজবিপ্লব হওয়াতে অযোধ্যা প্রদেশেও মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। হেষ্টিংস বেগমদিগকে এই গোলযোগের হেতু বলিয়া অপরাধিনী করিলেন ও তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে চুনার হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরে নবাবের মন পরিবর্ত্ত হইল। তিনি গবর্ণর জেনেরলের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ করিলেন। তাঁহার মাতা ও পিতামহী বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। নবাব অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত নির্দ্দয় ছিল না। তিনি তাঁহাদের এই উপস্থিত বিপদ দেখিয়া শোকাকুল হইলেন এবং যিনি এত দিন পর্য্যন্ত হেষ্টিংসের একান্ত অনুগত ছিলেন, লক্ষ্নৌ নগরস্থিত সেই ইংরাজ রেসিডেণ্টও এই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত ও সঙ্কুচিত হইলেন। হেষ্টিংস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কাহার অনুনয় বিনয় শুনিতেন না, তিনি রেসিডেণ্টকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আপনি অবিলম্বে আমার আদেশ প্রকৃত রূপে প্রতিপালন করিবেন, না করিলে আমি স্বয়ং যাইতেছি।

রেসিডেণ্ট, হেষ্টিংসের পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া ভীত হইলেন ও নবাবের নিকটে যাইয়া চুনারের বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য করিতে জিদ করিলেন। যদিও এক্ষণে মাতা ও পিতামহীর প্রতি দস্যুবৎ ব্যবহার করা নবাবের মনোগত ছিল না, কিন্তু আবার না করিলে গবর্ণর জেনেরলের সঙ্গে অকৌশল হয়, এজন্য তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক উহাতে সম্মত হইলেন। বেগমদিগের ভূমি সম্পত্তি অনায়াসে বাজেয়াপ্ত হইল, কিন্তু তাঁহাদের ধনসম্পত্তি হস্তগত করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার ছিল না, এজন্য কোম্পানির এক দল সেনা ফয়জাবাদ জেলায় প্রেরিত হইল। সেনারা তথায় পৌঁছিয়া রাজবাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও অন্দর মহলে প্রবেশিয়া বেগমদিগকে স্ব স্ব মহলে

বন্দী করিল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধনসম্পত্তি প্রদানে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিবার জন্য যে একটী উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা অতীব জঘন্য। যদিও বহুকাল হইল এই জঘন্য ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি এক্ষণে তদ্‌বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে অন্তঃকরণ-মধ্যে যুগপৎ ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়।

বহুকালাবধি নবাবদিগের এই একটী রীতি ছিল, যে তাঁহারা অন্তঃপুর মধ্যে খোজা রক্ষক নিযুক্ত রাখিতেন। খোজারা সচরাচর নবাবগণের বিশ্বাসভাজন হইত। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাদ্দৌলা এই চিরন্তন প্রথানুসারে দুইজন খোজা রক্ষক অন্তঃপুরে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে উহারাই বেগমদিগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠে, সুতরাং উহাদের পীড়ন না করিলে অর্থনিষ্কাসন হওয়া সম্ভাবিত নহে। হেষ্টিংসের আদেশানুসারে ঐ দুই ব্যক্তি ধৃত, কারারুদ্ধ, লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়। দুই মাস ক্রমাগত কারাবাসের পর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে উহারা কারাগারস্থ উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার প্রার্থনা করে, কিন্তু যে কর্ম্মচারীর হস্তে কারাগৃহের ভার অর্পিত ছিল, তিনি তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। ফলতঃ উহাদের দুঃখের লাঘবার্থ যাহা কিছু করা যাইতে পারিত, তাহার কিছুই অনুষ্ঠিত হয় নাই; প্রত্যুত অধিকতর দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্য উহাদিগকে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরণ করা হয়। উহারা তথাকার কারাগারে রুদ্ধ থাকিয়া যে কি দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নহে। যে সৈনিক পুরুষের হস্তে এ কারাগারের ভার সমর্পিত ছিল, কোন বৃটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা পার্লিয়ামেণ্ট-পুস্তকে নিবেশিত আছে। উহার মর্ম্ম এই, মহাশয়! আপনকার অধীনে যে দুই জন বন্দী আছে, তাহাদের শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া নবাবের অভিমত, অতএব আপনি নবাবের কর্ম্মচারিগণকে কারাগৃহে যাইবার ও বন্দীগণের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবেন।

যৎকালে লক্ষ্ণৌ নগরে এই ভয়ঙ্কর নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, বেগমেরা তখন পর্য্যন্ত ফয়জাবাদে বন্দীকৃত ছিলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে এত অল্প আহার প্রদান করিতেন, যে তাহাতে তাঁহাদের সঙ্গিনীরা অনাহারে মৃতকল্প হয়। ক্রমাগত কিছুকাল এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার পরে, হেষ্টিংস বেগমদিগের নিকট হইতে এক কোটী বিংশতি লক্ষ টাকা বাহির করেন। তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, বেগমদিগের হস্তে যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদায়ই আমার হস্তগত হইল, তবে আর তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিবার আবশ্যকতা কি? তিনি এই বিবেচনায় লক্ষ্ণৌ নগরের কারাগারস্থ মৃতকল্প বন্দীদ্বয়কে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত ও হতভাগ্য বন্দীদ্বয়ের লৌহশৃঙ্খল উন্মুক্ত হইল। তখন শোকাবেগে উহাদের ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল; চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; উহারা আপনাদিগকে পুনর্জীবিত বোধে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সেই স্থান এরূপ শোচনীয় ভাব ধারণ করিল, যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া, অন্যের কথা দূরে থাকুক, উপস্থিত ইংরাজ যোদ্ধাগণের কঠোর হৃদয়ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল।

পার্লিয়ামেণ্ট সভা কিছু কাল অবধি ভারতবর্ষের কার্য্য বিবরণ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আমেরিকার যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এড্‌মণ্ড বর্ক এক কমিটির ও রাজমন্ত্রী ডন্‌ডাস্ অন্য কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। হেষ্টিংসের কৃত অনেক কার্য্য, বিশেষতঃ রোহিলা যুদ্ধ অতিশয় অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ডন্‌ডাস্ হেষ্টিংসকে কর্ম্মচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্রোপ্রাইটরগণের মধ্যে সকলের মত না হওয়াতে হেষ্টিংস স্বপদেই অবস্থিত থাকেন। হেষ্টিংস এইরূপে নিয়োগকর্ত্তাগণের অনুগ্রহে পদস্থ থাকিয়া ১৭৮৫ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্য সম্পাদন করেন। অনন্তর উক্ত অব্দে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

হেষ্টিংসের রাজ্য শাসনের প্রথম কাল যেরূপ দুর্ঘটনা-সঙ্কুল ছিল, তাঁহার শাসন কার্য্যের শেষভাগ সেইরূপ সর্ব্বথা উপদ্রব শূন্য হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না, প্রবল শত্রু হাইদরআলি পরলোক গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, মহীসুরসেনারা কর্ণাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইংলণ্ডেও কোন গোলযোগ ছিল না।

হেষ্টিংস ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে পর ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ইংলণ্ডাধিপতিও তাঁহাকে সমাদরে পরিগ্রহ করেন। হেষ্টিংস ইংলণ্ডে এইরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া কিছুদিন সানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যে ঘোরতর বিপদ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কৌন্সেলের অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস্ ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হন। হেষ্টিংসের প্রতি তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তিনি এক্ষণে সুযোগ পাইয়া কায়মনোবাক্যে হেষ্টিংসের প্রতিহিংসা করিতে চেষ্টাবান্ হইলেন। তাঁহার উত্তেজনায় পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় প্রধান প্রধান মেম্বর হেষ্টিংসের ভারতবর্ষসংক্রান্ত কার্য্যের দোষোল্লেখ করিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। অভিযোক্তাগণের মধ্যে বর্কই প্রধান ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সভার উপর্য্যুপরি কয়েকটি অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। তাঁহার ন্যায় সুচতুর, বিদ্বান ও বাগ্মী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার গৃহ লোকারণ্য হয়। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির বিষয় বর্ণন করিয়া, যে সকল ঘটনা হওয়াতে ইংরাজদের ভারতবর্ষে প্রভুতা স্থাপন হয় ও ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপে ভারতবর্ষের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি-

তেন, সে সমুদায়ের বর্ণনা করেন। তৎপরে হেষ্টিংস রাজ্যশাসন কালে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইনবিরুদ্ধ যে সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তিনি সেইগুলি এরূপ প্রতীতিজনক ও করুণরসপূর্ণ বাক্যে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, যে তৎশ্রবণে চ্যান্সেলর (অন্যতম রাজমন্ত্রী) চমৎকৃত ও মোহিত হন, প্রতিবাদী হেষ্টিংসের কঠোর হৃদয়ও কিয়ৎ কালের জন্য বিচলিত হয়, সমাগত মহিলাগণের চক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে, সেরিডনের পত্নী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ফলতঃ তৎকালে হেষ্টিংসকে মূর্ত্তিমান পাপস্বরূপ, মনুষ্যরূপী রাক্ষসস্বরূপ ও হতভাগ্য ভারতবর্ষের কালান্তক যম স্বরূপ বলিয়া সকলের বোধ হইতে লাগিল। বর্ক উপসংহার কালে কহেন, আমি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে তাঁহার ভয়ঙ্কর দুরাচারিতার নিমিত্ত অভিযোগ করিতেছি; আমি পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভার পক্ষ হইয়া তাঁহারি নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আমি সমুদায় ইংরাজ জাতির পক্ষ হইয়া তাঁহারি নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের বহুকালের উপার্জ্জিত মানসম্ভ্রম একেবারে উৎসন্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমি হতভাগ্য ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষ হইয়া তাঁহারি নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের ন্যায়ানুগত স্বত্ব সকল দস্যুর ন্যায় বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষকে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছেন। আর অধিক কি বলিব; মনুষ্য নামের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে যাঁহাদের মমতা আছে, এতাদৃশ সর্ব্বলোক ও ধরাধামের যাবতীয় নরনারী, সর্ব্ব-কাল এবং আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির প্রতিনিধি হইয়া সর্ব্বসাধারণ শত্রু, সকলের উৎপীড়নকারী হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ করিতেছি।

১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়, বিচার শেষ হইতে প্রায় আট বৎসর লাগে। একের প্রতি অপরের যত কেন বিদ্বেষভাব থাকুক না, কালক্রমে সেই ভাব আবশ্যই অন্তর্হিত হয়, সুতরাং যাঁহারা বিচারের আরম্ভে হেষ্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ

ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে তাঁহার স্বপক্ষ হইয়া উঠিলেন। অষ্টবার্ষিক বিচারের পর উনত্রিশ জন পিয়ার * রায় দেন তন্মধ্যে ছজন মাত্র চেতসিংহ ও বেগম সংক্রান্ত অপরাধে হেষ্টিংসকে অপরাধী করেন, কিন্তু অন্যান্য অভিযোগে তাঁহার পক্ষে মতদাতার সংখ্যা আরও অধিক হইয়াছিল এবং কতকগুলি অভিযোগে সকলেই এক বাক্যে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিলেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই এপ্রেল অব্যাহতি লাভ করেন।

সমুদায় পৃথিবী মধ্যে প্রচারিত বহুকালস্থায়ী এই বিচার দ্বারা ভারতবর্ষীয়েরা জানিতে পারিয়াছেন, যে এরূপ উচ্চ বিচারালয় আছে, যথায় উচ্চপদারূঢ় রাজপুরুষেরাও কোন প্রকার অপরাধ করিলে নীত ও ভয়ে কম্পিতকলেবর হন। প্রধান দোষারোপক বর্কের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে আমি প্রথম গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের কৃত অত্যাচার প্রকাশ করিয়া একটী প্রধান কার্য্য করিলাম। ইহাতে আর কেহই কখন ঐরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। বস্তুতঃ বর্কের এই কার্য্যটী প্রধান কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়া রহিয়াছেন।

যৎকালে ইংলণ্ডে হেষ্টিংসের আচরণের দোষোদ্ঘোষণ হয়, যদি তিনি সেই সময়ে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অনেক মঙ্গল হইত। তিনি বিশুদ্ধচরিত বলিয়া বিখ্যাত না হউন, কিন্তু দেউলিয়া হইয়া যাইতেন না। নির্দ্দিষ্ট আছে, এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার সাত লক্ষ ষাটি সহস্র টাকা ব্যয় হয়। হেষ্টিংস উকীলের বেতন প্রভৃতি ন্যায্য ব্যয়ে যে সেই সমুদায় টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি আপনার পক্ষে অনুকূল কথা লেখাইবার জন্য সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে প্রভূত অর্থ প্রদান করেন এবং তাঁহার অনুকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হয়, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর

* লর্ড সভার মেম্বরদিগকে পিয়ার কহে।

অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষ বর্ক ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন, "মুদ্রাযন্ত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য হেষ্টিংসের দুই লক্ষ টাকা নিঃশেষিত হইয়াছে।" আমরা তাঁহার এই বাক্যের সত্যাসত্যের বিষয় অসংশয়িত রূপে বলিতে পারি না, কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে সকল উপকরণ প্রচলিত আছে, ন্যায়ানুগত হেতু বিন্যাস অবধি অতি জঘন্য পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ পর্য্যন্ত সে সমস্তই প্রযুক্ত হইয়াছিল, ইহার যথার্থতা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই।

হেষ্টিংস আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া অমিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি মিতব্যয়ী হইয়া চলিলে তাঁহার কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকিত, কিন্তু মিতব্যয়িতা তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। গৃহকার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছিল না। যে বৎসর পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়, সেই বৎসরেই তিনি চিরকাঙ্ক্ষিত ডেল্‌স ফোর্ড নামক স্থান উদ্ধার করেন ও পার্লিয়ামেণ্ট সভায় নিষ্কৃতি পাইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানের সংস্কার, অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কার্য্যে চারি লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে তিনি অতিশয় দুরবস্থায় পড়িলেন। মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার বন্ধুগণ তৎসমুদায় ও বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়াইবার জন্য ডিরেক্টর সমাজে প্রস্তাব করেন। ডিরেক্টরেরা মনে মনে জানিতেন, যে কেবল আমাদের হিত সাধন করিতে যাইয়াই হেষ্টিংস দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোল সভার* মত-নিরপেক্ষ হইয়া ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহাদের সাধ্য ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগকে

*ডিরেক্টর সভার কার্য্যপর্য্যবেক্ষণার্থ ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে এই সভার সৃষ্টি হয়। এই সভার অমতে ডিরেক্টর সমাজের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

বোর্ড অব্ কনট্রোলের মত জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তৎকালে ডনডাস্ বোর্ড অব্ কনট্রোলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি হেষ্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ; সুতরাং সম্মত হইলেন না। সে যাহাহউক, অনেক বাদানুবাদের পর পরিশেষে এই স্থির হইল, হেষ্টিংস যাবজ্জীবনের জন্য বার্ষিক চল্লিশ সহস্র টাকা বৃত্তি পাইবেন ও তাঁহার যে সমস্ত ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ করা আবশ্যক, তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে দশ বৎসরের বৃত্তি অগ্রিম দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন কোম্পানি হেষ্টিংসকে এই করারে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দিলেন, যে তাঁহাকে উহার সুদ দিতে হইবে না, তিনি কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিবেন।

হেষ্টিংস এইপ্রকার যে প্রচুর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলেন, বুঝিয়া চলিলে তিনি অনায়াসে উহা দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এরূপ অসাবধান ও অপব্যয়ী ছিলেন, যে তাহাতেও তাঁহার অপ্রতুল ঘুচিল না, তাঁহাকে বারম্বার কোম্পানির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল; কোম্পানিও দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনা পুরণ করেন।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানির চার্টর নবীকৃত হওয়াতে পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়। ইহাতে হেষ্টিংস সাক্ষ্য দিবার জন্য কমন্‌স সভায় উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হন। হেষ্টিংস সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার মোকদ্দমার সময়ে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; তৎকালে তাঁহার প্রতি সাধারণের যেরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মে, বহুকাল অতীত হওয়াতে এক্ষণে তাহা একবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। সকলেই হেষ্টিংসের কুক্রিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, তাহা সকলের অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। কমন্‌স্ সভার সভ্যেরা সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন ও তিনি উঠিয়া যাইবার সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড সভাও তাঁহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "এল ডি" এই উপাধি প্রদান করেন।

হেষ্টিংস এই রূপে মান সম্ভ্রম লাভ করিবার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা ফোর্থ জর্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন ও প্রীবিকৌন্সেলে মেম্বর নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডরাজ তাঁহার এতদুর গৌরব করিতেন, যে প্রকাশ্য রূপে বলিয়াছিলেন, হেষ্টিংস আসিয়াখণ্ডে বৃটিশ রাজ্য রক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের মহতী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। প্রীবি কৌন্সেলে মেম্বর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান করা হয় নাই, তিনি উহা অপেক্ষাও সম্ভ্রমকর পদের উপযুক্ত পাত্র। অতএব তাঁহাকে অচিরকাল মধ্যে কোন উচ্চতর পদ প্রদান করা যাইবে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস রাজার এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণে লর্ড উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ হয় নাই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বৃদ্ধ বয়সে মানুষের জ্ঞান বৈলক্ষণ্য ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, কিন্তু হেষ্টিংসের বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই এবং তাঁহার হৃদয়াকাশে মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানজ্যোতিঃ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মল ছিল। তিনি ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ছিয়াশী বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস সদালাপী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জন সামান্য কেরাণি হইয়া প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আইসেন, কিন্তু কার্য্যদক্ষতা গুণে পরিশেষে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হন। তাঁহার শাসন কার্য্যের প্রারম্ভে শান্তিরক্ষা, কর সংগ্রহ ও বিচার প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ে মহাগোলযোগ ছিল। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার বুদ্ধিশক্তি এরূপ পরিষ্কৃত ও তীক্ষ্ণ ছিল, যে তিনি সকল বিষয়ের মর্ম্মাবধারণ ও সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। তাঁহার অবিচলিত সাহস, তাঁহার রাজ্যের হিত চিন্তা ও তাঁহার মহীয়সী সহিষ্ণু-

তার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার দোষ শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পক্ষপাত শূন্য চিত্তে তাঁহার কার্য্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া কখনই প্রতীতি জন্মে না। তিনি এরূপ কতকগুলি কার্য্য করিয়াছেন, যে তাহা কোন রূপেই ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্মসংগত বলিতে পারা যায় না। তিনি যে অযোধ্যা ও বারাণসী রাজ্যে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর নহে? তিনি যে বৈর-নির্যাতন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য নন্দকুমারের নিপাত সাধন করেন, তাহাতে কি তাঁহার নীচাশয়তা প্রকাশ পায় নাই? তবে আমরা এস্থলে তাঁহার অনুকূলে এইমাত্র বলিতে পারি, যে তিনি যৎকালে কেরাণি হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে কোম্পানির এদেশের সহিত কেবল বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, তৎকালে যে কোন উপায়ে হউক, অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করা কোম্পানির কর্ম্মচারীমাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ স্থলে হেষ্টিংসের চরিত্র বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ হইবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারেনা।

লর্ড ডলহৌসী

ডেলহৌসী ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে ডেলহৌসী ক্যাসেল নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইহাঁরা তিন সহোদর, তন্মধ্যে ইনি কনিষ্ঠ ছিলেন। ডেলহৌসী প্রথমতঃ হ্যারো নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন এবং তথায় পাঠ সমাপন করিয়া অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। যে বৎসর লর্ড ক্যানিঙ "ডিগ্রী" অর্থাৎ উপাধি প্রাপ্ত হন, ইনিও সেই বৎসরেই লাটিন ও গ্রীক্‌ভাষায় উপাধি লাভ করেন। ইহার কিছু দিন পরে ইহাঁর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের ক্রমান্বয়ে পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং ইনিও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করাতে পার্লিয়ামেণ্ট সভার যে নূতন সঙ্ঘটন হয়, ডেলহৌসী সেই সময়ে হেডিঙটন প্রদেশের প্রতিনিধি হইয়া উক্ত সভায় প্রবেশ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার লর্ড উপাধি ছিল; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে ডেলহৌসী পৈতৃকধনের ন্যায় পৈতৃক উপাধিরও উত্তরাধিকারী হইলেন ও কমন্‌স সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লর্ড সভায় প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার বিষয় পার্লিয়ামেণ্টে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজমন্ত্রী সররবর্ট পীল এক্ষণে তাঁহাকে বাণিজ্য সভার প্রতিনিধি সভাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। লর্ড ডেলহৌসী এই কার্য্য পাঁচ বৎসর করিয়াছিলেন। অনন্তর গবর্ণর জেনেরল হার্ডিঞ্জ স্বদেশে প্রতিগমন করাতে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা লর্ড ডেলহৌসীকে তাঁহার পদে বরণ করেন। লর্ড ডেলহৌসী গবর্ণর জেনেরল হইয়া ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড

হইতে যাত্রা করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইয়াছিল।

যৎকালে লর্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষে উপনীত হন, সে সময়ে পঞ্জাবে লর্ড হার্ডিঞ্জের কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, তথায় কোন গোলযোগ ছিল না কিন্তু অল্প-কাল মধ্যেই পঞ্জাবের সেই পরিষ্কৃত আকাশে মুলতান হইতে মেঘ-রাশি সমুদিত হইল।

মুলতান স্বনামখ্যাত রাজ্যের রাজধানী ছিল। সরফরাজ নামক একজন আফ্‌গান এই নগরে আধিপত্য করিতেন। লাহোরাধিপতি রণজিৎসিংহ মুলতানের সমৃদ্ধি দর্শনে প্রলোভিত হইয়া বলপূর্ব্বক উহা অধিকার করিয়া লন ও সাবন্‌মল নামক এক ব্যক্তিকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, রাজ্যমধ্যে কোন গোলযোগ ঘটে নাই, তাঁহার নাম ও প্রবল প্রতাপে সকলেই সশঙ্কিত থাকিতেন কিন্তু তাঁহার উত্তরাধি-কারীরা অপদার্থ ও প্রতাপহীন ছিলেন। রাজলক্ষ্মী বীরপুরুষদিগেরই ভোগ্যা। তিনি কথন প্রতাপহীন পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হননা; সুতরাং রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পরে রাজলক্ষ্মী পঞ্জাব হইতে অন্ত-র্দ্ধান করিলেন। রাজ্য মধ্যে কেবল কুক্রিয়া ও কুমন্ত্রণাই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঐ গোলযোগের সময়ে মুলতানের সুবিচক্ষণ শাসন-কর্ত্তা সাবন্‌মল্ ঘটনাক্রমে হউক, অথবা বিপক্ষপক্ষের অভিসন্ধি ক্রমেই হউক, লাহোর দরবারে পিস্তলের গুলি খাইয়া প্রাণ হারা-ইলেন। তৎপরে তদীয় পুত্র মুলরাজ মুলতানের গবর্ণরীপদে নিযুক্ত হন।

পঞ্জাব রাজ্যের এই একটী রীতি ছিল, কোন ব্যক্তি রাজকীয় পদে অভিষিক্ত হইলে রাজসকারে সেলামি দিতে হইত। মুলরাজের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল, লাহোর দরবার তাঁহার নিকটে এক-কোটি টাকা সেলামি চাহেন। মুলরাজ তৎপ্রদানে অসম্মত হওয়াতে পরিশেষে এই বন্দোবস্ত হয়, যে তাঁহাকে ১৮ লক্ষ টাকা দিতে

হইবে। প্রায় এই সময়ে প্রথম পঞ্জাব যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, লাহোর দরবার বিশ্লেষিত হয় এবং মুলরাজও কিছুকালের নিমিত্ত লাহোর-দরবারের সেই অসঙ্গত দাওয়া হইতে পরিত্রাণ পান।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর লাহোর দরবার পুনঃ সঙ্ঘটিত হয় ও তাঁহারা মুলরাজের নিকটে পুনরায় ঐ টাকা দাওয়া করেন। কিন্তু মুলরাজ অর্থ প্রদান অস্বীকার করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তখন তিনি ভীত হইয়া বলেন, রাজধানীস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট মধ্যস্থ থাকিয়া আমার সহিত লাহোর দরবারের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, তাহাই করিব। ইহাতে এই ফল লাভ হয়, যে মুলরাজ ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে লাহোরে গমন করেন ও কিস্তিবন্দী করিয়া অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং লাহোরদরবার তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করেন ও অবশিষ্টাংশ তিন বৎসরের করারে তাঁহাকে ইজারা দেন। বোধ হইতেছে, মুলরাজ এই বন্দোবস্তে তৎকালে সন্তুষ্ট হইয়া মুলতানে প্রত্যাগমন করেন। তিনি মুলতানে প্রত্যাগমন করিবার পরে এক বৎসরেরও অধিককাল কুশলে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন অনন্তর লাহোর দরবারের বন্দোবস্ত সুবিধাকর হয় নাই ভাবিয়া ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের শেষে পুনরায় লাহোরে গমন করেন ও দরবারের মেম্বরদিগকে উৎকোচ দিয়া নির্দ্ধারিত রাজস্ব কমাইবার চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পদ পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দরবার কহিলেন, রীতিমত পদত্যাগ-পত্র প্রেরিত হইলে তাহা গৃহীত হইবে, কিন্তু পদ-ত্যাগ করা বিহিত কিনা, আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যেন পরিশেষে আপনাকে পরিতাপ করিতে না হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইবার পরে মুলরাজ লাহোর পরিত্যাগ করিলেন ও মুলতানে প্রত্যাগমন করিয়া এক খানি পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। দরবারও তাহা গ্রাহ্য করিয়া সরদার খাঁ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট বেতনে মুলতানের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং আগ্নিয়ু ও আন্ডারসন নামক দুই জন বৃটিশ কর্ম্মচা-

রীকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মূলতানে পাঠাইয়া দিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচ শত সেনাও প্রেরিত হইল। তাঁহারা তথায় পৌছিয়া কোন প্রকার বিদ্রোহলক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন না, মূলরাজ স্বয়ং আসিয়া বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পর যথারীতি শিষ্টাচারের পর বৃটিশকর্ম্মচারীরা মূলরাজের নিকটে হিসাব চাহিলেন। ইহাতে মূলরাজ বিরক্ত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পর দিবস শান্তভাবে আসিয়া পুনরায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। দুই দল সেনা ও কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ দুর্গের অন্যতর দ্বারে স্থাপিত হইল। এক্ষণে বিপদ সন্নিহিত হইয়া আসিল। মূলরাজ যথারীতি দুর্গ সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে দুর্গের দ্বার দিয়া বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে বৃটিশ কর্ম্মচারীরা অতর্কিত রূপে আক্রান্ত ও মর্ম্মান্তিক আহত হইলেন। মূলরাজ তৎকালে অশ্বোপরি ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দর্শনে কিছুই বলিলেন না, অশ্ব পরিচালন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে উদ্যানভবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। সরদার খাঁ সিংহ আহত কর্ম্মচারীদিগকে শিবিরে আনয়ন করিলেন।

পর দিবস সমুদায় মূলতান সেনা প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। বোধ হয়, মূলরাজ প্রথমতঃ দোষী ছিলেন না, তিনি আগ্নিয়ু সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, সেনারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া এই অত্যাচার করিয়াছে, অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মূলরাজ কায়মনোবাক্যে বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন ও রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বে দল বল সঙ্গে লইয়া বিপক্ষের প্রতি ধাবিত হইলেন। যেঅট্টালিকায় আহত কর্ম্মচারীরা ছিলেন, তাহা বেষ্টিত হইল। নিরুপায় কর্ম্মচারীরা শয্যাগত ছিলেন, তথাপি বীরতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যতক্ষণ দেহে প্রাণসঞ্চার ছিল, যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পরিশেষে অভিভূত হইলেন ও এই কথা বলিয়া ভূতলে পড়িলেন, যে আমা-

দের দেশের সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তোমাদিগকে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিফল দিবেন।

মূলতানে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে লাহোর দরবার বিবেচনা করিলেন, যদি বিদ্রোহী মূলরাজের বিরুদ্ধে মূলতানে শিখসেনা প্রেরিত হয়, তাহা হইলে উহারা মূলরাজের সহিত যোগ দিবে ও যদি শিখসেনাগণের সহিত কতকগুলি বৃটিশ সেনা প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে ইংরাজসেনাগণের নিপাত হইবে ও অবিলম্বে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ ঘটিবে। লাহোর দরবার এই সকল আন্দোলন করিতেছিলেন, এমত সময়ে লাহোরস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট, জেনরেল হুয়িস্‌কে সৈন্য সহকারে মূলতানে পাঠাইয়া দিলেন। হুয়িস্ তথায় পৌছিয়া ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মহারাজ দলীপ সিংহ ও ইংলণ্ডেশ্বরীর দোহাই দিয়া দুর্গরক্ষী সেনাগণকে কহিলেন, "তোমরা দুর্গ সমর্পণ কর," কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া পরিশেষে দুর্গ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে শিখসরদার শেরসিংহ সসৈন্যে পঞ্জাব হইতে আসিয়া মূলতানে উপস্থিত হইলেন। মূলরাজ প্রথমতঃ সন্দিহান হইয়া দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন না, কিন্তু পরিশেষে শেরসিংহ মিত্রভাবে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহারে সমাদরে পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে সাংঘাতিক যোগ সম্পন্ন হইলে পর বৃটিশ জেনরেল ভাবিলেন, যাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, যদি তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা বিপক্ষ হইল, তবে আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, মূলতানের বিদ্রোহানল মূলতানেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, পঞ্জাবের অন্য কোন স্থানে বিস্তৃত হইবে না। মূলরাজ লাহোরগবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, তাঁহার কৃত অত্যাচার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের উপর নহে, তিনি লাহোর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং লাহোর গবর্ণমেণ্ট বৃটিশসেনার সাহায্যে তাঁহার শাসনে প্রবৃত্ত হই-

য়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তটি যে ভ্রান্তিমূলক, এক্ষণে তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন ও শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ অপরিহার্য্য স্থির করিলেন।

শেরসিংহের পিতা চতরসিংহ ইংরাজদের নিকট কহিতেন, বিদ্রোহবাসনা আমার অন্তঃকরণ হইতে একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে এবং ইহাও বলিতেন, শিখসেনারা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু তিনি এক্ষণে সেই ছদ্মভাব পরিত্যাগ করিয়া হাজরাদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিলেন। শেরসিংহ মূলতান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ফলতঃ এক্ষণে সমুদায় পঞ্জাব ইংরাজদের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিল। পঞ্জাবরাজ দলীপসিংহ তৎকালে অল্পবয়স্ক ছিলেন, তিনি কোনরূপে হস্তবহির্ভূত না হন, শিখসরদারেরা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। লাহোরস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট বুদ্ধিপূর্ব্বক দলীপসিংহকে লাহোরে নজরবন্দীভাবে রাখিলেন।

যৎকালে পঞ্জাবরাজ্যে এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, সে সময়ে লর্ড ডেলহৌসী কলিকাতায় নূতন আসিয়াছেন। লর্ড ডেলহৌসী ইংলণ্ডে অতি উচ্চপদস্থ ছিলেন, এজন্য কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই তাঁহার নাম সম্ভ্রম ছিল। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবার পরেই সকলে তাঁহার কার্য্য বিলোকনে সমুৎসুক হইলেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ কিছুকাল কোন কার্য্যই করেন নাই। সেক্রেটরিরা তাঁহার নিকটে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইয়া দিতেন, তিনি কেবল নাম স্বাক্ষর করিয়া সেইগুলি প্রতিপ্রেরণ করিতেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে পর তিনি সিপাইদের ভাতাবিষয়ক একখানি মিনিট লিখিয়া প্রচারিত করেন। সেক্রেটরিরা তাঁহার কৃত মিনিট পড়িয়া কহিলেন, "ইহাঁর কি এই পর্য্যন্তই বিদ্যা" এই বলিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে ও হাঁসিতে লাগিলেন। কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী রাজনীতি প্রয়োগে যে কিরূপ কৌশলসম্পন্ন ছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের ঐ

অক্টোবর ব্যারাকপুরের গবর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহার রাজনীতি কৌশলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঐ দিবস রাত্রিকালে তথায় নৃত্যগীতাদি হইতেছিল, অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় তথায় উপস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে লাহোরস্থিত রেসিডেণ্টের প্রেরিত মুলরাজের বিদ্রোহ-ঘটিত পত্র আসিয়া পৌছিল। লর্ড ডেলহৌসী পত্রখানি পড়িয়া কহিলেন, আমি অন্তরের সহিত সন্ধি বাসনা করি, কোন প্রকারে সন্ধি ভঙ্গ হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু যদি ভারতবর্ষীয় শত্রুগণ যুদ্ধলাভের বাসনা করেন, তবে তাঁহারা প্রতিফল সহকারে যুদ্ধই প্রাপ্ত হইবেন।

লর্ড ডেলহৌসী ইহার কতিপয় দিবস পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। ফিরোজপুরে বৃটিশ সেনা সংগৃহীত হয় ও ১৩ই নবেম্বর সমুদায় সেনা লাহোরে গিয়া পৌছে। এই সময়ে শিখেরা রাজ্যের সমুদায় স্থানেই ইংরাজদের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিয়া ছিলেন, সুতরাং রেসিডেণ্টের গৃহপ্রাচীরের বহির্ভাগে স্বল্প পরিমিত স্থানেও ইংরাজদের প্রভুতা ছিল না। পঞ্জাববাসী সমুদায় ইংরাজ আপনাদিগকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বৃটিশসেনাপতি লর্ড গফ সিম্‌লিয়া পাহাড়ে ছিলেন, তিনি ২১এ নবেম্বর পৌছিয়া শতদ্রুনদীর বামতীরস্থিত সেনাগণের সহিত মিলিত হন ও পরদিবস রামনগরে যুদ্ধ করেন। বৃটিশ সেনাপতি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে স্বপক্ষীয় অনেকগুলি সাহসী সেনার নিপাত ব্যতিরেকে আর কোন ফলোদয় হয় নাই। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে বিতস্তা নদীর তীরে শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতেও ইংরাজেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ করিতে পারেন নাই।

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি জেনরেল হুইস্ বোম্বের সেনাগণের সহিত মিলিত হইয়া মুলতান নগর লুণ্ঠন ও দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গ প্রাচীর এরূপ দৃঢ় ছিল, যে তাহাতে কামানের গোলা প্রতিহত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন বৃটিশ সেনারা বারুদের

দ্বারা দুর্গ প্রাচীর উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত সুড়ঙ্গ কাটিতে লাগিল ও অনবরত দুর্গের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতেও ক্ষান্ত হইল না। ঐ সময়ে একটা অগ্নময় গোলা মূলরাজের বারুদাগারে পতিত হওয়াতে প্রায় দুই লক্ষ মোন বারুদ জ্বলিয়া উঠে। তন্নিবন্ধন শতশত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয় এবং সহস্র সহস্র লোক এককালে কালকবলে পতিত হইয়া যায়। এই ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে দুর্গস্থিত মুলতান সেনারা এরূপ ভীত হইয়াছিল, যে মূলরাজ কোন প্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অতিশয় দুর্বিপাকে পড়িলেন ও দুর্গ সমর্পণ করিয়া আপনার এবং অন্তঃপুরিকাগণের জীবন রক্ষা করাই শ্রেয়স্কর স্থির করিলেন। তিনি তদনুসারে দুর্গ সমর্পণ পূর্ব্বক জেনরেল হুইসের নিকটে আপনার এবং অন্তঃপুরিকাগণের জীবন প্রার্থনা করেন। বৃটিশ সেনাপতি কহিলেন, ইংরাজেরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত যুদ্ধ করেন না। অতএব আমি আপনার অন্তঃপুরিকাগণের জীবন রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, কিন্তু আপনার জীবন রক্ষা অথবা সংহার করা গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহৌসীর ইচ্ছা, সে বিষয় আমি কিছুই বলিতে পারি না।

মুলতান পতনের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে চিলিয়ানালা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। প্রধান বৃটিশ সেনাপতি লর্ড গফের অভিপ্রায় ছিল, ১৪ই জানুয়ারি প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সুচতুর শিখসরদারেরা উহার পূর্ব্ব দিবস বেলা দুই প্রহরের পর বৃটিশ সেনাগণের সম্মুখীন হইলেন, সুতরাং অভিপ্রায় না থাকিলেও বৃটিশ সেনাপতিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল। তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, বৃটিশ পক্ষের অসংখ্য সেনা হতাহত হইল, কিন্তু যুদ্ধাবসান হইতে না হইতেই দিবাবসান হইয়া গেল। রাত্রি সমাগমে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড স্থগিত হইল। উভয় পক্ষই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, কিন্তু বৃটিশ পক্ষের হত্যার বিষয় বিবেচনা করিলে এরূপ বোধ হয় না, যে তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন।

প্রধান বৃটিশ সেনাপতি চিলিয়ানালা যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হইবার পরে সমুৎসুক চিত্তে মূলরাজের আত্মসমর্পণ বার্ত্তা প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তাৎপর্য্য এই, মুলতান হস্তগত হইলে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। মূলতান পতনের পরেই জেনরেল হুরিস্ প্রায় ১২ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে করিয়া প্রধান সেনা-পতির সহিত মিলিত হইলেন। লর্ড গফ্ এইরূপে বর্দ্ধিতসামর্থ্য হইয়া পুনরায় শিখদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শিখসরদারেরা কিছুকাল অবধি কাবুলাধিপতি দোস্তমহম্মদ খাঁর সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, দোস্ত মহম্মদ বৃদ্ধ হইয়াছেন ও ইংরাজদের বলবীর্য্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে তিনি আর তাঁহাদের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিবেন না। কিন্তু কি বার্দ্ধক্য, কি অভিজ্ঞতা কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। চিলিয়ানালা যুদ্ধ সমাপ্তির পর দোস্তমহম্মদ খাঁ সসৈন্যে পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আপনার এক পুত্রকে শিখসরদার শের সিংহের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন এবং পুরাতন শত্রু ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি আফ্গান সৈন্যও পাঠাইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে বড় সাধ ছিল, যে তিনি এই সুযোগে পেশোয়ার উদ্ধার করিবেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধবয়সের এই পাগ্লামী যে কতদূর শোচনীয় হইয়াছিল, ২১ শে ফেব্রুয়ারির গুজরাট যুদ্ধে তিনি তাহা বিলক্ষণ অনুভব করেন। ঐ দিবস প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যদিও শিখসেনারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে তাহারা বিপক্ষের গোলা বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া বেলা দুই প্রহরের পরে পলাইতে আরম্ভ করিল; সুতরাং তাহাদের কামন, বারুদ প্রভৃতি সমুদায় উপকরণ সামগ্রী বৃটিশ পক্ষেরই হস্তগত ও তাঁহাদের জয় পতাকা উত্তোলিত এবং আফ্গান সেনারা পঞ্জাব হইতে দুরীকৃত হইল।

শের সিংহ এক্ষণে বিবেচনা করিলেন, ইংরাজদের অনুকম্পা ব্যতীত আর আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই। তিনি ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মার্চ্চ বৃটিশবন্দীদিগকে বৃটিশসেনাপতির শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন ও ১৪ই মার্চ্চ তের জন সরদার ও ষোল হাজার সেনা সমভিব্যাহারে বৃটিশ সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র তাঁহার পাদোপরি সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে প্রধান সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীর কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর ব্যবহারিক শাসন কর্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লর্ড ডেলহৌসী ক্ষিপ্রকর্ম্মা ছিলেন, পঞ্জাবের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে কালবিলম্ব করেন নাই। তিনি ফিরোজপুর হইতে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ মহারাজ দলীপ সিংহের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, অতঃপর বৃটিশগবর্ণমেণ্ট সে সন্ধির নিয়মানুসারে চলিবেন না। এই অবধি পঞ্জাব বৃটিশ-রাজ্যের একটী অংশ হইল। মহারাজ দলীপ সিংহ পদচ্যুত রাজার ন্যায় সম্মানিত ও সমাদৃত হইবেন এবং বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন। যুদ্ধকালে যে সকল সরদার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ও যাঁহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

যদিও লাহোরদরবারস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই ডেলহৌসী প্রণীত এই অভিনব নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, তথাপি গবর্ণর জেনেরল উহার পুনরভিনয়ার্থ ইলিয়ট সাহেবকে সসৈন্যে লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে মার্চ্চ লাহোরে শেষ দরবার হয়। মহারাজ দলীপ সিংহ ও সমাগত সরদারগণের সমক্ষে ঘোষণাপত্র ইংরাজী, পারস্য ও হিন্দুস্থানীভাষায় পঠিত হইল। পাঠকালে সকলে নিস্তব্ধভাবে ছিলেন, কেহই কোন কথা বলেন নাই। কেবল দেওয়ান রাজা দীননাথ, এইমাত্র কহিলেন, গবর্ণর জেনেরলের এই বিচার ন্যায়ানুগত হউক অথবা ন্যায় বিরুদ্ধই হউক, আমাদিগকে উহা প্রতিপালন করিতেই হইবেক। অনন্তর

রাজা তেজ সিংহ করার পত্রখানি মহারাজ দলীপ সিংহের হস্তে দিলেন। দলীপ সিংহও উহা তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর করিলেন।

এইরূপে ঘোষণা পত্র পঠিত ও করারপত্র স্বাক্ষরিত হইলে পর ইলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া বহির্গত হইলেন, এমত সময়ে দুর্গ মধ্য হইতে ইংরাজদের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল ও তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইহাতে খাল্‌সারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, যে বৃটিশ-রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল তেজে শিখজাতির গৌরব চিরকালের জন্য মলিন হইয়া গেল এবং "সকলি লোহিতবর্ণ হইয়া যাইবে" * মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই ভবিষ্যৎ বাণীও সফল হইল।

এক্ষণে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে অনেক রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা রাজক্ষমতা বিহীন হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করতলস্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ মৃত্যুকালে জগৎবিখ্যাত কোহিনুর † জগন্নাথ দেবের নামে উৎসর্গ

* কোন সময়ে এক শিখ যুবক লাহোরের নিকটবর্ত্তী লুধিয়ানা নগরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। তিনি তথায় পাঠ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিলে মহারাজ রণজিৎ সিংহ একখানি মানচিত্র আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। ইহার স্থানে স্থানে যে লোহিতবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইতেছে, উহা কি? শিখ যুবা উত্তর করিলেন, মহারাজ! এ সকল ইংরাজাধিকারের চিহ্ন। ইহাতে রণজিৎ সিংহ কিঞ্চিৎ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া মানচিত্র দূরে ফেলিয়া দিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, কালক্রমে সকলি লোহিত বর্ণ হইয়া যাইবে।

†এরূপ প্রবাদ আছে, এই রত্ন প্রথমতঃ রাজা যুধিষ্টিরের অধিকারে ছিল। কালক্রমে উহা দিল্লীর সম্রাট্ সাজিহানের হস্তগত ও উহা দ্বারা তাঁহার সুবিখ্যত ময়ূরাসন সুশোভিত হয়। যৎকালে পরাস্যরাজ নাদির-সাহ দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, ঐ সময়ে কোহিনুর তাঁহার হস্তে পড়ে। তাঁহার নিধন প্রাপ্তির পরে উহা আহম্মদ আবদালির হস্তগত হয়।

করিয়াছিলেন। পঞ্জাব পরাজয়ের পরে উহা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকটে প্রেরিত হইল। অধুনা উহা ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের ভূষণ হইয়াছে।

লর্ড ডেলহৌসী এইরূপে পঞ্জাবের বন্দোবস্ত করিবার পরে মহারাজ দলীপ সিংহের বিদ্যাভ্যাসেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎকালে দলীপ সিংহ দ্বাদশবর্ষীয় বয়স্ক হইয়াছিলেন। লর্ড ডেলহৌসী জন্ লগিন নামক একজন ডাক্তরকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষক কিছুকাল পরে দলীপ সিংহকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ও ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে "সর্" এই সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। দলীপ সিংহ এক্ষণে স্কটলণ্ডে আছেন ও তথাকার লর্ডদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

এ দিকে চিলিয়ানালা যুদ্ধের ভয়ঙ্কর হত্যার সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সর্ব্বসাধারণে লর্ড গফের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। গফ অতি উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। কিন্তু এক্ষণে সকলে তাঁহার সেই অধিনায়কোচিত গুণগ্রাম বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, লর্ড গফ সেনাপতিপদের অনুপযুক্ত। কর্তৃপক্ষেরাও অসন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ চার্লস নেপিয়ারের ভারতবর্ষে আসিবার কথা হইল। ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি ওয়েলিংটন কহিলেন, না হয়, আমিই যাইতেছি। সে যাহা হউক, পরিশেষে সর চার্লস নেপিয়ারকে ভারতবর্ষীয় সেনাগণের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করাই স্থির হইল। তদনুসারে নেপিয়ার ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে পৌঁছিয়া দেখিলেন, লর্ড গফ্ কার্য্য সমাধা করিয়া তুলিয়াছেন। শিখেরা পরাজিত ও পঞ্জাব বৃটিশ রাজ্যে যোজিত হইয়াছে।

তৎপরে উত্তরাধিকারি-ক্রমে উহা তদীয় পৌত্র সাসুজা প্রাপ্ত হন। মহারাজ রণজিৎসিংহ, সাসুজার নিকট হইতে কোহিনুর বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নেপিয়ারের ভারতবর্ষে পৌঁছিবার কিছু দিন পরে এরূপ একটী কারণ উপস্থিত হয়, যে তাহাতে তাঁহাকে পদ ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল। সিপাইরা বৃটিশ রাজ্যের বাহিরে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে অতিরিক্ত ভাতা পাইত, পঞ্জাব বৃটিশ-রাজ্যে যোজিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া যায়। সিপাইরা সেই অতিরিক্ত বেতন পাইবার নিমিত্ত অবাধ্য হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। লর্ড ডেলহৌসী এই সময়ে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় পত্র লিখিয়া সত্বর তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আবার এ দিকে সিপাইদের বেতনের বিষয় বিবেচনা করিতে বিলম্ব হইলে ভারতরাজ্য ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হয়। নেপিয়ার, সিবিল গবর্ণরের মত নিরপেক্ষ হইয়া সিপাইদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। অনন্তর লর্ড ডেলহৌসী কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সিপাইদের বেতন বৃদ্ধি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নেপিয়ার বলিলেন, পঞ্জাব-রাজ্যস্থিত সিপাইরা পূর্ব্বের ন্যায় অতিরিক্ত বেতন না পাওয়াতে বিদ্রোহে উন্মুখ হয়। আমি সাংগ্রামিক নিয়মানুসারে তাহাদের দণ্ড বিধান করিয়াও যখন দেখিলাম, তাহারা বশবর্ত্তী হইল না, তখন রাজ্যের বিপদ অনিবার্য্য বোধে তাহাদের কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। ডেলহৌসী কহিলেন, ২।৪ দল সেনা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছিল, তাহাতে রাজ্যের বিপদ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অতএব সিপাইদের বেতন বৃদ্ধি করা অন্যায় হইয়াছে। নেপিয়ার, লর্ড ডেলহৌসীর ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। এক আকাশে কখনই দুই সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ বিস্তার করিতে পারে না, গবর্ণরজেনেরলের সহিত অকৌশল হওয়াতে নেপিয়ার অস্বাস্থ্য ব্যপদেশে তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি ওয়েলিঙটনের নিকট পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে একটী সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে লর্ড

আমহার্ষ্টের অধিকার কালে ব্রহ্মদেশাধিপতির সহিত ইংরাজদের একবার যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রহ্মরাজ পরাস্ত হন ও কতকগুলি প্রদেশ প্রদান করিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধি প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষত ছিল। ব্রহ্মদেশীয়েরা অহঙ্কৃত, অসভ্য ও নির্ব্বোধ। তাহারা সুযোগক্রমে কখন কখন ইংরাজদের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহাতে ইংরাজ জাতির কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, ইংরাজেরা ইরাবতী নদীর তীরে কোন ইংরাজের অবমাননা ও যমুনা পুলিনে কোন ইংরাজের অবমাননা এতদুয়ের অনেক ইতর বিশেষ মনে করিতেন। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত, তথায় কেহ কোন ইংরাজের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে ভারতবর্ষীয় রাজগণ অথবা প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা এতদিন পর্য্যন্ত সমানে সসম্ভ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মদেশীয়দিগের সেই ঔদ্ধত্য সহ্য করিয়া আসিতে ছিলেন।

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে রেঙ্গুনের গবর্ণর কতিপয় বৃটিশ বণিকের পোতাধ্যক্ষের অবমাননা করেন। লর্ড ডেলহৌসী অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, বৃটিশ প্রজার উপরে কেহ কোন অত্যাচার করিলে কখনই তাহাতে উপেক্ষা করিতেন না। তিনি অবিলম্বে রেঙ্গুনের গবর্ণরের নিকটে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দাওয়া করিলেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার একজন পোতাধ্যক্ষের প্রতি অর্পিত হয়। সন্ধি কার্য্য অপেক্ষা পোতবাহন কার্য্যে তাঁহার অধিকতর নৈপুণ্য ছিল, তিনি রেঙ্গুনের গবর্ণরের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া ব্রহ্মদেশের একখানি জাহাজ আক্রমণ করেন। ইহাতে পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এস্থলে যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, ইংরাজেরা জয়লাভ করেন ও পেগু প্রদেশ তাঁহাদের পদানত হয়। লর্ড ডেলহৌসী পেগু প্রদেশটী বৃটিশ রাজ্যে যোজিত করিয়া ব্রহ্মদেশীয়দিগের কৃত অবমাননার পরিশোধ করেন।

লর্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষে আসিয়া এইরূপে কতিপয় বৎসরের মধ্যে তুইটী মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করিয়া তুইটী প্রধান রাজ্য বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর যে সকল আক্রমণে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তাঁহাকে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয় নাই। কেনই বা হইবেক? আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলে সহজেই প্রবল আক্রমণকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

লর্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষে আসিবার কিছুকাল পরেই সেতারা বৃটিশ অধিকার ভুক্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। সেতারা নগর মহাবলেশ্বর পাহাড়ের নিকটে ও কৃষ্ণানদীর উৎপত্তি স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। এই নগর মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবজীর রাজধানী ছিল। শিবজীর পৌত্র সাহু, বলজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া (প্রধান মন্ত্রী) নিযুক্ত করেন। সাহু, সম্পূর্ণরূপে অমাত্যের আয়ত্ত ছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় উত্তরাধিকারিগণ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পেশোয়া (মন্ত্রী) সমুদায় রাজ্য মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিলেন। লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে পরাক্রান্ত পেশোয়াকে পরাভূত ও শিবজীর বংশধর প্রতাপসিনকে রাজ্যে পুনঃস্থাপিত করেন। অনন্তর রাজা প্রতাপ সিন ও কোম্পানি বাহাদুরের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেই সন্ধি পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, প্রতাপসিন পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চিরকাল রাজ্য ভোগ করিতে পাইবেন। যদি পুত্র পৌত্রাদির অভাবে দত্তক গৃহীত হয়, তাহা হইলেও ঐ দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবেন। কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত হয়। ইহার বিংশতি বৎসর পরে (১৮৩৯) ইংরাজেরা প্রতাপসিনকে এই বলিয়া দোষী করেন, যে আপনি নাগপুরের পদচ্যুত রাজা ও গোয়া নগরবাসী পোর্ত্তুগীশদিগের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা করিতেছেন। ইংরাজেরা কোন্ মূল অবলম্বন করিয়া প্রতাপসিনের প্রতি এই রূপ দোষারোপ করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা অবগত

নহি। প্রত্যুত যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাঁতে সেতারারাজকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে! গোয়ার শাসনকর্ত্তা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া গিয়াছেন, প্রতাপসিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের সহিত কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করেন নাই, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আমার নামে যে সকল পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, সে সকল কৃত্রিম। কর্ণেল ছাছুক নামক কোম্পানির এক জন কর্ম্মচারী (যিনি কিছুকাল ইণ্ডিয়া কৌন্সেলে মেম্বর হইয়াছিলেন) বলিয়া গিয়াছেন, নাগপুরের পদচ্যুত রাজা মধুজী ভন্‌স্লে গোধপুরে একটী সামান্য স্থানে বাস করিতেন। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা ছিল, অতএব তিনি যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া প্রচুর অর্থ দিয়া প্রতাপসিনের সাহায্য করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সে যাহা হউক, প্রতাপসিন আরোপিত দোষ হইতে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায় যথারীতি বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইংরাজেরা রীতিমত বিচার করিলেন না। তাঁহার দোষানুসন্ধানার্থ গুপ্তভাবে একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। কমিটী তাঁহারে দোষী স্থির করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজা রাজভবন হইতে রাত্রিকালে বহিষ্কৃত ও নগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে স্থিত একটী গোশালায় নীত হইলেন। তাঁহার ধনাগারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি মুক্তাদিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। কোম্পানি ঐ টাকা আত্মসাৎ করিলেন।

ইংরাজেরা এইরূপে প্রতাপসিনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা আপাসাহেবকে সিংহাসনে আরোপিত করেন। আপাসাহেবের সহিত কোম্পানির কোন প্রকার নূতন নিয়মে সন্ধি হয় নাই, কোম্পানি এইরূপ ভূমিকা করিয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির সমুদায় নিয়মগুলি বজায় রাখিলেন, যে সেতারা অধিকার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। প্রতাপসিন আপন কর্ম্মফলে দণ্ডিত হইলেন। আপনি তাঁহার সহোদর, এক্ষণে আপনি যথানিয়মে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করুন।

১৮৪৮ ও ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপসিন ও আপাসাহেব দুই



ভ্রাতাই ক্রমান্বয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের কাহারই ঔরস পুত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহুকালাবধি ভারতবর্ষে এই রীতি আছে, ঔরসপুত্রের ন্যায় দত্তক পুত্রও বিষয়াধিকারী হয়, কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী সেই চিরন্তন রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংলণ্ডে ডিরেক্টর সভায় এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে হউক, অথবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে দত্তক গৃহীত না হওয়াতেই হউক, অধীন রাজ্য অধিকার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে উপেক্ষা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তাদৃশ স্থলে অধীন রাজ্য অধিকার ভুক্ত করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম। আপাসাহেবের মৃত্যু হওয়াতে সেই নিয়ম প্রচলিত করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনারা এবিষয়ে উপেক্ষা করিবেন না। ডিরেক্টরেরা ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে ডেলহৌসীর প্রেরিত পত্রের এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, আমরা আপনকার মতে সম্মত হইয়া লিখিতেছি, ভারতবর্ষের সাধারণ নিয়ম ও রীত্যনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে সেতারার ন্যায় অধীন রাজ্য দত্তকপুত্রে অর্শিতে পারে না। কিন্তু অনুমতিদান আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ, আমরা কোন প্রকারেই অনুমতিদান বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ নহি।

এইরূপে সেতারা বৃটিশ রাজ্যে যোজিত হইল বটে, কিন্তু তাহার উপরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার বৈধস্বত্ব দৃষ্ট হইতেছে না। যদি প্রতাপসিন কোম্পানির সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন ও যদি সেই অসদ্ব্যবহারই তাঁহার স্বত্বলোপের কারণ হয়, তবে আমরা আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিনা। কিন্তু আপাসাহেব কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পুত্র বিষয় লাভে বঞ্চিত হইলেন। আপাসাহেব কোম্পানির অকপট মিত্র ছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে কখনই কোন প্রকার অত্যাচার করেন

নাই। তাঁহার অধিকার সময়ে প্রজারা পরমসুখে বাস করিত। অতএব তাঁহার স্বত্ব বিলোপের কোন প্রকার ন্যায়ানুগত কারণই দৃষ্ট হইতেছে না। লর্ড ডেলহৌসী ও তাঁহার বণিক্ প্রভুরা এই একটী হেতু প্রদর্শন করেন, সেতারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন, সেতারার উপরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের এই হেতূপন্যাস কিরূপে সুসঙ্গত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যা না। যদি সেতারা অধীন রাজ্যই হয়, তবে কোম্পানি ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপ সিনকে সেতারার স্বাধীন রাজা বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা কোথায় থাকিল?

যে উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম কি নিঃসন্তান রাজার সুশোভন ভবনে কি নিঃসন্তান দরিদ্রের ভগ্নকুটীরে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল, লর্ড ডেলহৌসী সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রথমতঃ সেতারা বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার এই অবৈধ কার্য্য দর্শনে পশ্চিম প্রদেশীয় রাজগণ ও জমিদারবর্গ ভীত হইলেন ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরাধিপতি রঘুজী ভন্সেলে অপুত্রক অবস্থায় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ সহধর্ম্মিণীর প্রতি দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া যান। তদনুসারে তাঁহা মহিষী একটী দত্তক গ্রহণ করেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বামীর অনুমতিক্রমে ভার্য্যার দত্তক গ্রহণ করিবার রীতি আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে কখনই উক্ত রীতি উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে ধারাধিপতি সহধর্ম্মিণীর প্রতি দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন। তদনুসারে যে দত্তক পুত্র গৃহীত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড ডেলহৌসী উক্ত প্রকার বহুতর প্রমাণ সত্বেও নাগপুর রাজ্ঞীর গৃহীত দত্তক পুত্রকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত ও নাগপুর বৃটিশ রাজ্যে যোজিত করেন।

লর্ড ডেলহৌসী সেতারা ও নাগপুর অধিকার করিবার সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে অথবা যথাবিধি দত্তক গৃহীত

হয় নাই, এইরূপ ছল করিয়া দত্তক গ্রহণ বিধির কিঞ্চিৎ মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঝান্সি অধিকার করিবার সময়ে উক্ত বিধি প্রকাশ্যরূপেই উল্লঙ্ঘন করেন। ঝান্সি, বুন্দেলখণ্ডের সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল রাজ্য অপেক্ষা উহার উপরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকতর ক্ষমতা ছিল, তথাপি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছ ব্যবহার না করিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী বজায় রাখেন ও রামচন্দ্র রাওকে ঝান্সির মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। রামচন্দ্র রাও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের অধিকার কালে এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কখনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল ব্যবহার করেন নাই, বরং নানা প্রকারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মানই করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন মহারাজ গঙ্গাধর রাও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন ও তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। গঙ্গাধর রাও নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রহীন ভাগ্যবান ব্যক্তিরা মৃত্যু সন্নিহিত জানিতে পারিলে স্বভাবতঃ দত্তক গ্রহণে সমুৎসুক হন, গঙ্গাধর রাও নিকট সম্বন্ধ আনন্দ রাও নামক জ্ঞাতিপুত্রকে যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করিলেন এবং দরবারস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্টকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আমি এক্ষণে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। আমি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন এরূপ স্থলে আমার সহিত আমার পিতৃপুরুষের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে, অতএব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, আমি সেই সন্ধির দ্বিতীয় নিয়মানুসারে একটী দত্তক গ্রহণ করিলাম। আমার বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই। জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে যদি আমি রোগহইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার পুত্র হইবারও সম্ভাবনা আছে। যদি আমার এই আশা ফলবতী হয়, তবে উত্তরকালে যেরূপ আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই করিয়া যাইব, কিন্তু যদি এ

যাত্রায় রক্ষা না পাই, তবে আমার এইমাত্র প্রার্থনা, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার প্রভুভক্তি স্মরণ করিয়া আমার এই দত্তকপুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন ও আমার ভার্য্যাকে এই বালকের মাতাস্বরূপ গণনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্যমধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেন, যেন তিনি কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হন।

গঙ্গাধর রাও বৃটিশ রেসিডেণ্টকে এই পত্র প্রেরণ করিবার কিয়দ্দিন পরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীবাই অতিশয় তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বামীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য লর্ড ডেলহৌসীর নিকটে একখানি আবেদন পত্র পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণরজেনেরল তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া ঝান্সি বৃটিশ অধিকার ভুক্ত করিতে আদেশ করেন। লক্ষ্মী বাই তাঁহার আদেশ রদ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। একদা বৃটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি পরদার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, " মেরা ঝান্সি দেগা নহি " কিন্তু তিনি বাক্যে যেরূপ তেজস্বিনী ছিলেন, কার্য্যে তৎকালে ততদূর ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্ররাজ্য ঝান্সি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সহিত যোজিত হইয়া গেল।

লর্ড ডেলহৌসী ঝান্সি গ্রহণ করিবার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কপটভাব প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছিলেন, ঝান্সি অধিকার করাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভের প্রত্যাশা নাই। উহা ক্ষুদ্র রাজ্য এবং উহার আয়ও যৎসামান্য, তবে লাভের মধ্যে এইমাত্র দৃষ্ট হইতেছে, যে ঝান্সি বুন্দেলখণ্ডের সন্নিহিত, উহা অধিকার করাতে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ ও বিচার নির্ব্বাহ প্রভৃতি কার্য্যের সুবিধা হইল।

লর্ড ডেলহৌসী কর্ণাট ও তাঞ্জোর রাজ্যের যে কিঞ্চিৎ মান সম্ভ্রম ছিল, তাহাও বিলুপ্ত করেন। লর্ড ওয়েলেস্লির অধিকার

কালে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের হিন্দু রাজার শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাঁহাদের রাজোপাধি ছিল ও তাঁহারা প্রচুর বৃত্তিও ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, লর্ড ডেলহৌসীর অধিকার কালে তাঁহারা উভয়েই পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের ঔরসপুত্র ছিল না। লর্ড ডেলহৌসী এই সুযোগে উল্লিখিত দুইটী রাজপরিবারের শূন্য গর্ভ উপাধি উঠাইয়া দেন ও তাঁহারা যে প্রচুর বৃত্তি ভোগ করিতেন, তাহাও বাজেয়াপ্ত করেন।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনেক পদচ্যুত রাজা ছিলেন। যদিও শ্বেত পুরুষেরা সন্ধি দ্বারা হউক অথবা জয় করিয়াই হউক, তাঁহাদের রাজচিহ্ন সকল হস্তগত করেন, তথাপি তাঁহারা আপনাদের পুরাতন বংশের নাম সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছিলেন ও প্রচুর রাজস্ব ভোগ করিতেন। ডেলহৌসীর অধিকার কালে উক্ত প্রকার তিন জন রাজার পরলোক প্রাপ্তি হয়। সেতারা, নাগপুর ও পুনা এই তিনটী নগরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের তিনটী প্রধানবংশ রাজত্ব করিতেন। লর্ড ডেলহৌসী যেরূপে প্রথমোক্ত দুইটী রাজ্য ধ্বংস করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে শেষোক্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশের উচ্ছেদের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইতেছে।

পেশোয়ারা শিবজীর বংশধরগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া পুনা নগর রাজধানী করেন। পুনা নগর প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। উহার মধ্য দিয়া মূতা ও মূলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। মন্ত্রীর এই রাজধানী অতি ত্বরায় কি ঐশ্বর্য্য, কি দৈর্ঘ্য, কি লোক সংখ্যা সকল প্রকারেই রাজার রাজধানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে হাইদেরাবাদের নিজামের সাহায্যে পুনার শেষরাজা বাজিরাও পেশোয়াকে পরাস্ত ও তাঁহার রাজ্য হস্তগত করেন। বাজিরাও তদানীন্তন সন্ধি বিষয়ক কর্ম্মচারী সর জন মেল্কমের শরণাপন্ন হন। মেল্কম অতিশয় দয়ালু ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পেশোয়াকে কানপুরের নিকটে বিথুর নগর প্রদান করেন ও তাঁহারে বাৎসরিক ৮লক্ষ টাকা পেন্সন

নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। বাজিরাও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তিনি ত্রিশ-বৎসরেরও অধিক কাল উক্ত নগরে আধিপত্য করেন। তাঁহার অপত্য ছিল না, তিনি দেশ প্রচলিত রীত্যানুসারে একটী দত্তক গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম নানা সাহেব। বাজিরাও মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন, যে আমি যথারীতি একটী দত্তক গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রার্থনা এই, আমার মৃত্যুর পরে সেই দত্তকপুত্র আমার উপাধি ও পেন্সনের উত্তরাধি-কারী হয়। কোম্পানি তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার আশা একবারেই নির্ম্মূল না করিয়া কহিলেন, ভবিষ্যতে এ বিষয় বিবেচনা করা যাইবে, আপনকার পরিবারের ভরণ পোষণের কোন উপায় করিয়া দিব।

বাজিরাও ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলেবর পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নানা সাহেবের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর হইয়াছিল তিনি পিতার মৃত্যুতে ১৫ লক্ষ টাকা নগদ ও ১৫ লক্ষ টাকার কো-ম্পানির কাগজ প্রাপ্ত হন। নানা সাহেব এই প্রচুর অর্থের উত্ত-রাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অনেক অনুগত ব্যক্তির ভরণ পোষণ করিতে হইত বাজিরাওর দেওয়ান সুবেদার রামচন্দ্র-পন্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইলেন, নানা সাহেব কোম্পানিকে পিতৃস্থানীয় মনে করেন, তাঁহার ভরণ পোষণের ভার কোম্পানিকে গ্রহণ করিতে হইবেক। অতএব প্রার্থনা, কোম্পানি তাঁহার পরিবারের ও তাঁহার পারিষদ্-বর্গের ভরণ পোষণের কোন উপায় করিয়া দেন। এই আবেদনপত্র-খানি প্রথমতঃ বিথুরের কমিসনর মোরল্যাণ্ড সাহেবের হস্তে পতিত হয়। মোরল্যাণ্ড উহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টমসন্ সাহেবের নিকটে পাঠাইবার সময়ে নানা সাহেবের পেন্সন দেওয়া-ইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। টমসন্ ডেলহৌসীর দলের লোক ছিলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপরে তাঁহার তাদৃশ স্নেহ ছিল না, তিনি কমিস্যনরকে লিখিলেন, আমি

আবেদন পত্র গবর্ণর জেনেরলের নিকটে পাঠাইলাম। আপনি নানা সাহেবকে বলিবেন, যে তিনি কোম্পানির নিকটে আর সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করেন ও মোশাহেবদিগকে ছাড়াইয়া দেন। লর্ড ডেলহৌসী গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, এবম্প্রকার বিষয়ে তাঁহার লেপ্টনেণ্টের সহিত মত ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তিনি টমসনের অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন ও পরুষ বচনে মোরল্যাণ্ড সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, নানা সাহেবের অনুকূলে তাঁহার অনুরোধ করিবার আবশ্যকতা ছিল না এবং উহা করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, গবর্ণর জেনেরল নানা সাহেবকে পৈতৃক বৃত্তি লাভে বঞ্চিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক নগর বিথুর অপহরণ করিলেন না, তিনি লেপ্ট-নেণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, বিথুর নগর নানা সাহেবেরই থাকিল, কিন্তু তাঁহার পিতার ঐ নগরের উপরে যেরূপ শাসন ক্ষমতা ছিল, নানা সাহেবের সেরূপ ক্ষমতা থাকিবে না, তিনি কেবল উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন।

নানা সাহেব যখন দেখিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আর সাহায্য লাভের প্রত্যাশা নাই, তখন তিনি ইংলণ্ডে আপীল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রখানি সালঙ্কার বাক্যে পূর্ণ ছিল। নানা সাহেব পৈতৃক পেন্সনের উপরে আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য উহাতে নানা কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কি অলঙ্কার যুক্ত বাক্য বিন্যাস, কি ন্যায়ানুগত হেতুপন্যাস কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। ডিরেক্টরগণের পাষাণ হৃদয়ে কোন রূপেই কারুণ্যরসে সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পদচ্যুত পেশোয়া ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত যে প্রচুর বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সেই সঞ্চিত অর্থই তাঁহার উত্তরাধি-

কারী ও পরিবার বর্গের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিবে। তাঁহারা নানা সাহেবের আবেদনপত্র প্রাপ্তিমাত্র লর্ড ডেলহৌসীকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আপনি নানা সাহেবকে কহিবেন, তাঁহার পিতার পেন্সন মৌরুসী নহে, তিনি কোম্পানির নিকটে কোন দাওয়া করিতে পারেন না, অতএব তাঁহার আবেদন পত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল।

লর্ড ডেলহৌসী ইংলণ্ডে বাণিজ্য সভার প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন, সুতরাং কিরূপ কার্য্য করিলে বাণিজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতেন। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়া ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে বাষ্পীয়শকট নির্ম্মাণ ও লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিবার আদেশ করেন এবং ডাক্তার ওসানসির সাহায্যে তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র স্থাপনেও প্রয়াস পান। তাঁহার ঐ সকল মহৎ সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতেই বাষ্পীয় শকট হাওড়া হইতে রাণিগঞ্জ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়িত বার্ত্তাবহের কার্য্য চলিতে থাকে। ভারত-বর্ষে বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ ও তাড়িত বার্ত্তাবহ স্থাপন হওয়াতে সর্ব্ব-সাধারণের বিশেষতঃ বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের যে কত দূর সুবিধা হইয়াছে, বর্ণনা করিয়া তাহার শেষ করিতে পারা যায় না। পদার্থ-বিদ্যার সাহায্যে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, তন্মধ্যে বাষ্পীয় শকট ও তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্রই প্রধান। বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলে এক দিনে মাসগম্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায় ও তাড়িতবার্ত্তাবহ ক্ষণকাল মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থানের বার্ত্তা বহন করিতে পারে, পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সাধারণের সেরূপ সংস্কারই ছিল না, সুতরাং ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সাধারণের অন্তঃকরণ বিস্ময় রসে মগ্ন হইল ও তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

যবনরাজগণ জলসিঞ্চন কার্য্যে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। "জল পৃথিবীর ধনস্বরূপ" আরবদেশের এই প্রবাদটী তাঁহাদের অন্তঃকরণে

অনুক্ষণ জাগরূক ছিল। তাঁহারা স্থানে স্থানে কূপাদি খনন করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করেন। কালক্রমে ঐ সকল জলাশয় শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিবার পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সকল কূপ প্রভৃতির সংস্করণাদি কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। অনন্তর লর্ড ডেলহৌসী সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার খাল কাটাইয়া তাঁহাদের ঐ দোষটীর পরিহার করেন। তাঁহার ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু তাঁহারই যত্নে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট আছে, এই খাল কাটিতে প্রায় ৮ বৎসর লাগে ও এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

গঙ্গার খাল হরিদ্বারের সন্নিহিত প্রান্তরের চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টিত। উহা দৈর্ঘ্যে ২৫০ ক্রোশ ও প্রস্থে ১১২ হস্ত। উহা দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক প্রান্তর জলসিক্ত ও শস্য পূর্ণ হইতেছে।

লর্ড ডেলহৌসী পোষ্ট আফিসের অনেক সুরীতি স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে মাইল হিসাবে পত্রাদির মাশুল লইবার প্রথা ছিল, সুতরাং দূরবর্ত্তী স্থানে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে অধিক মাশুল লাগিত। এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের আয় যৎসামান্য; কাজেকাজেই তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও দূরবর্ত্তী স্থানে পত্রাদি পাঠাইতে পারিতেন না। ইহাতে যে কেবল তাঁহাদেরই স্বার্থহানি হইত এমত নহে, আনুষঙ্গিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বেরও ক্ষতি হইত এবং তৎকালে নির্ব্বিঘ্নে পত্রাদি পৌঁছিবার পক্ষেও বিস্তর ব্যাঘাত ছিল। একেত অধিক ব্যয় করিয়া পত্রাদি পাঠাইতে হইত, তাহাতে আবার ঐ সকল যথা সময়ে না পৌঁছিলে অথবা পথিমধ্যে বিনষ্ট হইলে প্রেরকের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ বিরক্তি জন্মে। ইহাতে অনেকে মিলিত হইয়া পোষ্ট আফিসের নামে গবর্ণমেণ্টে অভিযোগ করেন। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহৌসী পোষ্ট আফি-

সের কার্য্যানুসন্ধানার্থ তিন জন ব্যবহারিক কর্ম্মচারীকে কমিসানর নিযুক্ত করেন। কমিস্যনরেরা পোষ্ট আফিসের কুরীতি সকল অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে একখানি রিপোর্ট পাঠান। ডেলহৌসী সেই রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইয়া ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের ১৭ আইন বিধিবদ্ধ করেন। ঐ আইন অনুসারে এই নির্দ্ধারিত হয়, যে অতঃপর পোষ্ট আফিস একটী স্বতন্ত্র আফিস হইল। উহার সহিত এদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিল না। পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত অনিয়ম সকল প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক জন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাম ডিরেক্টর জেনেরল হইল। দূরত্ব অনুসারে মাশুল লইবার প্রথা উঠিয়া গিয়া সমান মাশুলে বৃটিশরাজ্যের সর্ব্বত্র পত্রাদি প্রেরিত হইতে লাগিল।

লর্ড ডেলহৌসীর অধিকার কালে ভারতবন্ধু বেথুন মহোদয় বেলাক্ অ্যাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এক্ষণে বিচার বিষয়ে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, উক্তবিল বিধিবদ্ধ হইলে তাহা তিরোহিত হইয়া যাইত, হত্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগকে আর কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে আসিতে হইত না, জেলা মাজিষ্ট্রেট ও জজেরাই তাঁহাদের বিচার করিতেন। একটী সামান্য অপরাধে শতক্রোশ দূরস্থিত হইলেও কোন ইউরোপীয়কে সাক্ষীসহ কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে আনাইবার রীতি যে একান্ত অসঙ্গত ও কষ্টপ্রদ, ইউরোপীয়েরা অহঙ্কার বশতঃ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা বেলাক্ অ্যাক্টের নাম শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন, সুতরাং সদাশয় বেথুনের তাদৃশ সদভিপ্রায় ধূমশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তিনি আর একটী বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটে ভদ্রকন্যাগণের শিক্ষার্থ বর্ত্তমান বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও তাঁহারই প্রবর্ত্তনায় ভদ্র ব্যক্তিরা স্ব স্ব কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার্থ

তথায় পাঠাইতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, বেথুন মহোদয়ই তাহার সূত্রপাত করিয়া যাঁন।

এই সময়ে গবর্ণরজেনেরল লর্ড ডেলহৌসী বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিতে যত্নবান হন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে হইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ঐ সৎসঙ্কল্প সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই, তাঁহার পদের উত্তরাধিকারী সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিঙ ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করেন।

এদেশের যে সকল সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিধবা বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার প্রথমতঃ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। হিন্দুসমাজে কিছু কাল আন্দোলনের পর তাহা একবারেই স্থগিত হইয়া যায়। তৎপরে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না" এই শিরোনাম দিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত করেন। তাহাতে নানা স্থান হইতে তাঁহার বিপক্ষে ঘোরতর কোলাহল উপস্থিত হয় ও যাঁহার যত দূর সাধ্য, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অন্যূন চল্লিশ খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎসমুদায়ের প্রত্যুত্তর স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত শিরোনামা দিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আর এক খানি পুস্তক বাহির করেন। তাঁহার সঙ্কলিত পুস্তক খানি পক্ষপাতশূন্যচিত্তে পড়িয়া দেখিলে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও আবশ্যকতা বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই চির নিরুদ্ধ প্রথা পুনর্ব্বার প্রবল করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিধবার পাণিগ্রহণ করেন।

লর্ড ডেলহৌসীর রাজ্য শাসনের শেষে আর একটী বৃহৎ রাজ্য

বৃটিশ অধিকার ভুক্ত হয়। সে রাজ্যের নাম অযোধ্যা। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত অযোধ্যার নবাবদিগের বন্ধুতা ছিল, তাঁহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীরও অভাব ছিল না, সুতরাং জয় করিয়া অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাই বলিয়া ডেলহৌসী অযোধ্যা গ্রহণ করেন নাই, অযোধ্যার শাসনকার্য্যে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ছিল, ডেলহৌসী তাহাকেই অযোধ্যা গ্রহণের প্রকৃত কারণ মনে করিয়া লন।

১৮০১ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধিকার কালে নবাব সাদৎ আলি খাঁ ও কোম্পানি বাহাদুর এই উভয়ের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার নিয়মানুসারে অযোধ্যাধিপতি রাজ্যস্থিত বৃটিশ সেনাগণের ভরণ পোষণ ও বেতনের নিমিত্ত রাজ্যের কিয়দংশ কোম্পানিকে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন ও রাজ্য মধ্যে এরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত করিতে প্রতিশ্রুত হন, যাহাতে প্রকৃতিকুলের ধন প্রাণ রক্ষা ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে। কোম্পানিও শত্রুগণের আক্রমণ হইতে অযোধ্যা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন ও যাহাতে অযোধ্যার রাজকার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, তদনুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন, অঙ্গীকার করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল এই সন্ধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যদিও এই দীর্ঘ কাল মধ্যে কোম্পানি বাহাদুর নিরন্তর যুদ্ধ ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু অযোধ্যায় কোন বিদেশীয় শত্রু পদার্পণ করে নাই ও তথায় কোন প্রকার বিদ্রোহলক্ষণও নিরীক্ষিত হয় নাই। অনন্তর লর্ড ডেলহৌসী অযোধ্যার শাসন কার্য্য অতিশয় বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে দেখিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে এই ঘোষণা প্রচার করেন, যে এই অবধি অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্যের একটী অংশ হইল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তথাকার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, নবাব উজীদ আলি খাঁ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা পেন্সন পাইবেন।

এই ঘোষণা প্রচারিত হইলে পর নবাব লখ্‌নৌস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্ট আউটরামের নিকটে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করা হইল বলিয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে

স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট কহিলেন, গবর্ণর জেনেরল আপনাকে যে সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করিতে দিয়াছেন, আপনাকে তাহা স্বাক্ষর করিতে হইবে। গবর্ণর জেনেরলের আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, কাহার তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার আবশ্যকতা কি? রেসিডেণ্টের এই বাক্য শুনিয়া নবাব একবারে ভগ্নহৃদয় হইলেন ও সন্ধি পত্রখানি পড়িয়া কহিলেন, "সন্ধি কেবল সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেই হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে আমার নামস্বাক্ষর করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার ও আমার রাজ্যের প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। শতবৎসর পর্য্যন্ত আমার পিতৃপুরুষেরা অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই অযোধ্যার সৃষ্টিকারক, সুতরাং অযোধ্যার উপরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অযোধ্যার উন্নতি সাধন করিতে পারেন ও ইচ্ছা করিলে উহারে অধঃপাতিতও করিতে পারেন। আউটরাম লর্ড ডেলহৌসীর দলের লোক ছিলেন না, ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ স্নেহ ছিল, তিনি নবাবের উক্ত প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের প্রতিকূলে তাঁহার কিছুই করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নবাবকে কেবল এইমাত্র কহিলেন, অপ্রতিবিধেয়বিষয়ে শোক বা পরিতাপ করা বৃথা।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয় ও যাহার দুঃসহ তাপে ভারতবর্ষ অদ্যাপি সন্তপ্ত রহিয়াছে, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ডেলহৌসীর এই শেষ কার্য্যটীর গুণ দোষ অনায়াসেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রথমতঃ সেতারা ও নাগপুর প্রভৃতি রাজ্য অপহরণ করাতে দেশীয় জনগণের অন্তঃকরণে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের

ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই, তাঁহারা রাজ্য লইবার সুযোগ পাইলে তাহাতে উপেক্ষা করেন না, অতএব হয় ত্বো এক দিন কোন ছল করিয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন। এক্ষণে অযোধ্যা বৃটিশ অধিকার ভুক্ত করিতে দেখিয়া তাঁহাদের সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইল ও তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয়তঃ অযোধ্যা বৃটিশ অধিকার ভুক্ত হওয়াতে তথা হইতে চল্লিশ সহস্র সেনা ফিরাইয়া আনিতে হইল। নবাবের সরকারে থাকিবার সময়ে তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সেনাপতির আদেশানুসারে চলিতে হইত না, সেনাপতিকৃত কোন আদেশ অন্যায় বোধ করিলে তাহারা লখনৌস্থিত বৃটিশ রেসিডেণ্টের নিকট আপীল করিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সেই আপীল করিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল, সুতরাং তাহারা অসন্তোষ চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ অযোধ্যা গ্রহণ পূর্ব্বপ্রধূমিত বিদ্রোহানলের সমীরণ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইতিহাস লেখক কহেন, ডেলহৌসী সেতারা ও নাগপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবার সময়ে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাই অথবা যথাবিধি দত্তক গ্রহণ হয় নাই, এইরূপ ছল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি লোকাপবাদ হইতে পরিত্রাণ পান নাই, অনেকেই তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অযোধ্যার বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হইতেছে না। অযোধ্যায় সর্ব্বদাই ঘোরতর অত্যাচার হইত, প্রকৃতিকুল নবাবের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, অতএব ডেলহৌসী অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্যে যোজিত করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। যদি নবাবের শাসনকার্য্য দোষে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার প্রতি অপরক্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহের সহায়তা করিবে কেন? বরং উৎকৃষ্ট প্রভুর হস্তে পড়িয়াছি ভাবিয়া কোম্পানির স্বপক্ষতাচরণই করিত। অথবা নবাব রাজ্য মধ্যে অত্যাচার করিতেন, প্রকৃতিকুল তাঁহার

প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু নবাবের শাসনপ্রণালীর দোষ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিবার কারণ হইতে পারে না। কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, কোম্পানি সেই সন্ধির নিয়মানুসারে অযোধ্যা শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন ও যাহাতে অযোধ্যার রাজকার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, তদনুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন, অঙ্গীকার করেন। কিন্তু শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে অযোধ্যারাজ্য যে অপহরণ করিতে হইবেক, এরূপ কোন বন্দোবস্ত ছিল না ও এরূপ বন্দোবস্ত হইতেও পারে না। ভূমণ্ডলে নানা প্রকার শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে। সকলেই স্ব স্ব শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, সুতরাং কোন্ শাসনপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব যদি শাসনপ্রণালীর দোষ থাকিলে কোন রাজার রাজ্য অধিকার করা সন্নিহিত ভূপতির বিহিত হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডলে নিরন্তর গোলযোগ ও বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হইত না। অতএব যদি সন্ধির নিয়মানুসারে রাজগণের কার্য্য করা ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলে এই কার্য্যটি নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যার নবাবেরা শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অপকার করেন নাই, বরং নানা প্রকারে উপকারই করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে অর্থ দিয়া তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঋণসাগরে নিমগ্ন হইলে তাঁহারা অর্থ দিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করেন। অতএব যদি উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যুক্তি যুক্ত ও ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলেও ডেলহৌসীর এই কার্য্যটী গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ডেলহৌসী প্রজাগণের উপকারার্থ অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্যে যোজিত করিয়াছিলেন, ইহাও বলিতে পারা যায় না। যদি প্রজাপুঞ্জের উপকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইত, তিনি অযোধ্যার অনুপযুক্ত নবাবকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্য হইতে

কোন এক উপযুক্ত ব্যক্তিকে নবাব করিলেও করিতে পারিতেন। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে, ডেলহৌসী কেবল কোম্পানির স্বার্থসাধনের জন্যেই অযোধ্যা বৃটিশরাজ্যে যোজিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ যে কোনরূপে বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই এই কার্য্যটী অন্যায় বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মে।

লর্ড ডেলহৌসী ক্রমাগত ৮বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া এরূপ অসুস্থ হইয়াছিলেন, যে তাঁহার ইংলণ্ডে প্রতিগমন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি অযোধ্যা বৃটিশ রাজ্যে যোজিত করিবার পরে এক মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। লর্ড ডেলহৌসী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে পর বাঙ্গালা, বোম্বে ও মান্দ্রাজের রাজধানীতে তাঁহার সম্মানার্থ এক একটী সভা হয়। লর্ড ডেলহৌসী ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মার্চ জাহাজ আরোহণ করেন। তাঁহার ইংলণ্ডে প্রতিগমন কালে ভারতবর্ষে রাজকোষ ধনপূর্ণ ছিল, বাণিজ্য-কার্য্য সুন্দর রূপে চলিতেছিল, বাষ্পীয় শকট হাওড়া ও রাণিগঞ্জের মধ্যে প্রতি দিন সহস্র সহস্র আরোহী বহন করিতে ছিল, গঙ্গার খাল ইতিপূর্ব্বেই হরিদ্বার হইতে ইটোয়া ও কাণপুর পর্য্যন্ত সমুদায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর শস্যশালী করিয়াছিল, তাড়িত বার্ত্তাবহ ক্ষণকাল মধ্যে দূর দেশের বার্ত্তা বহন করিতেছিল।

লর্ড ডেলহৌসী ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে পর ডিরেক্টরেরা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহারে বাৎসরিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু তিনি শরীর অসুস্থ হওয়াতে রাজনীতি-সংক্রান্ত কোন প্রকার কার্য্যের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। লণ্ডন ও এডেনবরা নগরের প্রধান প্রধান ডাক্তরেরা তাঁহাকে এই বলিয়া আরোগ্য লাভের আশা দিলেন, যে আপনি দেড় বৎসর কাল বিশ্রাম করুন, কোন প্রকার পরিশ্রম করিবেন না, তাহা হইলে আপনার শরীর পুনরায় পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও সবল হইবে। ডাক্তরগণের উপদেশ প্রতিপালন করাতে তাঁহার শরীর এরূপ সবল ও অন্তঃকরণ

এরূপ সতেজ হয়, যে তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিলেন, যে তিনি পুনরায় রাজকার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কালের করাল গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার নাই, তিনি কিছুকাল পরে মূত্রাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

লর্ড ডেলহৌসী অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বকৃত কার্য্য-পরম্পরায় সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল, তিনি একবার যাহা পড়িতেন, কস্মিন কালেও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার রচনা শক্তিও সামান্য ছিল না, তিনি যে সকল মিনিট ও কাগজ পত্র লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম প্রমাদ প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রকর্ম্মা ছিলেন। কার্য্যে বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার সেক্রেটরিকে এক দিনের জন্যও আক্ষেপ করিতে হয় নাই।

লর্ড ডেলহৌসী ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয়দের নিকটে আপন পদের উত্তরাধিকারী লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। অন্যায় পূর্ব্বক অন্যের রাজ্য গ্রহণ করিবার রীতিই তাঁহার সুখ্যাতি লাভের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। যদি তিনি ন্যায় পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়েরা চিরকাল তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার গুণগৌরব-কারীরা বলেন, যদি ভারতবর্ষীয়েরা কার্য্যদোষে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্টই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার সময়ে সভা করিয়া তাঁহার সম্মান করিতেন না। এতদুত্তরে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে সভায় তাঁহার অভিনন্দন করা হয়, তাহা ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় দ্বারা সঙ্ঘটিত ছিল। অতএব যাঁহারা সেই অভিনন্দন দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাধারণের সন্তোষ চিহ্ন অনুমান করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। যদিও সেই সভায় এতদ্দেশীয় দুই এক জন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা

কখনই সমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। প্রত্যুত ডেলহৌসীর প্রতি সাধারণের মন্ত্রের ভাব যখন তাদৃশ বিরূপ দেখা যায়, তখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে তাঁহাকে যে অভিনন্দন করা হইয়াছিল, আমরা তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। তিনি কোম্পানির স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, বিদ্রোহ ঘটনা ও কোম্পানির হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ তাহারই এক প্রকার প্রতিফল স্বরূপ।

লর্ড ক্যানিঙ।

—০:০—

ক্যানিঙ ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে ১৪ ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরের নিকটে গ্লষ্টার লজ্ নামক উদ্যানভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জর্জ ক্যানিঙ। তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন। ক্যানিঙ প্রথমতঃ টেমস্ নদীর তীরবর্ত্তী পুটনি স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীরা অনেক বিষয়ে তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ক্যানিঙ বাল্যকালে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অথবা অনেক লোকের সমাদরভাজন ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিয়া সকলে মনে করিতেন, যে এই বালকটীতে পদার্থ আছে। ক্যানিঙ পুটনিস্কুলে পাঠ সমাপন করিয়া রেবারেণ্ড জন শোরের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ইটনকালেজে প্রবিষ্ট হন। এই কালেজে পড়িবার সময়ে বিদ্যা-বিষয়ে তাঁহার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি, তদনন্তর তাঁহার

মাতার ভাইকাউণ্টেস * উপাধি দ্বারা সম্ভ্রম বৃদ্ধি এবং দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপমৃত্যু এই সকল কারণে তাঁহার নিজের পক্ষে কর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তিনি সমধিক যত্ন ও মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন।

ক্যানিঙ, জ্যেষ্ঠসহোদর লোকান্তরিত হওয়ায় পৈতৃক ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং ভবিষ্যতে রাজকার্য্যে তাঁহার প্রচুর সম্মান লাভের পথও পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ক্যানিঙ ইটনকালেজ পরিত্যাগ করিয়া অক্‌সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন ও মনোযোগ সহকারে লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কিরূপে পিতৃগৌরব বজায় রাখিয়া চলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে এই বিষয়টী তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ক্যানিঙ স্বভাবতঃ মিতভাষী ছিলেন, তিনি কতিপয় বন্ধু ব্যতিরেকে প্রায় কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। তিনি ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে লাটিন ও গ্রীক্‌ভাষায় এবং অঙ্কশাস্ত্রে "ডিগ্রী" অর্থাৎ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর হইয়াছিল। ক্যানিঙ ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শান্তপ্রকৃতি ও রূপবতী ছিলেন এবং তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণও ছিল। ক্যানিঙ বিবাহ করিবার এক বৎসর পরে ওয়ারউইক্ নামক স্থানের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় প্রবেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন ও লর্ড সভায় আসন পরিগ্রহ করেন। ক্যানিঙ স্বভাবতঃ মিতভাষী ছিলেন, তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রায় মুখ খুলিতেন না, কিন্তু শান্তভাবে ও বিনা

* ইংলণ্ডে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি "লর্ড" এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা বিষয়ে ক্রমান্বয়ে নিম্ন লিখিত তারতম্য আছে যথা, ব্যারন, ভাইকাউণ্ট, আরল, মারকুইস ও ডিউক্।

আড়ম্বরে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত লর্ড সভায় ছিলেন। অনন্তর রাজমন্ত্রী সর্ রবর্ট পীল সাহেবের সময়ে বিদেশ সংক্রান্ত কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটরি হন। ইহার কিছুদিন পরে পীলসাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ক্যানিঙ তাঁহার দলের লোক ছিলেন, সুতরাং তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে ক্যানিঙকেও কর্ম্ম ছাড়িতে হইল। রাজমন্ত্রী ডর্বির অধিকারকালে ক্যানিঙকে বিদেশসংক্রান্ত কার্য্যের সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত করিবার কথা হয়, কিন্তু রাজমন্ত্রীর সহিত কোন কোন বিষয়ে মত ভেদ থাকাতে ক্যানিঙ উক্ত কার্য্য গ্রহণ করেন নাই।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে রাজমন্ত্রী এবারডিনের অধিকার কালে ক্যানিঙ পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ক্রমাগত পাঁচ বৎসর ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। অনন্তর লর্ড ডেলহৌসী গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য পরিত্যাগ করাতে ডিরেক্টরেরা লর্ড ক্যানিঙকে তাঁহার পদে মনোনীত করেন।

বহুকাল অবধি ডিরেক্টরগণের এই একটী রীতি ছিল, যে তাঁহারা কোন ব্যক্তিকে গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইবার সময়ে তাঁহারে ভোজ প্রদান করিতেন। তদনুসারে ক্যানিঙও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বিদায় লইবার সময়ে একটী বক্তৃতা করেন। উত্তর কালে যে সকল ঘটনা হয়, সে সকলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ঐ বক্তৃতাটীকে এক প্রকার ভবিষ্যৎবাণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে তাঁহার বক্তৃতার ভাবার্থ লোকে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকারকালে ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, সে গুলি মনে পড়িলে তাঁহার সেই বক্তৃতাটী এক্ষণে মহামূল্য বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে আমরা ঐ বক্তৃতার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

"কার্য্য গতিকে কি ঘটিয়া উঠে, আমি তাহা জানি না। জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, যেন আমাদিগকে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে না হয়। কুশলে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার

বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, আমরা ভারত-বর্ষে যে অধিরাজ্য বিস্তার করিয়াছি, উহার শাসন কার্য্য নিরূপ-দ্রবে ও নিরুদ্বেগে সম্পন্ন হইবার পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন ভাগে সেরূপ ব্যাঘাতের তাদৃশ সম্ভা-বনা নাই। আমাদের অন্তঃকরণে নিরন্তর ইহা জাগরূক রহিয়াছে, যে আকাশ নিরবচ্ছিন্ন শান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হউক, অথবা উহার এক কোণে বিতস্তি প্রমাণ একখণ্ড মেঘ ব্যতীত অন্য কোন উৎ-পাতের চিহ্ন লক্ষিত না হউক, কিন্তু সেই মেঘ খণ্ডের এত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া পরিশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা এক বার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে। উদ্বেগের কারণ সকল এক্ষণে মন্দীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল একবারে দূরীকৃত হয় নাই। কিন্তু এ সমস্ত আশঙ্কা বৃথা হইলেও হইতে পারে। অতএব এক্ষণে সানন্দচিত্তে উহাদিগকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় আমি প্রত্যাশা করিতেছি, যে ভারতবর্ষে যাইয়া আপনাদের সাহায্য দ্বারা অশেষবিধ লোক-হিতকর সদনুষ্ঠানে কালক্ষেপ করিতে পারিব।"

লর্ড ক্যানিঙ ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৯এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় উপনীত হন ও গবর্ণমেণ্ট হাউসে যাইয়া ঐ দিবসেই যথারীতি শপথ পূর্ব্বক রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে এইরূপ পত্র লিখেন, " এখানে এত শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয়, যে আমি এখান-কার ভূমি স্পর্শ করিবার পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শপথ করিয়া পদাভিষিক্ত হইয়াছি।"

লর্ড ক্যানিঙ এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় কিছুই জানিতেন না, কিন্তু এদেশে আসিয়াই তাঁহাকে দুরবগাহ কার্য্য সঙ্কটে পতিত হইতে হইল। এরূপ অনেক জটিল বিষয় তাঁহার বিবেচনায় অর্পিত হইতে লাগিল, যে অপ্রমত্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও সে সকলের মীমাংসা করা সহজ নহে। লর্ড ক্যানিঙ ধীর-

প্রকৃতি ছিলেন, সহসা কোন প্রকার মীমাংসা না করিয়া সম্মুখে উপস্থাপিত সমুদায় বিষয়গুলি প্রথমতঃ সুন্দররূপে বুঝিতে লাগিলেন।

তৎকালে কৌন্সেল সভা গ্রাণ্ট, পিকক, লো এবং ডোরিন এই চারিজন মেম্বরে সঙ্ঘটিত ছিল। মেম্বরেরা সকলেই উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। ক্যানিঙ কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও তাঁহাদের সাহায্যে হতোৎসাহ বা বিরক্ত হইলেন না, প্রফুল্লচিত্তে সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে কোন গোলযোগ ছিল না। বাহিরে বোধ হইতে লাগিল, যেন ডেলহৌসী সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যে অযোধ্যায় কিছুকাল পূর্ব্বে রাজবিপ্লব ঘটে, তথায়ও শান্তি এবং সন্তোষের বাহুলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাকার সুবিচক্ষণ কমিস্যনর আউটরাম অসুস্থতাবশতঃ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তথায় এক জন নূতন কমিস্যনর নিযুক্ত করা আবশ্যক হইল। লর্ড ক্যানিঙ জ্যাক্‌সন নামক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক জন ব্যবহারিক কর্ম্মচারীকে কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। জ্যাক্‌সনের অধীনে দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন। একের নাম গোবিন্ ও অন্যের নাম ওমানি। গোবিন্ উদ্ধতপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি নূতন কমিস্যনরের সহিত এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, যে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি সেরূপ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ বিবাদের সংবাদ ক্রমে লর্ড ক্যানিঙের গোচর হইল। তিনি উহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এমত সময়ে অযোধ্যার নবাব উজীর আলি খাঁ লখ্‌নৌস্থিত ইংরাজকর্ম্মচারিগণের নানাপ্রকার অত্যাচার উল্লেখ করিয়া গবর্ণরজেনেরলের নিকটে একখানি অভিযোগপত্র পাঠাইলেন।

নবাব রাজ্যচ্যুত হইয়া অবধি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে যাইবেন ও মহারাণীর নিকটে আপীল করিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধারের

চেষ্টা পাইবেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়হীন, অলসপ্রকৃতি ও ভোগাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে ইংলণ্ড অথবা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহা একপ্রকার অবধারিতই ছিল, যে নবাব পথিমধ্যে কোন স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিবেন। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। নবাব ইংলণ্ড গমনের সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে শুনিলেন, মন্ত্রী আলিনকি খাঁ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আলিনকি খাঁ সুচতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, পাছে তিনি রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ করেন, এই আশঙ্কায় লর্ড ডেলহৌসী অযোধ্যা গ্রহণ করিবার সময়ে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। নবাব এক্ষণে মন্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া হর্ষিত হইলেন ও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া নগরের অনতিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস পরে মন্ত্রী গিয়া উপনীত হইলেন। নবাবও অবিলম্বে মন্ত্রীসহ সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তৎকালে ছাপ্ঘাটীর মোহানা শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং নবাবকে সুন্দরবন দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিঙ বলিয়াছিলেন, নবাব জলপথের কষ্ট দেখিয়া ইংলণ্ড-গমনে নিরুৎসাহ হইবেন। লর্ড ক্যানিঙ যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। নবাব কলিকাতায় পৌঁছিয়া ইংলণ্ড গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ইংলণ্ডে আপীল করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইল না। নবাবের মাতা, ভ্রাতা ও পুত্র গোপনে ইষ্টিমার কোম্পানির সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে ইষ্টিমারে আরোহণ করিলেন। গবর্ণর জেনেরল ইহার কিছুই জানিতেন না, তিনি পরদিবস শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন ও ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগকে পত্র লিখিলেন, নবাবের পরিবারেরা ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিবেন বটে, কিন্তু আপনারা যেন তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। নবাবের পরিবারেরা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপীল

করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। লাভের মধ্যে অনর্থক প্রচুর অর্থ ব্যয় হইল, নবাবের মাতা পরলোক গমন করিলেন এবং পুত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইত্যবসরে নবাব উজীদ আলি গবর্ণরজেনেরলের নিকটে পুনরায় এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন, যে লক্ষৌস্থিত ইংরাজ কর্ম্মচারীরা আমার রাজভবন অশ্বশালা করিয়াছেন, অন্তঃপুরিকাগণকে ভবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক আমার ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছেন, আমার পরিবারের সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ নীলামে পাঠাইয়াছেন ও আমার অনুগত ব্যক্তিগণের অবমাননা করিয়াছেন। লর্ড ক্যানিঙ যদিও নবাবের এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না, তথাপি তিনি কমিস্যনর জ্যাক্সনকে ঐ সকল অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে আদেশ করিলেন। জ্যাক্সন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী গোবিনের বিবাদে এরূপ ব্যস্ত ছিলেন, যে তিনি স্পষ্টরূপে ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন উত্তরই লিখিলেন না। ইহাতে গবর্ণর জেনেরল বিরক্ত হইয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর লেখেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে আপনি স্পষ্টরূপে আমার পত্রের উত্তরদানে উপেক্ষা করিতেছেন। কর্ম্মচারীরা জেলওয়াখানা ভাঙ্গিয়াছেন, ছত্তর মঞ্জিল অশ্বশালা করিয়াছেন, ইত্যাদি অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া নবাব যে অভিযোগ করেন, উহার সত্যাসত্যের বিষয় আমি এপর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিলাম না। নবাবের প্রতি, যদি কোন অত্যাচার হইয়া থাকে, আপনার অগোচরে হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। অথবা নবাবের অভিযোগ মিথ্যা, তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই, এই বিবেচনা করিয়া যদি আপনি স্পষ্ট উত্তরদানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাও আমাকে লিখিবেন। নতুবা নবাবের অভিযোগপত্র দলীল স্বরূপ হইবে। কমিস্যনর, গোবিন্ এবং ওমান্নিকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গবর্ণর জেনেরলের দ্বিতীয় পত্র পাইয়াও কোন সদুত্তর দিলেন

না। ইহাতে লর্ড ক্যানিঙ অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমি জ্যাক্‌সনকে অযোধ্যায় কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়া উত্তম কার্য্য করি নাই।

লর্ড ক্যানিঙ এক্ষণে ভাবিতে লাগিলেন, অন্য কোন্ ব্যক্তিকে অযোধ্যার কমিস্যনর নিযুক্ত করা যায়, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, আউটরাম সুস্থশরীর হইয়াছেন। তিনি সত্বর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন ও অযোধ্যার কার্য্য গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে গবর্ণর জেনেরল অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন।

লর্ড ক্যানিঙ এদেশে আসিবার পরেই পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বহুকাল অবধি এই ইচ্ছা ছিল, হিরাট স্বাধীন থাকে। কিন্তু পারস্যরাজ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুযোগ পাইলেই হিরাট নগর অধিকার-ভুক্ত করিবেন। হিরাটরাজ সাকামরাণের মৃত্যুর পরে রাজকার্য্যে নানা গোলযোগ ঘটে, পারস্যরাজ সেই সুযোগে একবার হিরাটে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অন্তরায় হওয়াতে তাঁহাকে তৎকালে হিরাট হইতে সেনাদিগকে প্রত্যানয়ন করিতে হয়। তৎপরে পারস্যরাজ ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে পুনরায় হিরাটে সেনা প্রেরণ করেন। হিরাটের তদানীন্তন রাজা ইসফ খাঁ অতিশয় হীনপ্রতাপ ছিলেন, তিনি আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হিরাটের দুর্গ পারস্য সেনাপতিকে সমর্পণ করেন।

গবর্ণরজেনেরল লর্ড ক্যানিঙ মধ্য আসিয়ার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের প্রণালী ভাল বাসিতেন না, তিনি অতীত কাবুলযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তিনি যাহাতে পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ না ঘটে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিলেন না, তাঁহারা পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন; সুতরাং অভিপ্রায় না থাকিলেও লর্ড ক্যানিঙকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইল। তিনি বোম্বে হইতে পারস্য সাগরে সেনা পাঠাইতে আদেশ দিলেন ও জেনরল ষ্টুকারকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন।

যৎকালে ভারতবর্ষে পারস্য যুদ্ধের এই সকল বন্দোবস্ত হয়, ঐ সময়ে ইংলণ্ডে আউটরামকে পারস্য যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাইবার কথা চলিতে ছিল। ২৬এ অক্টোবর আউটরাম ইংলণ্ড হইতে ক্যানিঙকে লেখেন, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি, ২০এ ডিসেম্বর পুনরায় ভারতবর্ষে যাত্রা করিব। পারস্য যুদ্ধে সেনাপতির কার্য্য গ্রহণ করা আমার অভিলষণীয়। আমি নিয়ন্তৃ সমাজের (বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল) অধ্যক্ষের নিকটে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, আপনি আমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি করিবেন না। অনুমান হয়, অযোধ্যায় কোন গোলযোগ নাই তথাকার কার্য্য গ্রহণ না করিলে কোন ক্ষতি হইবেক না। আপনি আমার এই পত্রের উত্তর এডেন নগরে* পাঠাইবেন। আমি তথা হইতে বোম্বে যাত্রা করিব।

লর্ড ক্যানিঙ ২রা ডিসেম্বর ঐ পত্র প্রাপ্ত হন ও ৮ই আউটরামকে এই উত্তর লেখেন, "আমি আপনার আরোগ্য সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমার এরূপ ইচ্ছা নহে, যে আপনি পারস্যযুদ্ধে সেনাপতি হইয়া যান। পারস্যরাজের সহিত বিশেষ যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব পারস্য যুদ্ধে আড়ম্বর করিবার অথবা আপনার ন্যায় কোন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সেনাপতি হইয়া যাইবার আবশ্যকতাও নাই। অতএব উত্তম কল্প এই, আপনি আসিয়া পূর্ব্বপদ গ্রহণ করুন। অযোধ্যা সম্পূর্ণ উপশান্ত রহিয়াছে ও তথাকার রাজকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, তথাপি আপনাকে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইব।" প্রকৃত বিষয় এই, তৎকালে অযোধ্যায় ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে শাসনকার্য্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে, যে প্রধান কমিস্যনর জ্যাক্সনকে অযোধ্যা হইত স্থানান্তরিত না

* এই নগর আরবের নৈঋত কোণবর্ত্তী ভারতবর্ষ হইতে ডাকযোগে ইংলণ্ডে যে সংবাদাদি যায়, তাহা এই নগর দিয়া যাইয়া থাকে।

করিলে তথাকার শাসনকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। লর্ড ক্যানিঙের এই অভিপ্রায় ছিল, আউটরাম আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলে জ্যাক্সন সহজেই দূরীকৃত হইবেন, আমি যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দূর করিলাম, তাহা অপ্রকাশিত থাকিবে এবং অযোধ্যার গোলযোগও শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি ১লা জানুয়ারি ইংলণ্ড হইতে পত্র পাইলেন, যে ইংলণ্ডেশ্বরী আউট-রামকে পারস্য যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ঐ অভিপ্রায় বিফল হইয়া গেল। আউটরাম পারস্য যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

পারস্য যুদ্ধের আয়োজন অবধি কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহার সহিত সন্ধি করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া বৃটিশ কর্ম্মচারিগণের মত ভেদ হয়। কেহ বলিলেন, দোস্ত মহম্মদ খাঁ পঞ্জাব যুদ্ধের সময়ে সসৈন্যে যাইয়া শিখদের সহিত মিলিত হন, এক্ষণে আবার আমাদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হই-য়াছেন। তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত, অদ্য যাহা করিব বলিয়া প্রতি-শ্রুত হইবেন, কল্য তাহার বিপরীত করিয়া বসিবেন। কেহ কহি-লেন, দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলে হানি নাই। ইত্যবসরে পেশোয়ারের কমিস্যনর এড্ওয়ার্ড প্রস্তাব করেন, দোস্ত মহম্মদ খাঁকে আহ্বান করিয়া উভয় রাজ্যের প্রান্তভাগে আনয়ন করা যাউক, এক জন দূত তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধির কথা বার্ত্তা স্থির করুন। লর্ড ক্যানিঙ তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদন করাতে দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ারে আহুত হইলেন। পঞ্জাবের কমি-স্যনর জন লরেন্স, এড্ওয়ার্ডকে লিখিলেন, আপনি দোস্ত মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। এড্ওয়ার্ড পত্রের উত্তরে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি একাকী যাইব না, আপনাকেও যাইতে হইবেক। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া সসৈন্যে বৃদ্ধ আমীরের সহিত সন্ধি করিতে চলিলেন।

এদিকে দোস্ত মহম্মদ খাঁ আহ্বান পত্র প্রাপ্ত হইবার পরে দুই পুত্র, কতিপয় মন্ত্রী ও কতকগুলি সেনা সমভিব্যাহারে রাজ্যের পর্য্যন্ত ভাগে যাত্রা করিলেন। বৃটিশ কমিস্যনরেরা ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি তাঁহার সহিত খাইবার উপত্যকায় সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কার্য্যের কথা কিছুই হইল না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার করিলেন। ইহার দুই দিবস পরে আমীর পেশোয়ারের নিকটে বৃটিশ কমিস্যনরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কমিস্যনরেরা তাঁহার সম্মানার্থ সপ্তসহস্রেরও অধিক বৃটিশ সেনা অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত দাঁড় করাইয়া দেন। এই দিবসেও কার্য্যের কোন কথা উত্থাপিত হইল না, আমীর জমরূদ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া ছিলেন, বৃটিশ কমিস্যনরেরা ৫ই জানুয়ারি আমীরের শিবিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই দিবস কার্য্যের কথাও উত্থিত হইল। আমীর প্রথমতঃ হিরাটের বিষয় লইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পুত্রেরা পশ্চাতে ও মন্ত্রিরা সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমীর, পারস্য রাজকে পরাস্ত করিয়া হিরাট অধিকার করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহবান ছিলেন, মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমি হিরাট অধিকার করিবার একান্ত বাসনা করিয়াছি। যদি জগদীশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হন ও যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি হিরাটের দুর্গ উড়াইয়া দিব ও হিরাট অধিকার কবিব।

যৎকালে আমীর পেশোয়ারে বৃটিশ কমিস্যনরদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, ঐ সময়ে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিঙ কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে বসিয়া তারপথে জন লরেন্সের নিকটে এই বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি পাঁচ সহস্র সেনা পারস্য সাগরে পাঠাইব। যদি পারস্যরাজ সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার সহিত অন্যান্য নিয়মের মধ্যে এই দুইটী নিয়মও নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, যে তিনি হিরাট হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইবেন ও তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা

করিতে হইবে, যে কস্মিন্ কালে আর আফ্গানিস্থানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। সুচতুর লরেন্স আমীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসাবধি এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অগ্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইবেক না, প্রথমতঃ আমীরের মনোগত ভাব জানিতে হইবেক। এই নিমিত্ত তিনি পারস্যরাজের সহিত সন্ধির কথা গোপনে রাখিয়া আমীরকে কহিলেন, সংবাদ পাইলাম, আমাদের পাঁচ হাজার সেনা পারস্য সাগরে শীঘ্র উপনীত হইবে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, আপনি কি উপায়ে পারস্যরাজকে পরাস্ত করিবেন। আপনার কত সৈন্য আছে, বাৎসরিক আয় কত এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেই বা কি সাহায্য করিতে হইবেক? আপনি তাহা বিস্তারিত রূপে বলুন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ পাকাপাকি দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখি, পরে আপনাকে বলিব। আমীর এই বলিয়া বিদায় লইলেন। ৭ই জানুয়ারি দোস্ত মহম্মদ খাঁ কতিপয় মন্ত্রী সহকারে কমিস্যনরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। জন লরেন্স তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিলেন, অদ্য আপনার সমুদায় পরিষ্কাররূপে বলিবার কথা আছে। অতএব আপনি মন্তব্য বিষয়ের অনুসরণে বিরত হইতেছেন কেন? বাগাড়ম্বর আরম্ভ করাতে আমীরের অন্তঃকরণ উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি বহুকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আপাততঃ ঋতুর প্রতিকূলতাবশতঃ হিরাটে যুদ্ধ যাত্রা করা সুসাধ্য নহে। দুইমাস অতীত হইলে নূতন ঘাস জন্মিবে এবং প্রচুর খাদ্য সামগ্রীও পাওয়া যাইবে। মানস করিয়াছি, সেই সময়েই যুদ্ধ যাত্রা করিব। তাহা হইলে সেনাগণের আহার নিবন্ধন কোন কষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে আমার ৬০ টা কামান ও ৩৫ হাজার সেনা আছে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আর ১৫ হাজার সেনা ও ৪০ টা কামান সংগৃহীত হইবে। আমি চল্লিশ সহস্র সেনা ও প্রায় সমুদায় কামান লইয়া হিরাটে যুদ্ধ যাত্রা করিব।

আমীরের কথা সমাপ্ত হইলে পর লরেন্স কহিলেন, আমাদিগকে কি সাহায্য করিতে হইবেক। আমীর উত্তর দিলেন, অদ্য এ কথা

থাকুক, আমি বিবেচনা করিয়া পুত্রের দ্বারা কল্য বলিয়া পাঠাইব। পর দিবস আমীরের দুই পুত্র মন্ত্রী সমভিব্যাহারে লইয়া জন লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও আফগানিস্থানের সমুদায় আয়ের হিসাব দিয়া কহিলেন, যত দিন পারস্য রাজের সহিত যুদ্ধ চলিবে, আপনাদিগকে সালিয়ানা ৬৪ লক্ষ টাকা ও অন্যূন ৫০ টা কামান, তদুপযুক্ত বারুদ ও গোলা দিতে হইবেক। তাহা হইলে আমরা হিরাট হইতে পারস্য সেনাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি। ইংরাজেরা যেরূপ সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সরদারেরা তাহা অপেক্ষা অধিক চাহিয়া বসিলেন। জন লরেন্স বাড়াবাড়ি দেখিয়া কহিলেন, আপনাদিগকে হিরাট হইতে পারস্য সেনা দূর করিবার কথা দূরে থাকুক, কি হইলে আপনারা কাবুল রক্ষা করিতে পারেন। হিরাটে যুদ্ধ যাত্রা করা সরদারগণের নিতান্ত বাসনা ছিল, তাঁহারা এক্ষণে মনের মত কথা না শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন ও মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। সে যাহা হউক, লরেন্স ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সরদারেরা কহিলেন, পিতার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমরা উহার কোন উত্তর দিতে পারি না, এই বলিয়া তাঁহারা সে দিবস বিদায় লইলেন। পর দিবস পুনরায় আসিয়া বলিলেন, ৪ হাজার বন্দুক ও ৮ হাজার সেনার বাৎসরিক বেতন ১২ লক্ষ টাকা দিলে কাবুল রক্ষা হইতে পারে। জন্‌লরেন্স অবিলম্বে এই বিষয়টী তাড়িত বার্ত্তাবহের সাহায্যে লর্ড ক্যানিঙের গোচর করিলেন। লর্ড ক্যানিঙ এই উত্তর পাঠাইলেন, আপনি আমীরকে কহিবেন, আমি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। ৪ হাজার বন্দুক অবিলম্বে প্রেরিত হইবেক এবং যাবৎ পারস্য রাজের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিবে, তাবৎ বাৎসরিক ২২ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। ১৩ই জানুয়ারি টালিগ্রাফ্‌ যোগে লর্ড ক্যানিঙের এই উত্তর প্রেরিত হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে জন্‌লরেন্স দোস্তমহম্মদ খাঁর শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বলিলেন। আমীর অগত্যা হিরাটে যুদ্ধ যাত্রা করিবার

বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু কাবুলে কতকগুলি বৃটিশ কর্ম্মচারী থাকিবার কথা হওয়াতে আমীর বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আফ্গানেরা ইংরাজদের নাম শুনিতে পারে না, অতএব বৃটিশ কর্ম্মচারীরা আফ্গান রাজধানীতে কিরূপে থাকিতে পারেন। লরেন্স তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন, আমরা যে আপনার সাহায্য করিব, আপনি তাহা উপযুক্ত রূপে বিনিয়োগ করিবেন কি না, দেখিবার জন্য কাবুলে বৃটিশ কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক হইতেছে। অনন্তর অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইল, যে বৃটিশ কর্ম্মচারীরা কাবুলের যে কোন স্থানে থাকিতে পারিবেন, ইহা সন্ধিপত্রে লিখিতে হইবেক, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা কান্দাহার অতিক্রম করিবেন না।

২৬ জানুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত হয়। লর্ড ক্যানিঙ কলিকাতা হইতে টালিগ্রাফ যোগে লরেন্সকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি আমীরকে কহিবেন, আমি তাঁহার সদ্ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন তিনি দীর্ঘায়ু হন ও সুস্থশরীরে রাজত্ব করিতে থাকেন। আমার বাসনা ছিল, যে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু কার্য্যগতিকে করিতে পারিলাম না, ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। বৃদ্ধ আমীর লর্ড ক্যানিঙের এই সকল মধুমাখা কথা শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, লর্ড ক্যানিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বড় সন্তোষের বিষয় হইত, কিন্তু আমি এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না, যে তিনি এতদূর পর্য্যটন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড অকল্যাণ্ডের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল ও আমি লর্ড এলেনবরাকেও জানিতাম। তাঁহারা আমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি তাহা কস্মিন্ কালে বিস্মৃত হইতে পারিব না। দোস্ত মহম্মদ খাঁ উপসংহার কালে কহিলেন, আমি এক্ষণে

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইলাম। যতদিন শরীরে প্রাণসঞ্চার থাকিবে, সন্ধি প্রতিপালন করিব। এইরূপে সন্ধিশেষ হওয়াতে দোস্ত মহম্মদ খাঁ বিদায় লইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন এবং বৃটিশ কমিস্যনরেরাও স্ব স্ব কর্ম্ম স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কমিস্যনর জ্যাক্‌সনের কার্য্যদোষে অযোধ্যায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটে। লর্ড ক্যানিঙ আউটরামকে অযোধ্যায় কমিস্যনরের পদে পুনঃ স্থাপিত করিয়া জ্যাক্‌সনকে তথা হইতে দূরীকৃত করিবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী আউটরামকে পারস্যযুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করাতে তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়। লর্ড ক্যানিঙ তদবধি চিন্তা করিতে ছিলেন, জ্যাক্‌সনকে অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করিতেই হইবেক। কিন্তু অন্য কোন্ ব্যক্তিকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা যায়, এমত সময়ে রাজপুতনার এজেণ্ট হেন্‌রি লরেন্স লিখিলেন, আমি অসুস্থ হইয়াছি, আমার প্রার্থনা এই, যে কিছু দিনের জন্য অবসর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাই। কোম্পানির সাংগ্রামিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে লরেন্স অতি যোগ্য পুরুষ ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথম পঞ্জাব যুদ্ধের পরে ইহাঁকে লাহোর দরবারে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। অনন্তর পঞ্জাবরাজ্য বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইলে তথায় যে রাজ্যশাসন বিষয়িণী সভা স্থাপিত হয়, লরেন্স তাহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত ছিল। তিনি ন্যায় পথে থাকিয়া জায়গীরদারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা কোম্পানির পক্ষে অসুবিধাকর বিবেচনায় লর্ড ডেলহৌসী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে রাজপুতানায় পাঠান। সে যাহা হউক, সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিঙের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহার গুণবত্তা অপ্রকাশিত ছিল না, তিনি তাঁহার পত্র প্রাপ্তির কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাঁহাকেই কমিস্যনরের পদে মনোনীত করিয়া ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাটী

গমনের অভিপ্রায় জানিয়া এই উত্তর লিখিলেন, আপনি ইংলণ্ডে প্রতিগমনের বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার বাসনা এই, আপনি যাইয়া অযোধ্যার কার্য্য গ্রহণ করেন। আমি আপনা ব্যতিরেকে এমন কোন ব্যক্তি দেখিনা, যাঁহার হস্তে অযোধ্যার কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, অযোধ্যায় পাঠাইলে পাছে আপনার স্বাস্থ্য লাভের ব্যাঘাত জন্মে।

হেন্‌রি লরেন্স রাজপুতনায় কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন না, অযোধ্যার কমিস্যনরের পদে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পূর্ব্বাবধিই প্রার্থনীয় ছিল। আউটরাম ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে তিনি একবার ঐ পদের প্রার্থী হন, কিন্তু লর্ড ক্যানিঙ তাঁহার প্রার্থনা পত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জ্যাক্‌সনকে মনোনীত করিয়া ছিলেন, সুতরাং লরেন্স তৎকালে অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হন। এক্ষণে লর্ড ক্যানিঙ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই চির প্রার্থিত পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করাতে তিনি অতিশয় হর্ষিত হইয়া লিখিলেন, আমি রাজপুতনার কার্য্য করিতে বিরক্ত হইয়াই কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি, শরীরের অসুস্থতা আমার ইংলণ্ডে প্রতিগমনের প্রধান হেতু নহে। আমি কার্য্য করিতে ভয় করিনা, ডেক্‌সে বসিয়া প্রতিদিন ১০। ১২ ঘণ্টা কার্য্য করিতে পারি। অতএব যদি আমাকে অযোধ্যায় পাঠান, আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি, বিশ দিনের মধ্যে তথায় যাইতে পারি।

লর্ড ক্যানিঙ একেত লরেন্সকে অযোধ্যায় কমিস্যনর করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার লরেন্সও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন, সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা অবিলম্বেই পূর্ণ হইল। লরেন্স রাজপুতনা হইতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। তিনি পথে যাইবার সময়ে কতিপয় দিবস আগরায় অবস্থিতি করেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আগরায় থাকিতেন। হেন্‌রি লরেন্স আগরায় অবস্থিতি কালে একদা পরিহাসক্রমে কোন

বন্ধুকে বলেন, "যখন সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, অপরাপর সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং আমাকে এই আগরার দুর্গে বন্ধ করিয়া রাখিবে, সে সময়টী বড় দূরবর্ত্তী নহে।" হেন্‌রি লরেন্স সিপাইদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ভারত-বর্ষীয় সাংগ্রামিক প্রণালীগত যে অনেক দোষ ছিল, তিনি তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অনেক দিন পূর্ব্বে পরিস্ফুটরূপে এই প্রতীতি জন্মে, যে এক সময়ে সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিবে। লরেন্‌স, দ্বাদশবৎসর অবধি প্রকাশ্যরূপে ঐ বিষয়টী বলিয়া আসিতে ছিলেন এবং এক্ষণে আগরায় অবস্থিতি কালে পরিহাসক্রমে কোন বন্ধুকেও কহিলেন। লরেন্‌স ঐ কথাগুলি পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হর্ষ অপেক্ষা অধিকতর বিষাদই প্রকাশ পাইয়া ছিল। লরেন্‌স বিপদের আশঙ্কা করিয়া কখনই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। তিনি সত্বর হইয়া আগরা হইতে যাত্রা করিলেন ও ২০শে মার্চ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে জ্যাক্‌সন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, তথাপি মৌখিক সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লরেন্‌স পূর্ব্ব রাত্রে অনাহারে অশ্বারোহণ করিয়া পথ চলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতরাশ করিবার পূর্ব্বেই লর্ড ক্যানিঙকে এক খানি পত্র লিখিলেন। উহার মর্ম্ম এই, আমি অদ্য এখানে পৌঁছি-য়াছি। জ্যাক্‌সনের সহিত দুই ঘণ্টা কথোপকথন, করিলাম। তিনি ভদ্র ব্যক্তির ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। লরেন্‌স এই পত্র শেষ করিতে না করিতেই লর্ড ক্যানিঙের পূর্ব্বপ্রেরিত দীর্ঘ ও উৎসাহবাক্যে পূর্ণ এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ এই উত্তর লিখিলেন, আপনি যদি অন্তরের সহিত আমার সাহায্য করেন, কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লর্ড ক্যানিঙ ডিরেক্টরদিগের নিকটে বিদায় লইবার সময়ে বলিয়াছিলেন, ভারত রাজ্যের আকাশে

বিতস্তি প্রমাণ" মেঘ উদিত হইয়া সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র মেঘ উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইল। পেগু রাজ্যে অনেক মান্দ্রাজ সেনা ছিল। লর্ড ক্যানিঙ বাঙ্গালার সেনাগণকে তথায় যাইতে ও মান্দ্রাজ সেনাদিগকে তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিতে আদেশ করিলেন। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ বাঙ্গালার সৈন্য মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাহারা সমুদ্র দিয়া পেগু যাইতে অস্বীকার করিল। লর্ড ক্যানিঙ তৎকালে নূতন আসিয়াছিলেন, এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় কিছুই জানিতেন না, তিনি সিপাইদের ঐ কুসংস্কার বিমোচনে যত্নবান হইলেন। তিনি তদনুসারে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৫ই জুলাই এই আদেশ প্রচার করিলেন, ভবিষ্যতে যাহারা সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিবে, তালিকায় নাম লিখাইবার সময়ে তাহাদিগকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবেক, যে আমরা সমুদ্র পথে কোম্পানির রাজ্যের বাহিরে হউক, অথবা ভিতরে হউক, আদেশ করিলেই যাইব, তাহাতে কোন আপত্তি করিব না। লর্ড ক্যানিঙ ইহার কিছু দিন পরে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে লিখিলেন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া সিপাইদের যে কুসংস্কার ছিল, আমি তাহা দূরীকৃত করিয়াছি। অতঃপর আপনারা দেখিবেন, বঙ্গদেশের সিপাইরা সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এতদিন পর্য্যন্ত সিপাইদের অন্তঃকরণে ঐ কুসংস্কারটী ছিল এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এত দিন পর্য্যন্ত উহার মূলচ্ছেদে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমি দেখিতেছি, জাতি ও জন্মস্থান বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বে স্থিত সিপাইদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বোম্বের সেনারা সমুদ্র যাত্রায় কোন আপত্তি করে না ও আমার এই নূতন আদেশ প্রচার হইবার পরেও বঙ্গদেশীয় সেনাগণের মধ্যে কোন অসন্তোষ-চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। লর্ড ক্যানিঙের এটী ভ্রান্তি। গবর্ণমেণ্ট হাউসে অসন্তোষ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই সত্য বটে, কিন্তু অনেক অনেক গ্রাম, বাজার ও সৈনিক আবাসে

লর্ড ক্যানিঙের ঐ আদেশ লইয়া সাতিশয় আন্দোলন হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ আদেশটী প্রচার হওয়াতে সিপাইদের স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। সিপাইরা পুরুষানুক্রমে কোম্পানির সরকারে কার্য্য করিয়া আসিতে ছিল, এক্ষণে তাহারা মনে করিল, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রা করিবার আদেশ না করুন, কিন্তু ইহা অবধারিত বটে; যে আমাদের সন্তানেরা সমুদ্রযাত্রা করিতে আদিষ্ট হইবে। সুতরাং আমরা এতকাল পর্য্যন্ত যে সত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা বিলুপ্ত হইল। সন্তানগণের কর্ম্ম প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা রহিল না। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা সৈনিক কার্য্য গ্রহণের বাসনা পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং বন্ধু বান্ধবগণের শূন্য পদে এরূপ ব্যক্তি সকল নিযুক্ত হইবে, যে তাহাদের সহিত বন্ধুতা জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। সিপাইরা যে আশঙ্কা করিয়াছিল, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। লর্ড ক্যানিঙের ঐ আদেশ সমুদায় রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে না হইতেই লক্ষিত হইল, ব্রাহ্মণেরা আর সৈনিক কার্য্য গ্রহণে প্রয়াসী নহে। এই সময়ে জনরব উঠিল, গবর্ণমেণ্ট ত্রিশ হাজার শিখ সেনা নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে সিপাইরা মনে করিল, গবর্ণমেণ্ট পুরাতন সিপাইদিগকে দূর করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এক্ষণে আর আমাদের প্রতি যত্ন করিবেন কেন? এখন তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যত দিন ভারতবর্ষের মধ্যে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও জয় করিতে অবশিষ্ট ছিল, ততদিন তাঁহারা আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এক্ষণে জয়তরঙ্গ সমুদ্রে যাইয়া পড়িবে, কিন্তু ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কায় আমরা সমুদ্রযাত্রা অস্বীকার করাতে গবর্ণমেণ্ট একবারেই আমাদের প্রতি স্নেহ শূন্য হইলেন।

লর্ড ক্যানিঙ ভারতবর্ষে আগমন করাতে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয়, যে, তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সৈনিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকে সিপাই দিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপদেশ দিতে

আরম্ভ করেন। লর্ড ক্যানিঙ বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেন; বহু বিবাহ নিবারণে যত্নবান হন এবং মিশনরিস্কুল ও বাইবেল সোসাইটীর উন্নতি সাধনে চেষ্টা পান। যৎকালে লর্ড ক্যানিঙ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ঐ সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্ত্রীশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবতী হইলেন ও স্বয়ং বাঙ্গালী পল্লীতে গতিবিধি করিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ লর্ড ক্যানিঙ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না।

পাটনায় মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। পাটনার কমিস্যনর টেলর সাহেব বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হেলিডেকে লিখিলেন, এখানকার অধিবাসিগণের এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। হেলিডে অবিলম্বে ঘোষণা করিলেন, গবর্ণমেণ্ট কখনই ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং করিবেনও না। এই ঘোষণা প্রচার হইবার পরে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। উহাতে এই রূপ লিখিত ছিল, যদি সাধারণের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টই তাহার কারণ। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য গুলি ঐ আশঙ্কার পোষকতা করিতেছে।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে রাজপুতনা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইবার জনরব উঠে। পারস্যরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকটে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি যে কি অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি একটী ভবিষ্যৎবাণী এতদ্দেশে প্রচারিত ছিল, ইংরাজেরা শতবৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারিবেন না। ইহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, ইংরাজদের রাজত্ব করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইল। তাঁহারা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা জয়ের দ্বারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন

করেন। তদবধি এ পর্য্যন্ত (১৮৫৬) নির্ব্বিঘ্নে আধিপত্য করিলেন। এক্ষণে অবশ্যই রাজবিপ্লব ঘটিবে। তাঁহারা এই বিবেচনায় ঐ ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবার সময় উপস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে ভীত ও অপকৃত ব্যক্তিরা কতিপয় বৎসর অবধি গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সময় সন্নিহিত হইয়া আসিল।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে কোন গোলযোগ ছিল না, সর্ব্বত্রই শান্ত ভাব লক্ষিত হইতে ছিল। ইংরাজেরা পূর্ব্বব্যবহৃত ব্রাউন্ বেচ্ নামক বন্দুক অপকৃষ্ট বলিয়া রাইফেল নামক নূতন বন্দুক ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। এই নূতন বন্দুকের গুণ এই, যে, উহার দ্বারা গুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়। ইহাতে সিপাইরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী জনরব উঠিল, যে সিপাইদের ব্যবহারের নিমিত্ত গোরুর ও শূকরের চর্ব্বি মাখান টোটা প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিক এই জনশ্রুতি অমূলকও নহে, বীজ ব্যতিরেকে কখন বৃক্ষ জন্মে না। গোরুর চর্ব্বি যেরূপ হিন্দুদের মতে, শূকরের চর্ব্বি সেইরূপ মুসলমানদিগের মতে অস্পৃশ্য, সুতরাং ঐ জনশ্রুতি শ্রবণে সিপাইদের সেই সাধুবাদ ও সন্তোষ ভাব অচির কাল মধ্যে রোষ ভাবে পরিণত হইল।

যেরূপে টোটা কাটার গল্পটী সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, এস্থলে আবশ্যক বোধে তাহার মূলবৃত্তান্ত সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

জানুয়ারি মাসে এক দিবস ঘটনাক্রমে একজন নীচ জাতীয় লস্কার দমদমার সেনানিবেশ প্রবেশ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট নামা কোন ব্রাহ্মণ সিপাইকে কহিল, মহাশয়! আমি অতিশয় পিপাসু হইয়াছি, আপনি একবার আপনকার লোটাটা দিন্ আমি জল পান করি। ব্রাহ্মণ সিপাই ঘৃণা করিয়া বলিলেন, তুই নীচ জাতি, আমার লোটা লইয়া

জল খাইতে ইচ্ছা করিতেছিস্? লস্কার কহিল, মহাশয়! আর জাত্যভিমান কোথায়? ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া যে ভেদ আছে, তাহা আর থাকিবে না। টোটা প্রস্তুত হইতেছে, উহা শূকর ও গোরুর চর্ব্বি মাখান। বন্দুক ছুড়িবার সময়ে সিপাইদিগকে ঐ টোটার মুখ দাঁত দিয়া ছিড়িয়া বন্দুকের ভিতরে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সিপাই, লস্কারের এই কথা গুলি আপনার সঙ্গীদিগকে বলেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে দমদমা ও বারাক্‌পুরের সমুদায় সিপাইরা উহা শুনিতে পাইল ও অসন্তোষ চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল।

২৮শে জানুয়ারি জেনেরল হিয়ার্স বারাকপুর হইতে আড্‌জুটেণ্ট জেনেরলের আফিসে রিপোর্ট করেন, এখানকার সিপাইরা টোটা কাটিবার কথা শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কতকগুলি কুলোক সিপাইদের মধ্যে রটাইয়া দিয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বোধ হয়, ঐ সকল কুলোক কলিকাতাস্থিত ধর্ম্ম সভার মেম্বর ও বিধবা বিবাহের বিপক্ষ। উহারা সিপাইদের অন্তঃকরণে অসন্তোষ জন্মাইয়া আপনাদের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা পাইতেছে। জেনেরল হিয়ার্স এই রিপোর্ট করিবার কতিপয় দিবস পরে বারাক্‌পুরের টালিগ্রাফ আফিস দগ্ধ হয় ও ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের অনেক অনেক গৃহও দগ্ধ হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে সিপাইরা একত্র হইয়া সভা করিতে আরম্ভ করিল। বারাক্‌পুর ও কলিকাতার পোষ্ট আফিসের দ্বারা বাঙ্গালার সিপাইদের প্রধান প্রধান আড্ডায় সংবাদ গেল, গবর্ণমেণ্ট বসামিশ্রিত টোটা কাটাইয়া সকলকে খ্রীষ্টান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তোমরা সকলে এই বেলা সাবধান হও এবং গবর্ণমেণ্টের ঐ অসদভিপ্রায় নিবারণে যত্ন কর।

ইহার কিছুদিন পরে বহরমপুরের সিপাইরা বিদ্রোহী হয়। বহরমপুর বারাক্‌পুরের উত্তরে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে স্থিত ও মুরশিদাবাদের সন্নিহিত। বহরমপুর অথবা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইউরোপীয় সেনা ছিল না। অতএব ইহা অসম্ভব বোধ হয় না, যে মুরশিদাবাদের

নবাব যোগ দিলে সিপাইরা একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিত। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল মিছাল অনেক কৌশলে বিদ্রোহ-প্রবৃত্ত সিপাইদিগকে বশবর্ত্তী করেন।

২৩এ জানুয়ারি জেনেরল হিয়ার্স বারাকপুর হইতে আড্‌জুটেণ্ট জেনেরলের নিকটে রিপোর্ট করেন। সিপাইরা টোটা কাটিতে অসম্মত। আপনি এই বিষয়টী শীঘ্র গবর্ণমেণ্টের গোচর করুন। হিয়ার্স রিপোর্ট করিবার সময়ে এই অনুরোধ করেন, সিপাইরা টোটায় যে চর্ব্বি ইচ্ছা, মিশ্রিত করুক, গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাতে কোন আপত্তি না করেন। ২৪এ শনিবার অপরাহ্নে হিয়ার্সের রিপোর্ট আড্‌জুটেণ্ট জেনেরলের আফিসে পৌঁছে। পরদিবস রবিবার, আফিস বন্ধ থাকাতে কোন কার্য্য হয় নাই; সুতরাং হিয়ার্স সত্বর লর্ড ক্যানিঙের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন না। ২৭এ জানুয়ারি কাওয়াজের সময়ে এক জন দেশীয় সাংগ্রামিক কর্ম্মচারী হিয়ার্স সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! আমাদের টোটা কাটার বিষয়ে কি হুকুম আসিয়াছে? হিয়ার্স তৎকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কোন হুকুম পান নাই, সুতরাং কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে সিপাইদের ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। ইহার পর দিবস আড্‌জুটেণ্ট জেনেরল লিখিলেন, সিপাইরা টোটায় যে চর্ব্বি ইচ্ছা, মিশ্রিত করুক, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। হিয়ার্স অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও সিপাইরা সন্তুষ্ট হইল না।

জেনেরল হিয়ার্স ফেব্রুয়ারি মাসে বারাকপুর হইতে লেখেন, আমরা এখানে বারুদপূর্ণ অন্তঃসুড়ঙ্গের উপরে বাস করিতেছি, কণামাত্র অগ্নিসংযোগ হইলেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি এখানে কিছু দিন অবধি সিপাইদের মনের ভাব গতি দেখিতেছি। কতকগুলি কুলোকের কথায় উহাদের মন বিগড়িয়া গিয়াছে। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট উহাদিকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টান করিবেন।

টোটা কাটার উপাখ্যানটী ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও প্রচারিত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুর অভাব ছিল না, তাঁহারা নানা অলঙ্কার দিয়া ঐ উপাখ্যান আরও পল্লবিত করিয়া তুলিলেন। ইংরাজেরা বিপক্ষ পক্ষের অত্যুক্তিবাদ লক্ষ্য না করিয়া কেবল ঐ বৃত্তান্ত সত্য কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, গবর্ণমেণ্টের কোন দুরভিসন্ধি নাই, তবে যে সিপাইরা দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছে, সে তাহাদের ভ্রান্তি এবং উহা সহজেই দূরীকৃত হইবে। কিন্তু অনলে অনিল যোগের ন্যায় বিপক্ষবর্গের সেই অতিবর্ণন সিপাইদের অসন্তোষ ভাব যে আরও বর্দ্ধিত করিবে, ইংরাজেরা তখন পর্য্যন্ত তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

সেনাপতিরা সিপাইদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, তোমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, তোমরা টোটায় যে চর্ব্বি ইচ্ছা, ব্যবহার কর এবং টোটার মুখ দাঁত দিয়া না ছিঁড়িয়া হাত দিয়া ছিঁড়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু টোটা অপবিত্র বলিয়া সিপাইদের অন্তঃকরণে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে তাহারা এক্ষণে টোটার কাগজের প্রতিও সন্দিহান হইল। কাগজের উপরিভাগ তৈলাক্ত পদার্থের ন্যায় চিক্কণ দেখাইত, তাহাতে আবার উহা দগ্ধ করিলে চর্ব্বি পোড়ার মত গন্ধ নির্গত হইত, সুতরাং সিপাইদের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

গবর্ণর জেনেরল কাল বিলম্ব না করিয়া টোটার কাগজ পরীক্ষার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত করিলেন। সিপাইরা তথায় আহূত হইয়া কহিল, টোটার কাগজ চর্ব্বিযোগ প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কমিটী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সন্দেহ কিরূপে নিরাকৃত হইতে পারে? সিপাইরা উত্তর দিল, টোটার কাগজ পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে আমাদের সন্দেহ ঘুচিবার উপায় নাই। কমিটী অবিলম্বে টোটার কাগজ পরীক্ষার্থ রসায়নশাস্ত্র বিশারদ ডাক্তর ম্যাক্‌নেমারার নিকট পাঠাইলেন। ম্যাক্-

মেয়ারা পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট করেন, যে উহাতে চর্ব্বি দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে উত্তম অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কিঞ্চিৎ তৈলবৎ দৃষ্ট হয়। বোধ করি, যাহারা কাগজ পুলিন্দা করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাদের হাতের তৈল হইবে। সিপাইরা এই সকল কথা শুনিয়াও সন্তুষ্ট হইল না।

জেনেরল হিয়ার্স ১৯এ ফেব্রুয়ারি কাওয়াজের সময়ে সিপাই-দিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন, সিপাইগণ! তোমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। তোমরা যে গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য ও যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ মনে করেন না, যে তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করিবেন। বাইবেল পড়িতে ও বুঝিতে না পারিলে ইংরাজেরা কাহাকেও খ্রীষ্টান করেন না কিন্তু তোমরা বাইবেল পড়িতে জাননা ও বুঝিতেও পার না। অতএব গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টান করিবেন বলিয়া তোমরা যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। হিয়ার্স বক্তৃতা সমাপন করিয়া সিপাইদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তোমরা আমার কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছ? সিপাইরা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিল। ইহাতে হিয়ার্স ভাবিলেন, সিপাইরা বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সন্তোষভাব চিরস্থায়ী হইল না, বহরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মন পুনরায় বিগড়িয়া গেল।

এদিকে বহরমপুরের সিপাইদের বিদ্রোহের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, লর্ড ক্যানিঙ বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ও দানাপুরের মধ্যে একটী মাত্র ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট ছিল। লর্ড ক্যানিঙ বিবেচনা করিলেন, অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় সেনা উপস্থিত না থাকিলে দেশীয় সহস্র সেনাকে পদচ্যুত করা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি এই বিবেচনায় আপাততঃ বহরমপুরের বিদ্রোহ-প্রবৃত্ত সিপাইদলের শাস্তিবিধান স্থগিত

রাখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব, রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সেনা আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন ও বহরমপুরের সেনা নায়ক কর্ণেল মিছা-লকে লিখিলেন, আপনি সিপাইদিগকে বারাকপুরে আনিয়া পদচ্যুত করিবেন। বারাকপুরের সেনানায়ক হিয়ার্স এ সকল বিষয় কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার সিপাইরা উহা ইতি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল। এই সময়ে গোয়ালিয়ারের রাজা কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১০ই মার্চ্চ রাত্রে কোম্পানির বাগানে লর্ড ক্যানিঙ ও তাঁহার পারিষদবর্গকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সিপাইরা গবর্ণর জেনেরলের অনুপস্থিতি রূপ সুযোগে কলিকাতার কেল্লা দখল করিবার সঙ্কল্প করে। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দ্ধারিত দিনে ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে নিমন্ত্রণ স্থগিত থাকে এবং সিপাইদেরও দুরভি-সন্ধি সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে আর একটি ঘটনা হয়। টাকশালার প্রহরীদিগের সুবেদার একখানি পুস্তক পড়িতেছিল, এমত সময়ে কেল্লা হইতে দুই জন সিপাই আসিয়া তাহারে কহিল, আজি রাত্রে গবর্ণর জেনেরল বাহিরে যাইবেন। কলি-কাতার মিলিসিয়া* নিশীথ রাত্রে আসিয়া কেল্লার সিপাইদের সঙ্গে মিলিত হইবে। অতএব যদি আপনি যাইয়া যোগ দেন, তবে আমরা অনায়াসে কেল্লা দখল করিতে পারি। সুবেদার প্রভুভক্ত ছিলেন, তাহাদের কথায় ভুলিলেন না। তিনি অবিলম্বে ঐ দুই জন সিপাইকে কয়েদ করিলেন ও পর দিবস প্রাতঃকালে উহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে উহাদের বিচার হয়। বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে উহাদের প্রত্যেকের ১৪ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইল।

এ দিকে জেনেরল হিয়ার্স পূর্ব্বকৃত বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভ হইল না দেখিয়া পুনরায় বক্তৃতা করিয়া সিপাইদের ভ্রান্তি বিমোচনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি ১৪ই মার্চ্চ কলিকা-তায় গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ

* নগররক্ষী সেনাদিগকে মিলিসিয়া কহে।

করেন। লর্ড ক্যানিঙও তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন। হিয়ার্স বিদায় লইয়া বারাকপুর ফিরিয়া গেলেন।

সিপাইদের গোলযোগ শুনিয়া অবধি লর্ড ক্যানিঙ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। হিয়ার্স প্রস্থান করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ জন্মিল, হয়তো হিয়ার্স বক্তৃতা করিবার সময়ে অনেক অনাবশ্যক কথা বলিতে পারেন, অথবা যে সকল কথা বলা আবশ্যক, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ক্যানিঙ এই আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিলেন। বক্তৃতা কালে যে সকল কথা বলা আবশ্যক, ঐ পত্রে তাহা বিশেষ রূপে বিন্যস্ত হইল। জেনেরল হিয়ার্স পর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঐ পত্র প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি সিপাইদিগকে কাওয়াজ দিবার স্থানে একত্র হইতে আদেশ দিলেন। সিপাইরা সমবেত হইলে পর তিনি এইরূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, সিপাইগণ! এক্ষণে কেবল টোটার কাগজ তোমাদের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সন্দেহ কোন মতেই জন্মিতে পারে না। তোমরা কাগজের যে চিক্কণতা দেখিতেছ, উহা বসা নিবন্ধন নহে, উহা অন্নের মণ্ড হইতে জন্মিয়াছে। তোমাদের দেশের রাজগণ যে সকল কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও এই টোটার কাগজের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল। তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ স্বর্ণশোভিত একটী থলিয়া হইতে একখানি পত্র বাহির করিলেন এবং উহা সিপাইদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, তোমরা যে টোটার কাগজের উপর সন্দেহ করিতেছ, দেখ, এই পত্রের কাগজ তদপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও চিক্কণ। যৎকালে আমি পঞ্জাবে ছিলাম, ঐ সময়ে কাশ্মীরাধিপতি গোলাপ সিংহ আমাকে এই পত্র লেখেন। যদি ইহাতেও তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, তবে তোমরা শ্রীরামপুরে যাও। তথায় যেরূপে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, দেখিলেই তোমাদের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে। জেনেরল হিয়ার্স বক্তৃতা সমাপন করিয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। সিপাইরাও আর কোন কথা না বলিয়া শান্তভাবে স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বহরমপুরের সেনানায়ক কর্ণেল মিচাল বিদ্রোহী সিপাইদিগকে বারাকপুরে আনিয়া পদচ্যুত করিতে আদিষ্ট হন। তিনি তদনুসারে ২০এ মার্চ্চ সিপাইদিগকে সঙ্গে করিয়া বহরমপুর হইতে যাত্রা করেন ও ৩০এ বারাকপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরস্থিত বারাসতে আসিয়া উপনীত হন। তিনি তথায় থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, বারাকপুরে একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২৯এ মার্চ্চ তিপ্পান্ন সংখ্যক রেজিমেণ্টের পঞ্চাশ জন গোরা কলিকাতা হইতে চাণকে প্রেরিত হয়। ইহাতে চাণকের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরা আরও ভীত হইল। উহাদের মধ্যে মোগল পাঁড়ে নামক একব্যক্তি ঐ দিবস ভাঙ খাইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে ইউরোপীয় সেনাগণের উপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া স্থির করিল, আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করিতে ছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত। এত দিনের পর আমাদের জাতি গেল। গোরারা আমাদিগকে খ্রীষ্টান করিতে আসিয়াছে। মোগল পাঁড়ে এই রূপ স্থির করিয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া কহিল, যদি তোমরা টোটা কাটিয়া ধর্ম্ম নাশ করিতে না চাও তবে সত্বর আমার সঙ্গে আইস। ফিরিঙ্গীদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সে এই কথা বলিয়া বারুদপূর্ণ বন্দুক ও শাণিত খড়্গ লইয়া আপনার গৃহ হইতে বাহির হইল ও যে স্থানে সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীরা থাকিতেন, তথায় যাইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়াইতে লাগিল। এমত সময়ে কোন ব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া এই বিষয়টী সারজেণ্ট মেজরের গোচর করে। মেজর তখনি বাহিরে আসিলেন। মোগল পাঁড়েও অমনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহার সন্ধান ব্যর্থ হইয়া গেল। মোগল পাঁড়ে বন্দুকে পুনরায় বারুদ পুরিল। সারজেণ্ট মেজর ভীত হইয়া দৌড়িয়া পলাইলেন। লেপ্টনেণ্ট বাগ্ এই অসম্ভাবিত সংবাদ শ্রবণে খড়্গ ও পিস্তল লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালন পূর্ব্বক ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া অশ্বের রশ্মি-

সংযত করিতেছিলেন, এমত সময়ে মোগল পাঁড়ে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, কিন্তু গুলি তাঁহার শরীরে না লাগিয়া অশ্বের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। অশ্ব তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল, লেপ্টনেণ্ট বাগও ভূতলে পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া মোগল পাঁড়ের প্রতি পিস্তল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তখন শাণিত অসি নিষ্কাশিত করিয়া মোগল পাঁড়ের অভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। ইত্যবসরে সারজেণ্ট মেজর পুনরায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে খড়্গাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যে স্থলে এই সকল ঘটনা হয়, তাহার অনতিদূরে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ে ও কুড়ি জন সিপাই উপস্থিত ছিল এবং বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আরও অনেক সিপাই তথায় আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শেখ পল্টু নামক একজন মুসলমান সৈনিক ব্যতিরেকে আর কেহই বিদ্রোহী মোগল পাঁড়েকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিল না। মোগল পাঁড়ের শাণিত খড়্গের আঘাতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের শরীর দিয়া রক্তধারা বহিতে ছিল, এমত সময়ে শেখ পল্টু দৌড়িয়া গিয়া বিদ্রোহী মোগল পাঁড়েকে ধরিল। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সেই অবসরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার পরে বারাক্‌পুরের সেনানায়ক জেনেরল হিয়ার্স দুই পুত্র সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মোগল পাঁড়ে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বন্দুক হস্তে ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়াইতেছে। এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া সেনাপতিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, মোগল পাঁড়ের বন্দুক বারূদ পূর্ণ, আপনি সাবধান হইবেন। সেনাপতি "ড্যাম দি মস্‌কেট" এই উত্তর দিয়া বিদ্রোহীর অভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন এবং জমাদার ও সিপাইদিগকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আদেশ দিলেন। সিপাইদের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না, যে সেনাপতির আদেশ পালন করে, কিন্তু তাহারা তাঁহার ধমকে ভীত হইল ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। সেনাপতি,

মোগল পাঁড়ের নিকটে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার পুত্র জন হিয়ার্স কহিলেন, পিতঃ ঐ দেখুন, মোগল পাঁড়ে আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে। যাঁহারা সেনাপতির কার্য্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রায় ভয়াভিভূত হয় না। হিয়ার্স উত্তর করিলেন, জন! যদি গুলি খাইয়া আমি প্রাণ হারাই, তবে তুমি আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীর প্রাণ সংহার করিও। মোগল পাঁড়ে উন্মত্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার আত্ম পর বিবেচনা ছিল না, সে সেনাপতির প্রতি বন্দুক প্রয়োগ না করিয়া আপনার প্রতি প্রয়োগ করিল ও ভূতলে পড়িয়া রক্তাক্ত কলেবরে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে ডাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, ইহা মারাত্মক নহে, ইহাকে চিকিৎসালয়ে পাঠান আবশ্যক। মোগল পাঁড়ে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসালয়ে নীত হইল। সেনাপতিও অশ্বারোহণে সিপাইদের মধ্য দিয়া এই কথা বলিতে বলিতে চলিলেন, সিপাইগণ! তোমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আমি তোমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আততায়ীর প্রাণ সংহার করা তোমাদের অতীব কর্ত্তব্য ছিল। সিপাইরা কহিল, মোগল পাঁড়ে পাগল, সে ভাঙ খাইয়া বিহ্বল হইয়াছিল। সেনাপতি কহিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তোমরা কেন তাহাকে গুলি করিয়া পাগলা কুকুরের ন্যায় মারিলে না? ইহাতে সিপাইদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, মোগল পাঁড়ের বন্দুক বারুদপূর্ণ ছিল। সেনাপতি কহিলেন "কি! তোমরা বারুদ পূর্ণ বন্দুক ভয় কর?" সিপাইরা আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিল। সেনাপতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক্ষণে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন, যে সিপাইরা কোম্পানির দাস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে।

জেনেরল হিয়ার্স বহরমপুরের বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই আদেশানুযায়ী

কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। কর্ণেল মিচ্চল বিদ্রোহী সিপাইদিগকে লইয়া বারাকপুর পৌঁছিলেন ও রেঙ্গুন হইতে ইউরোপীয় সেনারা আসিয়াও উপস্থিত হইল। জেনেরল হিয়ার্স কাল বিলম্ব না করিয়া বারাকপুরস্থিত সমুদায় সিপাইদিগকে সমবেত হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সিপাইরা সমবেত হইল ও ইউরোপীয় সেনারা বিদ্রোহী সিপাইদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চতুঃপার্শে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইল। অনন্তর হিয়ার্স বিদ্রোহীদিগের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। বিদ্রোহীরা কোন কথা না বলিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তখন হিয়ার্স করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, যদিও গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তোমাদের পোশাক কাড়িয়া লইবেন না ও তোমরা বহরমপুর হইতে আসিবার সময়ে পথে যে সদাচরণ করিয়াছ, এবং তোমাদের অন্তঃকরণে বিদ্রোহ নিবন্ধন যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ সরকারী ব্যয়ে তোমাদিগকে বাটী পৌঁছিয়া দিবেন। সেনাপতির এই সানুগ্রহ বাক্য পদচ্যুত সিপাইদের অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হইল, যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনুতাপ করিয়া কহিল, চাণকের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের উত্তেজনায় আমরা বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "আমাদিগকে দশ মিনিটের নিমিত্ত অস্ত্র প্রদান করুন। আমরা সেই চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্ট দেখাইয়া দি।"

যৎকালে পদচ্যুত সিপাইদের বেতন বণ্টন হয়, জেনেরল হিয়ার্স ঐ সময়ে সমবেত সিপাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, দেখ, তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। তবে খ্রীষ্টান করিবেন বলিয়া তোমরা যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অমূলক। অতএব তোমরা সেই অমূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। বহরমপুরের সিপাইরা অপরাধ করিয়াছিল, এই নিমিত্তই পদচ্যুত হইল। হিয়ার্স এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বস্থানাভিমুখে চলিলেন, পদচ্যুত সিপাইরাও জন্মভূমি অযোধ্যায় যাত্রা করিল।

এ দিকে লর্ড ক্যানিঙ বহরমপুরের বিদ্রোহী সিপাইদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ করিয়া অবধি অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন, পদচ্যুত করিবার সময়ে না জানি কি ঘটে, এই ভাবনায় তাঁহার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গোলযোগ ঘটে নাই, বিদ্রোহীরা শান্তভাবে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া এক্ষণে সুস্থির হইলেন ও সিপাইদের বিদ্রোহ আশঙ্কায় ভীত ইউরোপীয় অধিবাসীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবিলম্বে ঐ সংবাদ সমুদায় নগর মধ্যে প্রচারিত করিলেন।

লর্ড ক্যানিঙ এক্ষণে বারাক্‌পুরের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের দোষের বিষয় বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন। মোগল পাঁড়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজকর্ম্মচারিগণের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে। লর্ড ক্যানিঙ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিল কিন্তু বিদ্রোহী মোগল পাঁড়েকে গুলি করিবার অথবা ধরিবার চেষ্টা করে নাই, এই অপরাধে তাহাকেও ফাঁশী দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ৮ই এপ্রেল বারাক্‌পুরস্থিত সমুদায় সেনার সম্মুখে মোগল পাঁড়ের ফাঁশী হয়, কিন্তু জমাদারের ফাঁশী হওয়া উচিত কি না; এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে ২২শে এপ্রেল পর্য্যন্ত তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থগিত থাকে। তৎপরে ঐ দিবস বারাক্‌পুরে সমুদায় সেনার সম্মুখে উহার ফাঁশী হয়। লর্ড ক্যানিঙ স্থির করিয়াছিলেন, বহরমপুরের সিপাইদের অপেক্ষা বারাক্‌পুরের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরা অধিকতর অপরাধী। এজন্য তিনি উক্ত রেজিমেণ্ট শুদ্ধই পদচ্যুত করিবার আদেশ করিলেন। এই, আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গবর্ণর জেনেরলের উদ্বেগের অনেক কারণ উপস্থিত হয়। লর্ড ক্যানিঙ কিছুতেই হতাশ্বাস হইতেন না এবং তিনি এরূপ সাহসী ছিলেন, যে কখনই ভাবি বিপদকে গুরুতর বলিয়া ভাবিতেন না; অথবা বিষণ্ণ চিত্তে বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয়ও পর্য্যালোচনা করিতেন না।

কিন্তু ক্রমে ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইল, জানুয়ারি মাসের শেষে যে ক্ষুদ্র মেঘ উদিত হয়, তাহা উত্তরোত্তর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ইতি পূর্ব্বেই হিমালয়ের সন্নিহিত দূরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে ঐ মেঘ হইতে বজ্রনিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই বিলক্ষণ অবধারিত হইল, হিমালয় অবধি কলিকাতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভয় সঞ্চার হইয়াছে এবং সকল স্থানের সৈনিকেরাই টোটা কাটার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে।

প্রধান সেনাপতি আন্‌সন কলিকাতা হইতে পাঁচ শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী অম্বালা নগরে অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং ঐ স্থানই সেনাগণের প্রধান আড্ডা ছিল। আন্সন ইতিপূর্ব্বে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অল্পকাল পরেই অম্বালায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি অম্বালায় প্রত্যাগমন করিয়া শীতল সমীরণ সেবনার্থ সিম্‌লা পাহাড়ে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে সিপাইদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

নূতন প্রণালী অনুসারে রাইফেল বন্দুকের ব্যবহার শিখাইবার নিমিত্ত অম্বালায় একটী বন্দুকাগার স্থাপিত হয়। ছত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কতক গুলি সিপাই ঐ বন্দুকাগারে থাকিত। এক দিবস উহাদের দুইজন কর্ম্মচারী তথাকার সেনানিবেশে (ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে) যাওয়াতে কোন সুবেদার তাহাদিগকে কহেন, তোমরা বন্দুকের কারখানায় কাজ কর, তোমাদের জাতি গিয়াছে, আর কেহই তোমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না। কর্ম্মচারীরা এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে অতিশয় ভীত হইল ও বন্দুকের কারখানায় আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে লৈপ্টনেণ্ট মার্টিনোকে কহিল, আমরা এই বন্দুকের কারখানায় কর্ম্ম করাতে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছি, দেশীয় লোকেরা আর আমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না। মার্টিনো অবিলম্বে এই বিষয়টী প্রধান সেনাপতির গোচর করেন। পর দিবস সেনাপতি বন্দুকের কারখানায় যাইয়া সিপাইদিগকে একত্র হইতে আদেশ দেন। তদনুসারে সিপাইরা কাওয়াজ দিবার স্থানে শ্রেণী-

বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে আন্সন তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিয়া কেন ভীত হইতেছ, গবর্ণমেণ্ট কথনই তোমাদের ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই ও করিবেন না অতএব তোমরা ঐ অমূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। প্রধান সেনাপতি এই রূপে সিপাইদিগকে বুঝাইয়া চলিয়া যাইবার পরে উহারা মার্টিনোর নিকটে আসিয়া কহিল, এক্ষণে টোটা কাটিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্ম লোপ ভয়ে উহাতে আপত্তি করিতেছে। অতএব টোটা কাটিলে আমাদের শেষ দশা কি হইবে, এই ভাবিয়া আমরা আকুল হইয়াছি। দেশীয় লোকেরা আমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না, বন্ধু বান্ধব এবং পরিবার বর্গ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই, বড় সাহেব আমাদের সেই ভাবী বিপদ নিবারণের কোন প্রকার উপায় করিয়া দেন। মার্টিনো অঙ্গীকার করিলেন, আমি ইহা প্রধান সেনাপতিকে জানাইব। তিনি তদনুসারে পত্রের দ্বারা উহা আন্সনের গোচর করেন। আন্সন এক্ষণে দেখিলেন, সিপাইদের অন্তঃকরণে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা সহজে অপনীত হইবার নহে। তিনি একবার মনে করিলেন, এখানে সম্প্রতি নূতন প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, গ্রীষ্মাতিশয্যের ছল করিয়া তাহা এ বৎসর রহিত করা যাউক। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া পরে স্থির করিলেন, এরূপ করিলে কেবল ভীরুতা প্রকাশ পাইবে। তদনুসারে তিনি এই আদেশ দিবার সঙ্কল্প করেন, যে উল্লিখিত শিক্ষাকার্য্য যথাবিধানে চলিতে থাকুক, কেবল যাবৎ মিরাট হইতে টোটা কাটার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ না আইসে, তাবৎ সিপাইদের বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখা যাউক। প্রধান সেনাপতি অবিলম্বে ঐ সঙ্কল্প লর্ড ক্যানিঙের গোচর করিলেন। কিন্তু ক্যানিঙ তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন না। তিনি আন্সনকে পত্র লিখিলেন, বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হইবেক না। তাহা করিলে সিপাইরা নিশ্চয় মনে

করিবে, গবর্ণমেণ্টর দুরভিসন্ধি ছিল; সুতরাং উহাদের অমূলক আশঙ্কা নিরাকৃত না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইতে পারে।

প্রধান সেনাপতি আন্সন কিছুকাল অবধি অসুস্থ হইয়াছিলেন, তিনি গবর্ণর জেনেরলের ঐ পত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ সিম্‌লা পাহাড়ে যাত্রা করেন ও তথায় পৌঁছিয়া লর্ড ক্যানিঙকে লেখেন, এস্থান অতিশয় রমণীয়। এক্ষণে এখানকার জলবায়ুও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর। আমি অন্তরের সহিত বাসনা করি, যে আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন। কিন্তু এই সময়, হৈমালয়িক আনন্দ উপভোগ করিবার পক্ষে যে অনুকূল ছিল না, আন্সন তাহা তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

ইহার কিছু দিন পরে অম্বালায় গৃহদাহ হইতে আরম্ভ হয় ও মিরাট হইতে সংবাদ আইসে, যে তথায় অশ্বারোহী সেনারা বিদ্রোহী হইয়াছে। ২৪শে এপ্রেল কাওয়াজের সময়ে নব্বুই জন সিপাই উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র টোটা লইল, অবশিষ্ট সিপাইরা টোটা স্পর্শও করিল না। সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ উহাদিগকে বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে উহাদিগকে সাংগ্রামিক বিচারালয়ে পাঠাইয়াছেন। এই সকল ঘটনা হওয়াতে লর্ড ক্যানিঙের প্রতীতি হইল, সিপাইদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছে, উহা সহজে অপনীত হইবার নহে এবং তিনি অল্পকাল মধ্যে জানিতে পারিলেন, কেবল সিপাইরা নহে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেরাও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিতেছে। ক্যানিঙ যদিও সকল সময় সুস্থির ও প্রফুল্ল ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ তাবৎ লোকেই সন্দিহান ও অস্থির হইতেছে শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ বিশেষরূপে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে যে ভয় সঞ্চার হয়, এপ্রেল মাসের ঘটনা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। উল্লিখিত মাসের প্রারম্ভে কানপুরে আটা দুর্ম্মূল্য হয়। মিরাটের

কতকগুলি মহাজন গবর্ণমেণ্টের বোট ভাড়া করিয়া কানপুরে আটা আমদানি করে এবং তথাকার বাজারে অল্পমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। ইহাতে কানপুরে এই জনরব উঠিল, ইংরাজেরা সকলকে খ্রীষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে আটায় গোঅস্থি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছেন। এই জনরব হওয়াতে আটা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। কি সিপাই, কি অন্য লোক, কেহই উহা স্পর্শও করিল না। যাহারা আহার করিতে বসিয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত রুটি ফেলিয়া দিল এবং আপনাদিগকে অপবিত্র স্থির করিল।

কেহ কেহ বলেন, কানপুরের মহাজনেরা স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া ঐরূপ জনরব তুলিয়া দেন। অন্যেরা কহেন, ঐ জনরব বিপক্ষবর্গের চাতুরী। বিপক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অন্তঃকরণ বিরূপ করিবার মানসে ঐরূপ করিয়াছিলেন। আমরা এই দুইটী কারণের কোন্‌টি সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ জনরবের যে কোন কারণ হউক না কেন, উহা দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস জন্মে, যে গবর্ণমেণ্ট কৌশলে সকলকে অভক্ষ্য ভক্ষণ করাইয়া জাতিভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এক্ষণে লর্ড ক্যানিঙের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর প্রতীতি হইল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিলে যতদূর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, উক্ত প্রকার ভয়সঞ্চার তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। লর্ড ক্যানিঙ মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন দূত এক খানি চাপাটী* লইয়া সন্নিহিত গ্রামে যাইতেছে এবং ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে উহা দিয়া কহিতেছে, মহাশয়! এই চাপাটী পরবর্ত্তী গ্রামে প্রেরণ করুন। ঐ প্রধান ব্যক্তিও কোন কথা না বলিয়া উহা পরবর্ত্তী গ্রামে পাঠাইতেছেন। এই রূপে চাপাটী এক গ্রাম হইতে অন্যগ্রামে প্রেরিত

* এক প্রকার রুটী।

হইতেছে। কি গবর্ণর জেনেরল, কি তাঁহার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ কেহই এই আশ্চর্য্য সংবাদের মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইলেন না। কেহ কহিলেন, উহার মধ্যে ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত পত্র আছে। কেহ বলিলেন, একটী যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে সকলকে সতর্ক করাই উক্ত প্রকারে চাপাটী পাঠাইবার উদ্দেশ্য। এইরূপে অনেকে অনেক প্রকার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ রহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি; তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইল না। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিঙের এই একটী স্থূল বিশ্বাস ছিল, দুষ্ট লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিপাত-সাধন জন্য দূত প্রেরণ করিতেছে। তিনি পূর্ব্বাবধি পদচ্যুত অযোধ্যাধিপতির মন্ত্রীদিগকে চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এক্ষণেও তাঁহাদের ব্যতিরেকে আর কাহার উপর বিশেষ সন্দেহ করিলেন না। কিন্তু এই সময়ে নানাসাহেব যেরূপ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাকেও চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করা রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য ছিল।

নানাসাহেব বিথুর নগর হইতে প্রায় বাহির হইতেন না, কিন্তু তিনি সেই এপ্রেল মাসের ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের সময়ে এক মাসের মধ্যে কানপুর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পরিভ্রমণ করেন। এই শেষোক্ত নগরে তাঁহার সহিত কমিস্যনর সর হেন্‌রি লরেন্সের সাক্ষাৎ হয়। লরেন্স তাঁহারে সমাদরে পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নানাসাহেব উত্তর দেন, নগর দেখিতে আসিয়াছি। লর্ড ডেলহৌসী নানাসাহেবের প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, নানা সাহেবের অন্তঃকরণে তাহা প্রস্তরে খোদিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত ছিল, তিনি নিরন্তর কোম্পানির উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানাসাহেবকে সহসা চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। তাঁহারা নানাসাহেবের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, যে তিনি পৈতৃক মান সম্ভ্রম নাশের শোক এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া-

ছেন। সে যাহা হউক, নানাসাহেব কতিপয় দিবস লক্ষ্ণৌ ছিলেন। অনন্তর লেরেন্সের নিকট হইতে বিদায় না লইয়াই লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে এপ্রেল মাস অতীত হয়।

মে মাসের প্রারম্ভে অনেক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইল। বারাক্‌পুরের সিপাইরা শান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিল, দম্‌দমায় কোন গোলযোগ ছিল না, উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও সিপাইরা শান্তভাবে যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিল, মিরাট হইতেও আর কোন নূতন গোলযোগের সংবাদ আসিল না। লর্ড ক্যানিঙ বিবেচনা করিলেন, বুঝি জগদীশ্বরের প্রসাদে সিপাইদের মনোমালিন্য দূরীকৃত হইল।

গবর্ণর জেনেরল যদিও এই সময়ে প্রফুল্লচিত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্বেগের আর একটী প্রধান কারণ ছিল। বারাক্‌পুরে চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্ট তখন পর্য্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। ৬ই মে জেনেরল হিয়ার্সি ও প্রধান সেনাপতি আন্সনের পরামর্শানুসারে গবর্ণর জেনেরল উক্ত রেজিমেণ্টকে পদচ্যুত করেন। ইতিপূর্ব্বে বহরমপুরের উনিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টকে পদচ্যুত করিবার সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পরিচ্ছদ অপহরণ করেন নাই, কিন্তু এই চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ করিলেন না। উহাদের পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইলেন ও উহারা সক্রোধ চিত্তে জন্মভূমি অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ইতিপূর্ব্বে উনিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরা পদচ্যুত হইয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করে, এক্ষণে চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরাও পদচ্যুত হইয়া তথায় প্রস্থান করিল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিঙের অন্তঃকরণ বঙ্গসেনার জন্মভূমি ও নূতন যোজিত প্রদেশ অযোধ্যার প্রতিই ধাবিত হইল। কমিস্যনর লরেন্স, লর্ড ক্যানিঙকে যে সকল পত্র লেখেন, তাহাতে নানাসাহেবের লক্ষ্ণৌ গমন সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লিখিত ছিল না, কিন্তু এরূপ অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছিল, যে তাহাতে গবর্ণর জেনেরল উৎকণ্ঠাকুল হইলেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্ট ছিল। যদিও ঐ রেজিমেণ্টের সিপাইরা এতাবৎ কাল কোন প্রকার বিদ্রোহচিহ্ন প্রকাশ করে নাই; তথাপি সুবিচক্ষণ কমিস্যনর লরেন্স তাহাদের আচরণের বিষয় সন্দিহান হন ও তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিঙ তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া লেখেন, আপনি ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টকে মিরাটে পাঠাইয়া দিবেন, এ বিষয়ে প্রধান সেনাপতির অনুমতির অপেক্ষা করিবেন না।

লরেন্স কিছুকাল অবধি সিপাইদের অবস্থার বিষয় প্রগাঢ় রূপে চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি লর্ড ক্যানিঙের ঐ উত্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহাকে লিখিলেন, আমি এখানকার অপরাপর রেজিমেণ্টের ভাব গতিকও ভাল দেখি না, অতএব ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টকে স্থানান্তরিত করিলেই যে অযোধ্যার মঙ্গল হইবে, এমত বোধ হয় না। প্রত্যুত উহারা যে স্থানে যাইবে, তথাকার সিপাইদের অন্তঃকরণেও অসন্তোষ ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিবে। ইহার অল্পদিন পরেই অযোধ্যার অপরাপর রেজিমেণ্টের অসন্তোষ ভাব স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৭ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরা ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইদিগকে একখানি পত্র লিখে। উহার মর্ম্ম এই, আমরা যে কোন রূপে হউক, টোটা কাটার বিষয়ে আপত্তি করিতে প্রস্তুত আছি। ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টের একজন ব্রাহ্মণ সিপাই ঐ পত্র প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ হাবেলদারকে বলেন, হাবেলদার সুবেদারকে কহেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া পত্রখানি কমিস্যনর লরেন্সের হস্তে দেন।

লরেন্স ইত্তিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, ৭ সংখ্যক রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইয়াছে। ঐ রেজিমেণ্টের চারিজন সিপাই সাংগ্রামিক কর্ম্মচারী লেপ্টনেণ্ট মিকামের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলে, তুমি মরিতে প্রস্তুত হও, তোমার উপরে আমরা কুপিত হইয়াছি এমত নহে, তবে তুমি ফিরিঙ্গি, এই নিমিত্ত তোমাকে অবশ্যই মরিতে হইবে। মিকাম সে যাত্রায় কেবল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলেই মৃত্যুর

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। তিনি সিপাইদের ঐ ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিবামাত্র এই উত্তর দিলেন, আমি এক্ষণে নিরস্ত্র রহিয়াছি, তোমরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার প্রাণ সংহার করিতে পার। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাকে হত্যা করিয়া তোমাদের কি ফল লাভ হইবে, তোমরা বিদ্রোহী হইয়া কখনই জয়ী হইতে পারিবে না। আমার নিধনের পরে আর এক ব্যক্তি আমার পদে নিযুক্ত হইবেন ও তোমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। মিকাম এই কথাগুলি এরূপ দৃঢ়তা ও সাহসিকতা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, যে তাহাতে সিপাইদের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল ও উহারা কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। লরেন্স এই সংবাদ পাইবামাত্র ইউরোপীয় সেনা সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহী রেজিমেণ্টের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। কামানগুলিও বিদ্রোহীদের অভিমুখে স্থাপিত হইল। ইহাতে বিদ্রোহীরা মনে করিল, বুঝি আমাদের উপরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। এই ভয়ে তাহারা পলাইতে লাগিল। ইউরোপীয় অশ্বারোহী সেনারা তাহাদের অনুসরণ করিল। হেনরি লরেন্সও অশ্বপরিচালন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পলায়িতেরা উচ্চৈঃস্বরে "কোম্পানি বাহাদুরকো জয়, কোম্পানি বাহাদুর কো জয়" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিল। হেনরি লরেন্স তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইতে আদেশ করিলেন। পলায়িতেরা কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিল। লরেন্স বিদ্রোহী পল্টনের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে কি কর্ত্তব্য, জানিবার নিমিত্ত লর্ড ক্যানিঙের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লরেন্স এইরূপে যেমন বিদ্রোহী সিপাইদের দণ্ডবিধান করিলেন, তেমনি আবার প্রভুভক্ত সিপাইদিগকেও পুরস্কার দিলেন। যে তিন ব্যক্তি বিদ্রোহঘটিত পত্র আনিয়া দিয়াছিল, তাহাদের সম্মানার্থ তাঁহার গৃহের সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে একটী সভা হয়। লরেন্স সেই সভায় একটী বক্তৃতা করেন। ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে, ইহাই ঐ বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল।

হেন্‌রি লরেন্স এত কাণ্ড করিয়াও অভীষ্টফললাভ করিতে পারিলেন না। ৭ই মে ৪৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টের আবাসগৃহ দগ্ধ হইয়া যায়। যে স্থবেদার বিদ্রোহঘটিত পত্রখানি কমিস্যনরকে দিয়াছিল, প্রথমতঃ তাহার গৃহেই আগুন লাগে। লরেন্স পর দিবস প্রাতঃকালে ঐ স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি গৃহদাহ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়াতে সিপাইরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। এই সময়ে অযোধ্যার সিপাইদের মনের ভাব যে কিরূপ দোলায়মান হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত হেন্‌রি লরেন্সই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত ছিলেন। লরেন্সের এই একটী বিশেষ গুণ ছিল, যে তিনি লোকের অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার নিকটে কাহার যাইবার প্রতিষেধ ছিল না, তিনি সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন ও সকলেই অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিত। লরেন্স অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্ত করেন, সিপাইদের অন্তঃকরণে যে ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা জন্মিয়াছে, কেবল বসামিশ্রিত টোটার উপাখ্যানটীই উহার একমাত্র কারণ।

লরেন্স ৯ই মে লক্ষ্ণৌ হইতে লর্ড ক্যানিঙকে লেখেন, আমি এখানে এক জন জমাদারের সহিত এক ঘণ্টারও অধিক কাল কথোপকথন করিলাম। তাহার জিদ দেখিয়া আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে। জমাদার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। সে কহে, আমার অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে দশ বৎসর অবধি ইংরাজেরা ভারতবর্ষীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। যে ইংরাজেরা চাতুরী করিয়া ভরতপুর ও লাহোর অধিকার করেন, তাঁহারা যে, আটায় গোঅস্থি চূর্ণ মিশ্রিত করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। আমি বলিলাম, ইংরাজ জাতির বল বীর্য্যের বিষয় রুসিয় যুদ্ধে প্রকাশ আছে। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের সেনা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা এই হিন্দুস্থানেও যত সেনা আবশ্যক, ছয় মাসের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে আনিতে পারেন। জমাদার বলিল

হাঁ আমি জানি, আপনাদের অনেক লোক ও অনেক অর্থ আছে কিন্তু ইউঁরোপীয় সেনাগণকে আনয়ন করা বহু ব্যয় সাধ্য, এই নিমিত্তই আপনারা হিন্দুদিগকে সমুদ্রে লইয়া পৃথিবী জয় করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, সিপাইরা স্থল যুদ্ধে ভাল বটে কিন্তু সামান্য আহার নিবন্ধন জল যুদ্ধে একান্ত অপারক। জমাদার কহিল, এই নিমিত্তইতো আপনারা আমাদিগকে যাহা ইচ্ছা, খাওয়াইয়া বলবান্ করিবার ও সর্ব্বত্র লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি উত্তর দিলাম, নির্ব্বোধ ও বিশ্বাসঘাতকেরা এরূপ বলিয়া থাকে, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এরূপ বিবেচনা করেন না। জমাদার কহিল, সিপাইরা মেষের ন্যায়। প্রধান ব্যক্তি যে দিকে যায়, আর সকলেই তাহার অনুসরণ করে। আমি জমাদারের এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এ ব্রাহ্মণের মন বিলক্ষণ সতেজ আছে, এ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের চাকরি করিতেছে, আমাদের সামর্থ্য ও দৌর্ব্বল্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে এবং আমাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। অতএব এরূপ ব্যক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর। অনন্তর আমি কহিলাম, ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে কাবুলে আমাদের সৈন্য কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় দেড় শত সন্তান পরিত্যক্ত হয়। আমি তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের নিকটে পৌছিয়া দি। যদি খ্রীষ্টান করা আমাদের উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তাহাদিগকে অনায়াসে খ্রীষ্টান করিতে পারিতাম। জমাদার উত্তর দিল, হাঁ মহাশয়! আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়। আমি তৎকালে লাহোরে ছিলাম। কিন্তু আপনারা দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্রীত সন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া থাকেন।

হেন্‌রি লরেন্স যে দিবস জমাদারের সহিত এইরূপ কথোপকথনের বিষয় কলিকাতায় লর্ড ক্যানিঙের গোচর করেন, সেই দিবস আগরার লেপ্টেমেণ্ট গবর্ণর কলভিনকেও লিখিয়া পাঠান ও তাঁহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুর্গ সুরক্ষিত রাখিতে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাঁহার পত্র পৌছিতে বিলম্ব হয়; সুতরাং বিপদের আসন্নতা নিবন্ধন যেরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা আবশ্যক, তাহার কিছুই হয় নাই।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মে মিরাটে সিপাইরা প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহী হয় ও ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলভিন আগরায় থাকিতেন, তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র টালিগ্রাফ্ যোগে কলিকাতায় লর্ড ক্যানিঙের গোচর করেন। কিন্তু ঐ সংবাদটী যথানিয়মে তাঁহার কর্ণ গোচর হয় নাই। আগরা বাসিনী কোন ইউরোপীয় নারী বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মিরাটে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার ভাগিনেয়ী মিরাট হইতে টালিগ্রাফ্ করেন, এখানে অশ্বারোহী সেনারা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ফিরিঙ্গি দেখিবামাত্র হত্যা করিতেছে। অতএব আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি এক্ষণে এখানে আইস না। মিরাট হইতে টালিগ্রাফ্ যোগে এই শেষ সংবাদ প্রেরিত হয়। রাজপুরুষেরা বার্ত্তা প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীরা তাড়িতবার্ত্তাবহের তার কাটিয়া ফেলে।

এইরূপে মিরাটের বিদ্রোহ সংবাদটী প্রথমতঃ আগরা তদনন্তর কলিকাতায় পোঁছে। গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার কোন্সেলের মেম্বরেরা উহার যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। কোন্সেলের অন্যতম মেম্বর ডোরিন বলিলেন, ভরসা করি, মিরাটের বিদ্রোহ সংবাদটী যেন মিথ্যা হয়। কিন্তু কার্য্যে উহা সত্য হইয়া উঠিল এবং তথায় যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে, ঐ সংবাদটী তাহার কিয়দংশ মাত্র। তাড়িতবার্ত্তাবহ নিরন্তর উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে এই বার্ত্তা বহন করিতেছিল, যে মিরাটে সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়াছে, সুতরাং অবিলম্বেই কোন্সেল সভার সন্দেহ দূরীকৃত হইল। ইহার পরেই সংবাদ আসিল, বিদ্রোহীরা মিরাট ও দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী পথের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে। অনন্তর প্রকাশ পাইল, মিরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লীতে গিয়াছে এবং দিল্লীর সিপাইরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ১৪ই মে আগরা হইতে লেখেন, আমি দিল্লীর বাদশাহের

একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে তিনি বলেন, সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং আমিও তাহাদের হস্তে পড়িয়াছি। কমিস্যনর ফ্রেজর ও অপরাপর অনেক ইংরাজ-ভদ্রসন্তান নিহত হইয়াছেন। পরিশেষে বিদিত হইল, বাদশা বিদ্রোহের সহায়তা করিতেছেন, পুরাতন মোগল পতাকা পুনরায় উত্তোলিত হইয়াছে, নগর পথে বিদ্রোহীরা ইংরাজজাতীয় কি স্ত্রী, কি পুরুষ দেখিবামাত্রই হত্যা করিতেছে, বাদশা ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও সর্ব্বসাধারণকে সম্বোধন করিয়া একটী ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে উহার সারার্থ সঙ্কলিত হইল।

বাদশা সমুদায় রাজা ও সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন, যে ইংরাজেরা ধর্ম্মনাশক। তাঁহারা পূর্ব্বে বাইবেল বিতরণ করিতেন, এক্ষণে বিধবা বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সহমরণ উঠাইয়া দিয়াছেন।* চিনি ও ময়দায় গো অস্থি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়াছেন। নাগপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, দত্তক পুত্র আর বিষয়াধিকারী হয় না। অতএব ইংরাজেরা আর কিছু কাল থাকিলে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের একবারেই মূলোচ্ছেদ হইবে। গোবধ হিন্দুদের মতে অতিশয় নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি হিন্দুরা সেই সাধারণ শত্রু ইংরাজদের উচ্ছেদের বিষয়ে সাহায্য দেন, তবে আমি সমুদায় মুসলমান নবাবদিগকে এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ করিতে পারি, যে তাঁহারা গোহত্যা উঠাইয়া দিবেন ও যে সকল মুসলমান গোমাংস খাইবে, তাহাদিগকে শূকর খাদক বলিয়া ঘৃণা করা যাইবে। ইংরাজেরা হিন্দুদের সান্ত্বনার জন্য গোবধ উঠাইবার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা প্রবঞ্চকের শিরোমণি, তাঁহাদের কথা কেবল কথামাত্র, ইষ্ট সিদ্ধি হইলে তাঁহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উহা অবগত আছেন। আমি হিন্দুদের

---

*১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের অধিকার কালে সহমরণের প্রথা উঠিয়া যায়।

গঙ্গা, তুলসী ও শালগ্রাম এবং মুসলমানদের কোরাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, ইংরাজেরা উভয় জাতির শত্রু। অতএব ধর্ম্ম রক্ষার্থ উভয় জাতি মিলিয়া উহাদের উচ্ছেদে যত্নবান্ হও। এমন দিন আর আসবে না।

ইংরাজেরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিবার পরে শত বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার ভয়ঙ্কর সংবাদ কখনই ইংরাজ শাসন কর্ত্তার কৌন্সেল গৃহে আনীত হয় নাই। যে বিতস্তি প্রমাণ মেঘ নূতন বৎসরের প্রথম মাসে উদিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে নিবিড় অন্ধকারে সমুদায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং ইংরাজদের উপরে দুর্ব্বিসহ বাত্যা সহকারে বিপদ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা একটী সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, যে এই সময়ে লর্ড ক্যানিঙের হস্তে রাজ্যের সমুদায় কর্ত্তৃত্ব ভার থাকে। যদিও এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ নানা চিন্তায় আকীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি সর্ব্বজন সমক্ষে কোন প্রকার উদ্বেগ চিহ্ন প্রকাশ না পাইয়া বরং গাম্ভীর্য্য ভাবই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন, যে সকল উপাখ্যান দ্বারা কতকগুলি রেজিমেণ্টের সিপাইরা ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা করিতেছে, সে সকলই মিথ্যা ও কুলোক কল্পিত। অতএব আমি সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যেন কেহই সেই কুলোকের কাল্পনিক গল্পে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত না হন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখনই প্রজাগণের ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং করিবেনও না।

গবর্ণর জেনেরল এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন বটে, কিন্তু বাত্যাকুলিত মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা কি যৎকিঞ্চিৎ তৈল প্রক্ষেপ করিলে প্রশমিত হইতে পারে? বস্তুতঃ লর্ড ক্যানিঙও কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেন না, তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্থগিত করিবার জন্য অবিলম্বে একটী আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, উপক্রান্ত

প্রদেশে সাংগ্রামিক আইন* প্রচার করিয়া দিলেন ও বোম্বে মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সেনা আনিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আউটরামের সেনারাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আউটরাম সেনাপতি হইয়া পারস্য রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি পারস্য সাগরে উপনীত হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, এস্থলে সে সকল বিশেষ রূপে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে তিনি পারস্য রাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ক্যানিঙ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহাকে লিখিলেন, আপনি যত শীঘ্র সম্ভব, ইষ্টিমার দ্বারা সসৈন্যে ফিরিয়া আসিবেন।

এই সময়ে সৌভাগ্য ক্রমে অন্য দিক্ হইতে লর্ড ক্যানিঙের সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ হইল। চীনাধিপতি রাজ্যস্থিত ইংরাজ-অধিবাসীগণের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ হন ও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন। লর্ড এল্‌গিনের প্রতি এই যুদ্ধ চালাইবার ভার সমর্পিত হয়। তদনুসারে এল্‌গিন ইংলণ্ড হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিঙ তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে এই মর্ম্মে দুই খানি পত্র লেখেন, ভারতরাজ্যের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া মিরাট ও দিল্লী অধিকার করিয়াছে। অতএব আপনি যত সেনা বাঁচাইতে পারেন, শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন। যদি সৈন্য পাঠাইলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাকে কোন কথা বলেন, আমিই তাহার জবাবদিহি করিব, সে নিমিত্ত আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি দিল্লী ও মিরাটের বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত আপনার সাহায্য

---

*সাধারণ আইন অপেক্ষা সাংগ্রামিক আইন অনেকাংশে কঠিন। সেনাসম্পর্কীয় লোকদিগকে সচরাচর এই আইনের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কোন জেলা বা প্রদেশে গুরুতর উপদ্রব উপস্থিত হইলে তথাকার লোকদিগকে শাসিত রাখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অন্যান্য ব্যক্তির উপরেও এই আইন প্রচলিত করা হয়।

চাহি না। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত ইউরোপীয় সেনা আছে, তাহারা দিল্লীতে আসিয়া একত্রিত হইলেই তথাকার বিদ্রোহানল সহজে নির্ব্বাপিত হইবে। অন্যথা শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যতই কালাতিপাত হইবেক, অপরাপর প্রদেশের অপরাগাক্রান্ত সেনাগণের সাহস ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অথচ কালাতিপাত একবারেই পরিহার করা যাইতেছে না। বিশেষতঃ আগরার এদিকে যে সকল বিদ্রোহী পল্টনের কোন সংবাদই লওয়া যাইতেছে না, তাহাদের মধ্যে যদি এক পল্টনও সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হয়, তবে গঙ্গার প্রান্তবর্ত্তী সকল স্থানই এক পক্ষের মধ্যে তাহাদের হস্তগত হইবেক বলিয়া অবধারিতই রহিয়াছে। এই সময়েই দশাহ বা দ্বাদশাহের মধ্যে প্রতিবিধানের সমস্ত উদেযাগ সম্পন্ন করিয়া তোলা আবশ্যক। যদি বিদ্রোহের বিস্তার না হইয়া এই দশ বার দিন অতিবাহিত হয়; তাহা হইলে ভদ্রস্থতা দেখিতেছি। অন্যথা নিদারুণ উপদ্রব ঘটিবে। যদি সেই ঘোরতর অরাজককাণ্ড নিবারণের আশয়ে অত্রত্য সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে এবং সেই উপায় অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হইবেক। যদি আপনি সৈন্য প্রেরণ করেন, তবে আমি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজন সমাধা হইবার পরে এক মুহুর্ত্তের নিমিত্ত তাহাদিগকে এখানে রাখিব না। যদি সেই সঙ্গে আপনার স্বয়ং আসিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমার কিছুমাত্র অনভিমত নহে জানিবেন।

এই সময়ে আর একটী শুভ ঘটনা দৃষ্ট হইল। বহরমপুরের বিদ্রোহী রেজিমেণ্টের পদচ্যুতি সময়ে রেঙ্গুন হইতে যে সমস্ত ইউরোপীয় সেনা আনীত হয়, তাহারা তখন পর্য্যন্ত কলিকাতার সন্নিধানে ছিল, লর্ড ক্যানিঙ অবিলম্বে তাহাদিগকে বিদ্রোহ-স্থানে যাইবার আদেশ দিলেন ও এই সময়ে সেনা আনয়ন করিবার জন্য মান্দ্রাজেও টালিগ্রাফ করিলেন। লর্ড ক্যানিঙ অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা পঞ্জাবের সেনাগণের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেন। তিনি অবিলম্বে আগরায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইলেন,

আপনি পঞ্জাবের কমিস্তনরকে লিখিবেন, যে তিনি শিখ সেনা ও পঞ্জাবরাজ্যস্থিত ইউরোপীয় সেনা যত বাঁচাইতে পারেন, অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ দিল্লী উদ্ধারের নিমিত্ত যতদূর সাধ্য, চেষ্টা করিতে হইবেক।

লর্ড ক্যানিঙ ইতিপূর্ব্বে একবার বিদ্রোহের সংবাদ ইংলণ্ডে লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার ভারতবর্ষ সম্পৃক্ত রাজমন্ত্রীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশীয় লোককে এই ভয় দেখাইতেছেন, যে ইংরাজেরা হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিতে উদ্যত আছেন। অন্যান্য ব্যক্তির অভিসন্ধি এই যে, ইংরাজদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে।

১৪ই মে মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের সংবাদ কানপুরে পৌঁছে। এই সময়ে কানপুরে দেড় শত ইউরোপীয় সেনা ও চারি পল্টন সিপাই ছিল। সর্‌হিউ হুইলার উহাদের অধিনায়ক ছিলেন।

১৬ই মে রাত্রে সহসা আগুন লাগিয়া প্রথম রেজিমেণ্টের বাসশ্রেণী দগ্ধ হইয়া যায়। কানপুরে দুর্গ ছিল না, অকস্মাৎ ঐ ঘটনা হওয়াতে সেনাপতি হুইলার কতকগুলি কামান বারিকে আনয়ন করেন। এই সময়ে ইউরোপীয় নারী ও বণিকেরা ভীত হইয়া বারিকে আশ্রয় লন। লক্ষ্ণৌ হইতে ৩২ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কতকগুলি সিপাই কানপুরে আসিয়া পৌঁছে। নগর মধ্যে জনরব উঠে, ২৩এ মে সিপাইদিগকে টোটা কাটিতে হইবে, যাহারা টোটা কাটিতে অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে কানপুর-স্থিত রাজপুরুষগণের অন্তঃকরণে এরূপ ভয় সঞ্চার হয়, যে তাঁহারা ২৪এ মে মহারাণীর জন্মদিন উপলক্ষেও পাছে সিপাইরা তোপধ্বনি শুনিয়া উত্তেজিত ও বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, এই ভয়ে তোপ বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে নানাসাহেব পারিষদ বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বিথুর নগরে বাস করিতে ছিলেন। লর্ড ডেলহৌসী তাঁহাকে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে পৈতৃক পেন্সন লাভে বঞ্চিত করেন। নানা সাহেব তদবধি

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরে জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ম্মচারিদের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেন। বৃটিশ কর্ম্মচারিগণের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, নানা সাহেব পৈতৃক মান সম্ভ্রম নাশের শোক একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা নানা সাহেবের উপরে কোন প্রকার সন্দেহ করিতেন না।

বিথুর নগর কানপুরের সন্নিহিত। নানা সাহেব কানপুরে বিদ্রোহের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া তথাকার মাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, আমার পাঁচ শত সেনা ও দুইটী কামান আছে। যদি আপনারা আমার সাহায্য চাহেন, আমি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তদনুসারে ২৬এ মে নানা সাহেবের প্রতি কানপুরের ধনাগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। ধনাগার নানা সাহেবের ভবনের অনতিদূরে ছিল, নানা সাহেব তথায় দুইটী কামান ও দুই শত অশ্বারোহী সেনা পাঠাইলেন।

এই সময়ে অযোধ্যার কমিস্তনর লরেন্সের প্রেরিত অযোধ্যার দ্বিতীয় সংখ্যক রেজিমেণ্ট কানপুরে আসিয়া পৌছে। সেনাপতি হুইলার ঐ রেজিমেণ্টের প্রতি সন্দিহান হন ও উহাদিগকে ফতেগড়ে পাঠাইয়া দেন। পথিমধ্যে উহারা বিদ্রোহী হয় ও সঙ্গে যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করে। সে যাহা হউক, উক্ত রেজিমেণ্টের কতকগুলি শিখসেনা কানপুরে ফিরিয়া আইসে। সেনাপতি হুইলার অবিলম্বে উহাদিগকে ছাড়াইয়া দেন।

কানপুরে দুর্গ ছিল না, সেনাপতি হুইলার এক্ষণে বিপদ সন্নিহিত বুঝিতে পারিয়া বারিক পরিখাবেষ্টিত করিতে লাগিলেন ও সমুদায় ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে বারিকে যাইয়া থাকিতে কহিলেন। কানপুরে সৈনিক, স্ত্রী, পুরুষ ও বালক সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন ৭৫০ ইউরোপীয় ছিলেন। তাঁহারা অবিলম্বে পরিখাবেষ্টিত বারিকে

যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৪ ঠা জুন এক মাসের উপযুক্ত আহার সামগ্রী ও ট্রেজরি হইতে ১ লক্ষ টাকা বারিকে আনীত হইল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ট্রেজরিতে ৯ লক্ষ টাকা রহিল। অস্ত্র-শালা হইতে বারুদ ও গুলি গোলা স্থানান্তরিত করিবার উপায় হইল না।

৬ই জুন রাত্রি ২ টার সময়ে সিপাইরা বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিল। উহারা প্রথমতঃ ধনাগারে গেল, রক্ষী সেনারা উহাদিগকে কোন কথাই বলিল না; সুতরাং উহারা নির্ব্বিবাদে ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইল। এই রূপে ধনাগার লুণ্ঠন করিবার পরে বিদ্রোহীরা কারাগারে প্রবেশ করিল ও সমুদায় কয়েদী দিগকে ছাড়িয়া দিল এবং নিকটবর্ত্তী সমুদায় আফিস দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইহার পরেই বিদ্রোহীরা দিল্লী যাইবার মানসে কানপুর হইতে বাহির হয়। পথি-মধ্যে উহারা কল্যাণপুর নামক স্থানে ছাউনি করে।

নানাসাহেব যদিও এ পর্য্যন্ত ইংরাজদের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়া আসিয়া ছিলেন, কিন্তু তলে তলে তাঁহার সহিত বিদ্রোহীদের যোগ ছিল। বিদ্রোহীরা অপহৃত অর্থের অধিকাংশই তাঁহাকে প্রদান করে। নানাসাহেব এক্ষণে অবসর বুঝিয়া ছদ্মভাব পরি-ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্রোহীদের ছাউনিতে গিয়া কহি-লেন, তোমরা কানপুরে ফিরিয়া আইস, তথাকার ইউরোপীয় কর্ম্মচারী, সৈন্য ও সমুদায় খ্রীষ্টান অধিবাসীগণের প্রাণ সংহার কর। তৎ-পরে তোমরা, কানপুর প্রদেশের রক্ষার্থ কতকগুলি সেনা রাখিয়া দিল্লী অথবা লক্ষ্ণৌ যে স্থানে ইচ্ছা, যাইও। বিদ্রোহীরা নানা সাহে-বের বাক্যে সম্মত হইল। নানা সাহেব ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে উহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও সৈনা-নায়ক হুইলারকে জানাইলেন, আমি তোমাকে আক্রমণ করিতে আসি-য়াছি। নানা সাহেব এই বাক্যটী শীঘ্রই প্রকৃতরূপে প্রতিপালন করিলেন। অবিলম্বে চারিটী কামান আনীত হইল। নানার সেনারা বারিকের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অবরুদ্ধেরাও বারিকের

মধ্য হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। আক্রমণের প্রথম দিবস কোন পক্ষের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। দ্বিতীয় দিবস বিদ্রোহীরা যে একটি উপায় অবলম্বন করিল, তদ্দ্বারা তাহাদিগের দলপুষ্টির বিলক্ষণ সুবিধা হইল। উহারা নগর মধ্যে মুসলমানের নিশান তুলিয়া দিল। ইহাতে কানপুরবাসী সমুদায় মুসলমান আসিয়া বিদ্রোহের সহায়তা করিতে লাগিল। নানা সাহেবের সেনাদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল ও সমুদায় নগর এবং বারুদ, গুলি, গোলা প্রভৃতি যুদ্ধের সমুদায় উপকরণ সামগ্রী তাঁহার হস্তে পতিত হইল, সুতরাং এক্ষণে নানা দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন ও কানপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। তাঁহার সেনারা উত্তরোত্তর বারিকের সন্নিহিত হইয়া অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিল। অবরুদ্ধগণের যন্ত্রণার আর পরিসীমা ছিল না, উহাদের মধ্যে শতাধিক ব্যক্তি নিহত ও ইউরোপীয় নারী এবং অন্যান্য ব্যক্তি যন্ত্রণায় উন্মত্ত প্রায় হইল, তথাপি বৃটিশ সেনারা অতিকষ্টে ২৬এ জুন পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা করিয়াছিল। নানাসাহেব ঐ দিবস প্রাতঃকালে আসিয়া ইংরাজদের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, যে সকল সেনা ও যে সকল ব্যক্তি ডেল-হৌসীর কার্য্যে লিপ্ত নহেন ও যাঁহারা এক্ষণে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে নিরাপদে এলাহা-বাদে পৌঁছিয়া দিব।

কানপুরবাসী ইংরাজেরা ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলেন, বিশে-ষতঃ সেনাপতি হুইলার এরূপ আহত হইয়াছিলেন, যে তাহাতে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং ইংরাজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া নানা সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে ত্রিশ খানি নৌকা আনীত হইল। হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়েরা ২৭এ জুন প্রাতঃকালে এলাহাবাদে যাইবার মানসে বারিক হইতে যাত্রা করিলেন। এক্ষণে নানা সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা করিবার প্রকৃত অবসরও উপস্থিত হইল। কেবল কতকগুলি ইউরোপীয় নৌকারোহণ করিয়াছেন, এমত সময়ে নাবিকেরা পূর্ব্বকৃত বন্দো-

বস্তু অনুসারে নৌকার ছতরীতে আগুন দিয়া দ্রুতবেগে তীরে আসিয়া উঠিল। তৎপরে ইউরোপীয়দিগের উপরে ভয়ঙ্কর অগ্নি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ত্রিশখানা নৌকার মধ্যে কেবল দুইখানি মাত্র ছাড়িয়াছিল, উহার একখানি কিয়ৎক্ষণের মধ্যে জলমগ্ন হইল। কিন্তু আরোহীরা অতিকষ্টে অপর নৌকা খানিতে আসিয়া উঠিলেন। অন্য আটাইশ খানি নৌকায় যে সকল ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি নিহত, কতকগুলি জলমগ্ন ও অবশিষ্টেরা বন্দীকৃত হইলেন। যে নৌকাখানি চলিতেছিল, তাহাতে পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় ছিলেন। নানার সেনারা গঙ্গার উভয়তীর দিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিল। নৌকাখানি ৩ ক্রোশ চলিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে চড়ায় ঠেকিল। পলায়িতেরা ভিতরে থাকিয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিলেন। রাত্রি সমাগমে বাহিরে আসিলেন ও ধরাধরি করিয়া নৌকাখানি উঠাইয়া চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু নৌকাখানি ৪ ক্রোশ আসিয়া নৌজেপুর নামক স্থানে পুনরায় চড়ায় ঠেকিল। এই স্থানে বিদ্রোহীরা পুনর্ব্বার নৌকা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে যদিও পলায়িতদিগের অনেকে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রোহীদিগকে হটিয়া কানপুরে আসিতে হয়। নানাসাহেব অবিলম্বে দুইটী পূর্ণ রেজিমেন্ট পাঠাইলেন। ঘটনাক্রমে ঐ দিবস রাত্রে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে আরোহীদিগের পক্ষে শাপে বর হইল, নৌকাখানি সহজে উঠিয়া গেল। আরোহীরা পথের বিষয় কিছুই জানিতেন না, সুতরাং খানিক দূর গিয়া নৌকাখানি সূর্য্যপুরের নীচে পুনরায় চড়ায় লাগিয়া গেল। এই স্থান কানপুর হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে স্থিত। সে, যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আরোহীরা দেখিতে পাইলেন, নির্দ্দয় বিদ্রোহীরা অনুসরণ করিতেছে।

এক্ষণে আরোহীরা বিবেচনা করিলেন, নৌকাখানি উদ্ধার করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহাদের মধ্যে চৌদ্দ ব্যক্তি আক্রমণকারীদিগকে দূর করিবার মানসে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের অভি-

প্রায় সিদ্ধ হয়। তাঁহারা শত্রুগণের অনুসরণ করিতে করিতে অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। তৎপরে ক্লান্ত হইয়া সন্নিহিত একটী মন্দিরে আশ্রয় লন। মন্দিরের দ্বারে এক ব্যক্তি নিহত হন। অবশিষ্ট তের জন প্রথমতঃ শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। শত্রুগণের মধ্যে অনেকে হত হইল। এক্ষণে শত্রুরা সেই অল্প সংখ্যক ইংরাজদিগকেও আক্রমণ করিতে ভীত হইয়া একটী কামান আনিল ও মন্দিরের উপরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু মন্দিরটী এরূপ দৃঢ় ছিল, যে তাহাতে গোলা লাগিয়া প্রতিহত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন বিদ্রোহীরা মন্দিরের দ্বারে জ্বালানি কাষ্ঠ রাশীকৃত করিয়া আগুন করিল ও তাহাতে বারুদ ফেলিয়া দিল। অতিশয় ধূমোদ্গম হওয়াতে অভ্যন্তরস্থিত হত-ভাগ্য ইংরাজগণের নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল ও তাঁহারা এক উদ্যমে বাহিরে আসিয়া গঙ্গার দিকে দৌড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। মন্দিরের মধ্য হইতে বন্দুক ছুড়িবাতে বিদ্রোহীরা চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। বোধ হয়, ঐ হতভাগ্য ইংরাজদের মধ্যে ছয় ব্যক্তি সাঁতার জানিতেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, আমাদের আর জীবন রক্ষার উপায় নাই, তাঁহারা এই বিবেচনায় বিদ্রোহীমণ্ডলের মধ্যে দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গেলেন ও যতক্ষণ সাধ্য, যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইলেন। অবশিষ্ট সাত জন দৌড়িয়া গঙ্গায় পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন গুলি খাইয়া প্রাণ হারাইলেন। এক জন চীত সাঁতার দিতে দিতে অজ্ঞাতসারে তীরের নিকটে আসিয়া পৌছিলেন। বিদ্রোহীরা অবিলম্বে শাণিত খড়্গ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। অবশিষ্ট চারি জন সাঁতার দিয়া তিন ক্রোশ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন আহত হন, কেবল এক জন মাত্র অক্ষত শরীরে ছিলেন। পরিশেষে ঘটনাক্রমে তাঁহাদের জীবন রক্ষার একটী উপায় হইল। মিত্ররাজ দিগ্বিজয় সিংহের দুই জন সিপাই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় ও সাদরে আহ্বান করে। তাঁহারা তিন দিবস

অনাহারে থাকিয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিদ্রোহীরা অনুসরণে বিরত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে পুনর্জীবিত বোধ করিলেন ও একবারেই রাজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয় সিংহ তাঁহাদের দুরবস্থা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হন ও এক মাস রাখিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দেন।

এদিকে কানপুরের ঘাট হইতে দুই খানি নৌকা চলিয়া যাইবার পরে তথায় ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। ইউরোপীয়দিগের উপরে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ হয়। নানার অশ্বারোহী সেনারা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তলোয়ারের দ্বারা হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগের প্রাণ সংহার করে। পরিশেষে নানাসাহেবের ভ্রাতা হত্যাকাণ্ড স্থগিত করিতে আদেশ দেন। তৎপরে হতাবশিষ্ট ব্যক্তিরা একটী বৃহৎ গৃহে আনীত হইল। বিদ্রোহীরা তথায় স্ত্রীলোক ও বালক ব্যতিরেকে আর সমুদায় ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিল। স্ত্রী ও বালকদিগকে বিবিঘর নামক একটী ক্ষুদ্র গৃহে আনিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্যপুরের নীচে নৌকার ভিতরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারাও বন্দীকৃত ও কানপুরে আনীত হয়। বিদ্রোহীরা তাহাদের মধ্য হইতেও সমুদায় পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে উপরোক্ত বিবিঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

জেনরল হ্যাবলক ৬ই জুলাই এলাহাবাদ হইতে সসৈন্যে কানপুরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অনেক শোচনীয় ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। বিদ্রোহীরা অনেক গ্রাম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, অনেক অনেক গ্রাম জনশূন্য মরুভূমি তুল্য করিয়াছিল। হ্যাবলক অনেক দূর পর্য্যন্ত জন-মানবের সমাগম দৃষ্টিগোচর করেন নাই।

হ্যাবলক ১৫ই জুলাই কানপুরের নিকটে আয়উঙ নামক গ্রামে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। নানাসাহেব এই সংবাদ শুনিবামাত্র ভগ্নোদ্যম হন ও যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার হস্তে পতিত হইয়া তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত

ছিল, অবিলম্বে তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুনরায় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। বিবিঘরে স্ত্রীলোক ও বালকদের সহিত তিন চারি জন পুরুষও রুদ্ধ ছিল, নানার সেনারা প্রথমতঃ পুরুষদিগকে বাহিরে আনিয়া হত্যা করে। তৎপরে নানাসাহেব স্ত্রীলোক ও বালকদিগকেও বাহিরে আনিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু উহারা কোনমতে বাহিরে আসিল না, পরস্পর জড়সড় হইয়া বন্দিগৃহের ভিতরেই থাকিল। সিপাইরা জানালা দিয়া গুলি করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক ও বালকেরা ইতিপূর্ব্বেই অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে অনেকেই গুলি খাইয়া অবিলম্বে ভূতলশায়ী হইল। তৎপরে ঘাতকেরা খড়্গ লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও হতাবশিষ্ট হতভাগ্য বন্দিগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। বিবিঘরের মধ্য হইতে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল। বহু ক্ষণ পরে হতভাগ্য বন্দিগণের দুঃখানল রুধিরের স্রোতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। হত্যাকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে রাত্রি হইয়া পড়ে। রাত্রি সমাগমে বন্দিগৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়। নানাসাহেব সন্নিহিত একটী পান্থশালায় নাচ তামাসার আমোদে সেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। পর দিবস প্রাতঃকালে বিবিঘর পরিস্কৃত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে মৃত দেহ সকল একটী কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পরেই নানাসাহেব কানপুরের অস্ত্রশালা তোপে উড়াইয়া দিয়া পলায়ন করেন।

হ্যাবলক ১৭ই জুলাই কানপুরে গিয়া উপনীত হন ও কানপুর অধিকার করেন। তাঁহার সেনারা পথিমধ্যে যুদ্ধ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিশ্রাম করিতে দুই দিবস অতীত হয়। হ্যাবলক ১৯এ জুলাই বিথুরে যাত্রা করেন। এক্ষণে তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, দুর্ব্বৃত্ত নানা ইতিপূর্ব্বেই সপরিবারে পলায়ন করিয়াছিলেন। হ্যাবলক নির্ব্বিবাদে বিথুরে পৌঁছিয়া নানার ভবন ভূমিসাৎ করিলেন ও বিথুরের অস্ত্রশালা তোপে উড়াইয়া দিয়া কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে সাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী জগদীশপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কুমার সিংহ বিদ্রোহী হইয়া নানাসাহেবের সহিত যোগ দেন। যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহী-সেনাগণের অধিনায়ক হন, তন্মধ্যে কুমার সিংহ যদিও বৃদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যথার্থ বীর পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে আহত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিদ্রোহানলে জীবন আহুতি প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে জেনরল নীল মান্দ্রাজ হইতে সসৈন্যে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। লর্ড ক্যানিঙ অবিলম্বে তাঁহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইতে আদেশ করেন। তিনি হাওড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, ট্রেন্ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার কতকগুলি সেনা নৌকা অভাবে গঙ্গাপার হইতে পারে নাই। ইষ্টেসন মাষ্টার নীলকে কহিলেন, আপনার লোকেরা আসিতে বিলম্ব করিতেছে, কিন্তু সে নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পারি না, আমি ট্রেন্ ছাড়িয়া দিই। নীল অতিশয় তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমভিব্যাহারী সেনাদিগকে এই আদেশ করিলেন, যতক্ষণ অপর পার হইতে সেনারা আসিয়া না পৌঁছে, তোমরা ইষ্টেসন মাষ্টারকে ধরিয়া রাখ। সেনারা তৎক্ষণাৎ ইষ্টেসন মাষ্টারকে কয়েদ করিল। অপর পার হইতে সেনারা আসিয়া গাড়িতে উঠিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এদিকে লক্ষ্ণৌ নগরে কমিস্যনর লরেন্স বিদ্রোহ প্রবৃত্ত পল্টনের শাস্তি বিধান ও প্রভুভক্ত সিপাইদের পুরস্কার প্রদান করিলে পর দুই এক দিবস তথায় কোন গোলযোগ লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু তৎপরে আবার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আরম্ভ হইল। রাত্রি যোগে সভা হইত, গৃহদাহও প্রায় ঘটিত এবং মুসলমানদিগকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করিবার জন্য রাস্তার মোড়ে ইস্তেহার মারা হইত। পুলিশ কর্ম্মচারীরা কাহাকেও ধরিতে পারিত না। ইহাতে বোধ হয়,

উঁহারা অযোগ্য ছিল, অথবা চক্রান্তকারীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। পুলিশ কর্ম্মচারীরা উত্তরকালে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে দ্বিতীয় পক্ষই সমর্থিত হয়।

কমিস্যনর লরেন্স এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে বিপদ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতেছে। বিপদের আসন্নতা নিবন্ধন পূর্ব্বে যেরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা আবশ্যক, লরেন্স তৎ সমুদায়ই করিয়াছিলেন। তিনি মুচিভন অট্টালিকা প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া দুর্গ স্বরূপ করিলেন, সেতুর উপরে প্রহরী নিযুক্ত রাখিলেন ও রেসিডেন্সি * দৃঢ়ীভূত করিয়া উহার মধ্যে ইউরোপীয় নারী ও অশক্তদিগকে লইয়া গেলেন। লরেন্স যদিও এই সকল সময়ে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন, তথাপ অশ্বারোহণ করিয়া সর্ব্বদাই নগর মধ্যে বেড়াইতেন ও সদুপদেশ দিয়া অধিবাসীদিগকে বশবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতেন। অধিবাসীরা তাঁহার বাক্যে মৌখিক সম্মতি প্রদর্শন করিত বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ সেরূপ ছিল না, সুতরাং লরেন্সের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইয়া গেল।

৩০ এ মে রাত্রি ৯টার সময়ে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে সহসা ৭১ সংখ্যক রেজিমেণ্টের বাসশ্রেণী হইতে গুলি গোলার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। জেনরল হ্যাণ্ডস্‌কোম্ ঐ স্থানের নিকট থাকিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন ও গুলি খাইয়া প্রাণ হারাইলেন। লেপ্টনেণ্ট গ্রাণ্ট পাহারায় ছিলেন, তিনিও গুলি খাইয়া আহত হইলেন। একজন সুবেদার তাঁহাকে খাটিয়ার নীচে লুকাইয়া রাখিল ও বিদ্রোহীদিগকে কহিল, তিনি পলাইয়াছেন। কিন্তু একজন হাবেলদার চারিপায়া

*ইংরাজদের রাজনীতি সম্পর্কে এই একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যে মিত্রভাবাপন্ন রাজার নিকটে চিরস্থায়ী দূতঃস্বরূপ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে রেসিডেণ্ট কহে। নবাবের আধিপত্য কালে লক্ষ্ণৌ নগরে এক জন রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার তত্রত্য বাসস্থানের নাম রেসিডেন্সি।

দেখাইয়া দিল। বিদ্রোহীরা অমনি তাঁহাকে তথা হইতে বাহিরে আনিয়া পশুর ন্যায় হত্যা করিল।

এদিকে কমিস্যনর লরেন্স গুলি গোলার শব্দ শুনিবামাত্র অশ্বারোহণে ঐ স্থানে আসিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে বিদ্রোহীদের সহিত বিদ্রোহোন্মুখ নগরবাসিগণের যোগ না হয়। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত দুইটী কামান ও এক দল ইউরোপীয় সেনা পথে রাখিলেন ও অবশিষ্ট সেনাগণকে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য পাঠাইলেন। বিদ্রোহীরা ভাঙ খাইয়া মত্ত হইয়াছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয় সেনাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। কিন্তু তোপধ্বনি শুনিয়া এক উদ্যমে স্ব স্ব আবাসে দৌড়িয়া গেল ও তথা হইতে গুলি ছুড়িতে লাগিল, কিন্তু ইউরোপীয় সেনারা কামান লইয়া নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বিদ্রোহীরা চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে তাহাদের প্রাণ সংহার করিবার জন্য এক দল দেশীয় অশ্বারোহী সেনা প্রেরিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহীদের উপরে অত্যাচার করা অশ্বারোহী সেনাগণের অভিমত ছিল না, সুতরাং কোন বিশেষ ফল লাভ হইল না। তৎপরে বিদ্রোহীরা ৩১এ মে রাত্রি ৪ টার সময়ে মুদ্গিপুরে আসিয়া পৌঁছে। অশ্বারোহী সেনারা অনুসরণে বিরত হইয়াছে দেখিয়া বিদ্রোহীরা তথা হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে ফিরিয়া চলিল। তাৎপর্য্য এই, তথায় যাইয়া অপরাপর রেজিমেণ্টের সিপাইদের সহিত মিলিত হইবে। লরেন্স উহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন, তিনি রেসিডেন্সি রক্ষিত করিয়া দুই শত ইউরোপীয় সেনা, দুইটী কামান ও ৭ সংখ্যক অশ্বারোহী সেনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় সেনারা আসিতেছে দেখিয়া বিদ্রোহীরা পলাইতে লাগিল। ইউরোপীয় সেনারা গোলা বর্ষণ করিতে করিতে মুদ্গিপুর পর্য্যন্ত উহাদের অনুসরণ করে। উহাদের ২।৩ ব্যক্তি হত ও ষাটি জন বন্দীকৃত এবং ইংরাজদের মধ্যে এক জন নিহত হয়।

লক্ষ্ণৌ নগরটী ষড়যন্ত্রকারী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং

এ অবস্থায় নগর পরিত্যাগ করিয়া অধিক দূর যাওয়া অকর্ত্তব্য বোধে লরেন্স নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার পরেই নগর মধ্যে সাংগ্রামিক আইন প্রচার করিলেন, ক্যাণ্টনমেণ্ট * হইতে সেনা ও কামান বিভাগ পূর্ব্বক রেসিডেন্সি ও মুচিভন দুর্গে পাঠাইলেন। ক্যাণ্টনমেণ্টে কেবল চারিটী কামান ও দুই শত সেনা থাকিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে সিপাইরা পুনরায় বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করে, নগরের সমুদায় অধিবাসী আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। বিদ্রোহীরা মুচিভন দুর্গ ও রেসিডেন্সির উপরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। এক্ষণে সুবিচক্ষণ কমিস্তনর দেখিলেন উল্লিখিত দুইটী স্থান রক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি মুচিভন দুর্গ হইতে সমুদায় অধিবাসী, সমুদায় সেনা ও কামান বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের সমুদায় সামগ্রী, রেসিডেন্সিতে আনাইলেন ও দুর্গটী তোপে উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রেসিডেন্সিবাসিগণের সাহস কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল।

লরেন্স এই রূপে রেসিডেন্সি রক্ষিত করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীরা ১লা জুলাই রেসিডেন্সি অবরোধ করিতে আরম্ভ করে। লরেন্স ঐ দিবস আপনার কুঠরীতে বসিয়া কোন কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত একটী গোলা আসিয়া তাঁহার গৃহের ভিতরে পড়ে, কিন্তু গোলাটী ফাটিবার পূর্ব্বে তাঁহারা তথা হইতে সরিয়া গেলেন। ইহাতে সে দিবস তাঁহাদের কোন অনিষ্ট ঘটিল না। উক্ত কর্ম্মচারী লরেন্সকে কহিলেন, এ ঘরটি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হইয়াছে; অতএব আপনার এ ঘরে থাকা কর্ত্তব্য নহে, আপনি আর একটী কুঠরীতে গিয়া থাকুন। লরেন্স তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পর দিবস তিনি সেই ঘরে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে আর একটী গোলা

* সেনারা ব্যাপককাল যে স্থলে শিবির স্থাপন বা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহাকে ক্যাণ্টনমেণ্ট কহে।

আসিয়া ঠিক্ সেই স্থানে পড়িল ও ফাটিয়া গেল। ইহাতে লরেন্সের শরীর মর্ম্মান্তিক আহত হয়। তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দুই দিবস জীবিত ছিলেন, তৎপরে ৪ঠা জুলাই প্রাণত্যাগ করেন।

রেসিডেন্সিবাসী সমুদায় ব্যক্তি লরেন্সের সাহস ও বুদ্ধি-কৌশলের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন, এক্ষণে তাঁহার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া এক বারে ভগ্নোদ্যম হইলেন। বিদ্রোহীদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, ভৃত্যেরা একবার বাহিরে গেলে আর ফিরিয়া আসিত না, অধিক বেতন দিতে স্বীকার করিলেও কেহই চাকরী স্বীকার করিত না। অনেক অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় নারীদিগকে স্বয়ং সন্তানগণের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত ও স্বয়ং বস্ত্র ধৌত করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে যৎকিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী পাইতেন, তাহা তাঁহাদিগকে স্বহস্তে পাক করিতে হইত।

রেসিডেন্সিবাসীরা সাহায্য ও সংবাদ পাইবার মানসে প্রতিদিন চর পাঠাইতেন, কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহই আর ফিরিয়া আসিত না। অবশেষে ২৬এ জুলাই অঙ্গদ নামক এক ব্যক্তি কানপুর হইতে এই সংবাদ লইয়া আইসে, যে হ্যাবলক সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ৫। ৬ দিবসের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। রেসিডেন্সিবাসীরা অবিলম্বে এক জন চরের দ্বারা হ্যাবলককে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে যখন আপনি নগরের সন্নিধানে আসিয়া পৌঁছিবেন, ঐ সময়ে দুইটী হাউই ছুড়িবেন। তাহা হইলে আমরা আপনার আগমন সংবাদ জানিতে পারিব ও আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিব। সে যাহা হউক, ছয় দিবস অতীত হইল, তথাপি হ্যাবলক আসিয়া পৌঁছিলেন না, ইহাতে রেসিডেন্সিবাসীরা আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দিবসে বিদ্রোহীদের অত্যাচার সহ্য করিয়া রাত্রে কেবল হাউই লক্ষ্য করিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা ২৯এ আগষ্ট শুনিলেন, হ্যাবলক্ আসিতে ছিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে

হয়। তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী ছিল, তাহা নিঃশেষ হওয়াতে তিনি তৎসমুদায় পুনরায় সংগ্রহ করিবার জন্য ফিরিয়া গিয়াছেন।

২৫এ সেপ্টেম্বর হ্যাবলক্ ও আউটরাম দুই জনে মিলিয়া সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ নগরের সন্নিধানে গিয়া পৌঁছিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যা হয়। রাত্রি সমাগমে আউটরাম কহিলেন, আজি বাহিরে থাকা যাউক। হ্যাবলক্ বলিলেন, যখন পৌঁছিয়াছি, যে কোনরূপে হউক, আজি রাত্রেই নগরমধ্যে যাইয়া রেসিডেন্সিবাসিগণের দুঃখ মোচন করিতে হইবে। অনন্তর তাঁহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদ্রোহীরা ছাদের উপর হইতে অবিশ্রান্ত গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে হ্যাবলকের সেনাগণের মধ্যে অনেকে হতাহত হয় বটে, তথাপি তাহারা হটিয়া আসিল না। তাহারা পৌঁছিবামাত্র রেসিডেন্সিবাসীরা অতিশয় হর্ষিত হইল ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। হ্যাবলক্ উপস্থিত হওয়াতে রেসিডেন্সিবাসিগণের দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাহারা মুক্ত হইতে পারিল না, তাহাদের বাহির হইবার কোন উপায় ছিল না, বিদ্রোহীরা রেসিডেন্সি বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা অনেক অধিক, কিন্তু বৃটিশ সেনার সংখ্যা অতি অল্প; বিশেষতঃ রেসিডেন্সি আহত, পীড়িত, স্ত্রীলোক এবং বালকে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় হ্যাবলক্ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না ও রেসিডেন্সিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করিতেও সাহসী হইলেন না, সুতরাং তাঁহাকে কষ্ট সৃষ্টে রেসিডেন্সিতেই থাকিতে হইল।

এ দিকে দিল্লী বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা হয়। দিল্লী নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ও দুর্গ-রক্ষিত। তথায় বৃদ্ধ মোগল সম্রাট্ বাস করিতেন। দিল্লীতে অনেক দিন অবধি ইউরোপীয় সেনা ছিল না, তথাকার সমুদায় সিপাইরা যাইয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয়। লেপ্টনেণ্ট উলুবি দিল্লীর অস্ত্রশালার অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি অস্ত্রশালা রক্ষা করা অসাধ্য দেখিয়া বারুদের ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া উহা উড়াইয়া দেন। ইহাতে পথবাহী অনেক ব্যক্তি বিনষ্ট

ও সন্নিহিত অনেক অনেক গৃহ দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ইংরাজদের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছিল; বারুদ, গোলা প্রভৃতি যুদ্ধের সামগ্রী কিছুই বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হয় নাই। দিল্লী নগর বাসী যে কয়েক জন ইউরোপীয় পূর্ব্বে সাবধান হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। অবশিষ্ট সমুদায় ইউরোপীয় বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। বাদশা সিংহাসনে আরূঢ় হন। পুরাতন মোগল পতাকা পুনরায় উত্তোলিত হয়। প্রধান সেনাপতি আন্সন সিম্লিয়া পাহাড়ে ছিলেন, তিনি এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পাইবামাত্র অম্বালা নগরে ফিরিয়া আইসেন ও তথা হইতে সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি পথি মধ্যে করনল নামক স্থানে পৌঁছিয়া ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন ও ২৭এ মে কলেবর পরিত্যাগ করেন। আন্সনের মৃত্যুর পরে বারনার্ড প্রধান সেনাপতি হইয়া দিল্লী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যাইতে ছিলেন, কিন্তু তিনিও পথিমধ্যে দুর্ভাগ্য ক্রমে নিধন প্রাপ্ত হন। এই সকল ঘটনা হওয়াতে দিল্লীর বিদ্রোহীরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। শাজাদারা সেনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে সৈন্য চালনা করিতে হয় ও কিরূপে সৈন্যদিগকে বশবর্ত্তী করিতে হয়, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না, সুতরাং সিপাইরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

এদিকে সর্ কোলিন ক্যাম্বেল (ইনি উত্তর কালে লর্ড ক্লাইড নামে বিখ্যাত হন) লক্ষ্ণৌ নগরে রেসিডেন্সিবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ২৭এ অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৫ই নবেম্বর কানপুরে উপনীত হন। তিনি কানপুরে কতিপয় দিবস ছিলেন, অনন্তর চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। ক্যাম্বেল অতি উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন, তিনি আপনার সেনা অপেক্ষা দশ গুন অধিক বিদ্রোহী সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৭ই নবেম্বর রেসিডেন্সিতে উপনীত হন। রেসিডেন্সিস্থিত বালক, স্ত্রীলোক, আহত ও পীড়িতদিগকে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত

করিতে চারি দিবস অতীত হয়। ক্যাম্বেল উহাদিগকে ২২এ নবেম্বর নিরাপদে কানপুরে লইয়া যান। এইরূপে রেসিডেন্সিবাসীরা মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্ণৌ নগরটী বিদ্রোহীদেরই হস্তে থাকিল। ক্যাম্বেলের এত অধিক সেনা ছিল না, যে তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া লক্ষ্ণৌ অধিকার করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু কাল সেনার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিরাটের বিদ্রোহ ও দিল্লী পরাজয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র লর্ড ক্যানিঙ আগরায় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়া পাঠান, আপনি পঞ্জাবের কমিস্নরকে লিখিবেন, যে তিনি শিখ সেনা ও পঞ্জাব রাজ্যস্থিত ইউরোপীয় সেনা যত বাঁচাইতে পারেন, অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ দিল্লী উদ্ধারের নিমিত্ত যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবেক। তদনুসারে কমিস্নর সর্ জন লরেন্স দিল্লীতে শিখসেনা পাঠান। পাতিয়ালা ও ঝিণ্ডির রাজাও ঐ সময়ে সৈন্য দ্বারা বিস্তর সাহায্য করেন। জেনরল উইলসন্ সেনাপতি হন। ঐ সকল সেনারা আসিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লী অবরোধ করিতে আরম্ভ করে। দুই দিবস দিল্লীর উপরে অনবরত গোলাবর্ষণ হয়। তাহাতে নগরপ্রাচীরের দুইটী স্থান ভগ্ন হইয়া যায়। উইলসন ১৪ই সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ছয়দিবস যুদ্ধ হয়। বৃটিশ সেনাপতি ২০এ সেপ্টেম্বর দিল্লী নগর পুনরধিকার করেন। বিদ্রোহীরা পলাইয়া অযোধ্যায় যায়। বাদশাহও উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু এক দল অশ্বারোহী সেনা অনুসরণ করাতে তাঁহাকে পরিশেষে আত্ম সমর্পণ করিতে হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২রা অক্টোবর কলিকাতায় লর্ড ক্যানিঙ সংবাদ পাইলেন, জেনরল উইলসন্ দিল্লী পুনরধিকার করিয়াছেন ও বাদশা বন্দীকৃত হইয়াছেন। দিল্লী বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা ছিল, তথায় ক্রমাগত চারি মাস বিদ্রোহ থাকে, সুতরাং দিল্লী উদ্ধার হওয়াতে বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণীকৃত হইল।

ইত্যবসরে সিংহল ও চীন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বৃটিশ সেনা সকল এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। নেপালের সেনাধ্যক্ষ জং বাহাদুর সসৈন্যে আসিয়া বৃটিশ সেনার সহিত মিলিত হন। সর্ কোলিন ক্যাম্বেল এইরূপে বর্দ্ধিত-সামর্থ্য হইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। তিনি তথায় পোঁছিয়া ৫ই মার্চ্চ অবধি ১৬ই পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ দিবস লক্ষ্ণৌ-নগর পুনর্ব্বার ইংরাজদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহীরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে।

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ লর্ড ক্যানিঙ অযোধ্যার কমিস্তনর আউটরামের নিকটে এই উপদেশ সহকারে একখানি ঘোষণা পত্র পাঠাইয়াছিলেন, যে আপনি লক্ষ্ণৌ হস্তগত হইবামাত্র উহা তথায় প্রচার করিবেন। এক্ষণে সেই ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইল। ঘোষণার মর্ম্ম এই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরে অযোধ্যার যে ছয় জন তালুকদারের ভক্তি অবিচলিত আছে, কেবল তাঁহারাই পদস্থ থাকিবেন। অপরাপর সমুদায় ব্যক্তির ভূমিসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। তবে এক্ষণে অযোধ্যার যে সমস্ত তালুক-দার, জমিদার ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কমিস্তনরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কোন ইংরাজ হত্যার পাপে লিপ্ত হন নাই, সপ্রমাণ হইবে, গবর্ণর জেনেরল অঙ্গীকার করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের উপরে আর কোন অনুগ্রহ করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচার ও ক্ষমার উপরে নির্ভর করিতেছে, গবর্ণর জেনরল সে বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না।

অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিঙের ঘোষণা অযো-ধ্যায় প্রচার হইলে তথায় বিদ্রোহের শান্তি না হইয়া বরং বিস্তার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহা হয় নাই। লর্ড ক্যানিঙ যে অভিপ্রায়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই সফল হয়। মানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান তালুকদারেরা অস্ত্র শস্ত্র

পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হন ও অযোধ্যার বিদ্রোহানলও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

এদিকে অযোধ্যার ঘোষণার বিষয় ইংলণ্ডে প্রচার হইবার পরে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের অধ্যক্ষ লর্ড এলেনবরা ক্যানিঙের প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও কার্কশ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে লেখেন, আপনি অযোধ্যায় যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তথায় শান্তি স্থাপন হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। অন্যান্য দেশের লোকেরা যেরূপ পৈতৃব-সম্পত্তির উপরে স্নেহ করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়দেরও সেই রূপ পৈতৃক-সম্পত্তির প্রতি মমতা আছে। আপনার ঘোষণার যে কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় থাকুক না কেন, উহার দ্বারা এই বোধ হইবেক, যে আপনি অযোধ্যাবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিকে সেই প্রিয় সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পক্ষপাতশূন্য চিত্তে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল রাজ্য বহুকাল অবধি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করতলস্থ আছে, তত্রত্য লোকের বিদ্রোহাচরণ ও নূতন গৃহীত অযোধ্যা রাজ্যের বিদ্রোহ পরস্পর অনেক বিভিন্ন। অযোধ্যার নবাব ও তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রজাদের উপরে যত কেন দৌরাত্ম্য করুন না, কিন্তু তাঁহারা কখনই সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই, বিপদের সময়ে তাঁহারা অনেক বার আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, ও তাঁহারা কখনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল ব্যবহার করেন নাই। আমরা সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অযোধ্যাধিপতিকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছি। তৎপরেই তথায় ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহাতে প্রধান প্রধান জমিদার চিরাধিকৃত ভূমি সম্পত্তিতে এক বারে বঞ্চিত হন। অতএব এরূপ অবস্থায় অযোধ্যায় যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, তাহাকে ন্যায়ানুগত সংগ্রাম বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং তন্নিমিত্ত অযোধ্যাবাসী-দিগের প্রতি কাঠিন্য প্রয়োগ অপেক্ষা অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জেতৃগণ পরাজিতদিগের মধ্যে অনেককেই ক্ষমা করেন, অল্প ব্যক্তির শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

কিন্তু আপনি সেই প্রসিদ্ধ রীতির ঠিক বিপরীত কার্য্য করিতেছেন। আপনি অল্প ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও অধিকাংশ ব্যক্তির শাস্তি বিধান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়া রাজত্ব করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ভুমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে প্রজাগণের সন্তোষের সম্ভাবনা কি?

রাজা অন্যায় করিতেছেন, ভাবিয়া যে রাজ্যের লোকে রাজদ্রোহী হয়, তথায় যত কেন সেনা থাকুক না, সে রাজত্ব কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদিও কোন রূপে সে রাজ্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের ইচ্ছা এই, আপনি অযোধ্যাবাসিগণের প্রতি যে শাস্তি বিধান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করেন।

লর্ড এলেনবরার এই পত্র কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে উহা ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ মেম্বর তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। এলেনবরা তদানীন্তন রাজমন্ত্রী ডর্ব্বির দলস্থ ছিলেন। ইহাতে সকলে অনুমান করেন, মন্ত্রীর উপদেশে এলেনবরা পত্র লিখিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু এলেনবরা স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীকে পদস্থ রাখেন। তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছিলেন, যে মন্ত্রী আমার ঐ পত্রের বিষয় কিছুই জানেন না, আমি উহা নিজে লিখিয়াছি। অতএব উহার জবাবদিহি আমি নিজেই করিব।

এদিকে লক্ষ্ণৌ হস্তগত হইবার পরে প্রধান সেনাপতি ক্যাম্বেল রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করেন। বেরিলি নগর এই রাজ্যের রাজধানী। রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ ঘটিবার পরে, খাঁ বাহাদুর নামক এক ব্যক্তি তথাকার বিদ্রোহীদের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। নানাসাহেব প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করেন, তন্মধ্যে এই খাঁ বাহাদুর কেবল যথারীতি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেন এবং

নগরগুলিও সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বৃটিশ সেনাপতি এক্ষণে আক্রমণ করাতে বিদ্রোহীরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। ৭ই মে বেরিলি নগর সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হস্তগত হয়। ইহার পরেই প্রধান সেনাপতি এলাহাবাদে ফিরিয়া আইসেন।

এদিকে মধ্যভারতবর্ষ এবং বুন্দেলখণ্ডেও বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সর্ হিউরোজ ঐ সকল স্থান বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে আদিষ্ট হন। তিনি তদনুসারে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ইণ্ডোরে উপনীত হন ও তথায় বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া হুলকারের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করেন। হিউরোজ এই রূপে অনেক অনেক উপদ্রুত প্রদেশ হইতে বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিয়া পরিশেষে ঝান্সিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

লর্ড ডেলহৌসী ঝান্সির রাণীর প্রতি যে অত্যাচার করেন, তাহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত রাণী লক্ষ্মীবাই তদবধি কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের এই বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে তিনি পুরুষকার ইন্ধন দিয়া উহাকে বর্দ্ধিত করেন। যে সমস্ত ইউরোপীয় তাঁহার রাজধানীতে ছিলেন, তিনি তাঁহাদের প্রাণ সংহার করেন। গোয়ালিয়ার রাজ্যের বিদ্রোহী সিপাই ও লক্ষ্ণৌ নগরের পলায়িতেরা আসিয়া রাণীর সেনার সহিত মিলিত হয়। নানার এক জন লেপ্টনেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম টাণ্টিয়া টোপী। গোয়ালিয়ার রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিবার পরে রাজা পলায়ন করেন, তদবধি টাণ্টিয়া টোপী বুদ্ধি-কৌশল ও চাতুরীর জন্য বিখ্যাত হন। তিনিও এক্ষণে আসিয়া রাণীর সহায়তা করিতে লাগিলেন।

রাণী এই রূপে বর্দ্ধিত-সামর্থ্য হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহীর বেশে ৩০এ এপ্রেল বৃটিশ-সেনাপতিকে আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা যাঁহাকে কিছু কাল পূর্ব্বে রাজ্যশাসন কার্য্যে অসমর্থা ভাবিয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ঝান্সির রাণীকে প্রকৃতি-প্রদত্ত অধিনায়কত্ব গুণে বিভূষিতা দেখিতে পাইলেন। রাণী আপনার নৈসর্গিক অদ্ভুত সৈন্যচালন-নৈপুণ্যে প্রথমতঃ সর্ হিউরোজের

সেনাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া কল্পি নামক স্থানে আসিতে হয়। তৎপরে এই স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাণী পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হইয়াও উৎসাহহীনা হইলেন না, তিনি গোয়ালিয়ার রাজ্যে ১৮ই জুন পুনরায় বৃটিশ সেনাগণের উপরে আক্রমণ করেন। এই দিবস তাঁহার পক্ষীয় সেনারা শ্রেণী ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু ইহাতে রাণীর কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা ছিল না, তিনি স্বীয় সেণাগণকে রণক্ষেত্রে আনয়ন ও বিপক্ষ পক্ষকে বারম্বার ভয়ানক আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে সর্ হিউরোজ স্বয়ং উষ্ট্রারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন ও রাণীর সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দেন। সেনারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে রাণীকে জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল বটে, তথাপি তিনি প্রথমতঃ রণস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। পরিশেষে ঝান্সি অপেক্ষাও প্রিয়তর বৈরনির্যাতন প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কোন বৃটিশ সেনা তাঁহাকে এক জন তুরুকসওয়ার বিবেচনা করিয়া ও তাঁহার বক্ষঃস্থলে দোলায়মান হার লোভে আকৃষ্ট হইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করে। এক জন বৃটিশ সেনা কর্ত্তৃক অপকৃত রাণীর এই রূপ ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয় আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি ক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে প্রান্তর মধ্যে পতিত ছিলেন। বৃটিশ সেনাপতি হিউরোজ ঘোরতর বিপক্ষ হইয়াও রাণীর বীরোচিত গুণগ্রামের এরূপ পক্ষপাতী হন, যে তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়া গিয়াছেন, বিপক্ষ পক্ষে কেবল সমরশায়িনী ঝান্সির রাণীই যথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন ছিলেন। সে যাহা হউক, রাণীর নিধনের পরে টাণ্টিয়া টোপী পলায়ন করেন এবং সিন্ধিয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হন।

লর্ড ক্যানিঙ ভারতবর্ষে প্রধান শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিলে পর এই বিদ্রোহরূপ যে মহানাটকের আরম্ভ হইয়াছিল, গোয়ালিয়ার রঙ্গভূমির অভিনয়ক্রিয়াতে তাহার পরিসমাপ্তি হইল।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করেন। তদবধি এক শত বৎসর ভারতরাজ্য কোম্পানির হস্তে ছিল। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অলঙ্কার স্বরূপ। এই রাজ্য হস্তগত থাকাতেই ইংরাজদের বল ও বুদ্ধিকৌশল দিক্ দিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভাবিলেন, এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য এক দল বণিকের হস্তে রাখা আর কর্ত্তব্য হয় না। এই বিবেচনায় মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে আমাদের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর লর্ড ক্যানিঙ মহারাণী বিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। উহার মর্ম্ম এই, মহারাণী সুনিয়মে প্রজাপালন করিবেন ও উহাদের ধর্ম্মের উপরে কখনই হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং ভারতবর্ষে তাঁহার যে রাজ্য আছে, তাহারও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইবেন না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষীয় রাজগণের সহিত যেরূপ নিয়মে সন্ধি করিয়াছিলেন, মহারাণী তাহা প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম্ম ও জাতিভেদ না করিয়া, যিনি যেরূপ উপযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে সেইরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ভূমি সম্পত্তিতে যাঁহার যে অধিকার আছে, মহারাণী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আইন প্রস্তুত ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্বাধিকার ও রীতি নীতির দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

যাহারা অন্যের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হইয়া বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, যদি তাহারা এক্ষণে রীতিমত প্রজাধর্ম্ম পালন করে, মহারাণী তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তবে যে সকল বিদ্রোহী ইংরাজহত্যা পাপে সাক্ষাৎ লিপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহারাই ক্ষমার যোগ্য নহে। ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, যাহারা আগামী জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবে, তাহাদিগকেই ক্ষমা করা যাইবে।

শান্তি স্থাপনের পর মহারাণী কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি হিতকর বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

যে সকল বিদ্রোহী ধৃত অথবা নিহত হয় নাই, প্রত্যুত চারি দিকে লুট পাট করিতে ছিল, উল্লিখিত ঘোষণা প্রচার হইবার পরে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করে।

বিদ্রোহকালে পাতিয়ালার রাজা ও নেপালের সেনাধ্যক্ষ জং বাহাদুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করেন, লর্ড ক্যানিঙের অন্তঃকরণে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্রোহ শান্তির পরে যথাযোগ্য রূপে তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধন করেন।

লর্ড ক্যানিঙ্ এক্ষণে অযোধ্যার শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। লর্ড ডেলহৌসী অযোধ্যা বৃটিশ অধিকার ভুক্ত করিবার পরে তথাকার ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান, তাহাতে প্রধান প্রধান জমিদার চিরাধিকৃত ভূমি সম্পত্তিতে একবারে বঞ্চিত হন। লর্ড ক্যানিঙ্ এক্ষণে সেই বন্দোবস্ত সংশোধন করিলেন। তদ্দ্বারা জমিদারগণের পুরাতন স্বত্ব বজায় হইল। ইহাতে তাঁহাদের অসন্তোষভাব দূরীকৃত হয় এবং অযোধ্যায় শাসন কার্য্যও সুন্দর রূপে চলিতে থাকে। দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সকল স্থান বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের হস্ত-বহির্ভূত হইয়াছিল, ঐ সকল স্থানেও আর কোন গোলযোগ ছিল না, তথাকার শাসনকার্য্য যথা-নিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গালার নীল-প্রধান প্রদেশের কৃষকেরা অসন্তোষ চিহ্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। উহারা অনেক দিন অবধি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে নির্ভর নিপীড়িত হইতেছিল, ঐ সময়ে সেই অত্যাচার ধার পর নাই বাড়িয়া উঠে।

পূর্ব্বে কৃষকদের এই একটী ভ্রান্তি ছিল, যে নীল বপন গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমেই করান হইয়া থাকে। ক্রমে এই বিষয়টী তদানীন্তন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহানুভাব গ্রাণ্টের কর্ণগোচর হয়। গ্রাণ্ট

অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার যত্নে কৃষকদের ঐ ভ্রান্তি দূরীকৃত হয়। তখন তাহারা নীল বপন বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, সুতরাং প্রজাদের সহিত নীলকরদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে একটী অনিষ্টকর কন্‌ট্রাক্ট আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে নীলকরদিগের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইল, কিন্তু প্রজাদের উপরে যার পর নাই অন্যায় অত্যাচার হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রজারা নীলের দাদন লইয়া চুক্তিমত নীল না দিলে তাহাদের নামে কেবল দেওয়ানি আদালতে নালিশ হইত, কিন্তু ঐ আইন হইবার পর ফৌজদারি আদালতেও নালিশ হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে নীলপ্রধান প্রদেশে একপ্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। কি সদোষ কি নির্দ্দোষ, সকল প্রজাকেই ঐ আইনের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইল, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, ঐ আইনটী ছয় মাসের অধিককাল প্রচলিত ছিল না।

এই সময়ে প্রজাদের সৌভাগ্যক্রমে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট মফঃস্বলে যান। প্রজারা দরখাস্ত হাতে করিয়া নদীর উভয় তীর দিয়া তাঁহার ইষ্টিমারের ধারে ধারে দৌড়িতে ও আর্ত্তনাদ করিয়া আপনাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রাণ্ট অতিশয় দয়ালু ছিলেন, তিনি প্রজাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও অবিলম্বে লর্ড ক্যানিঙকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি কখনই এত অধিক প্রজাকে দরখাস্ত হাতে করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে দেখি নাই। ইহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে, নীলকরেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। লর্ড ক্যানিঙ নীলকরদিগের কার্য্য অনুসন্ধানার্থ একটী কমিসন বসাইলেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সিটন কার সাহেব এই কমিসনের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় আর তিন জন ইংরাজ মেম্বর হন। তাঁহারা নীলকরদিগের কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া একখানি রিপোর্ট করেন। তদ্দ্বারা এই সপ্রমাণ হয়, যে প্রণালীতে নীল বপন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রজাদের

পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা প্রজাদের অনেক সুবিধা হয়।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যে তৎকালে মহাত্মা অ্যাস্‌লি ইডেন্ কটকে মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নীলকর নিপীড়িত প্রজাগণের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হন ও কলিকাতায় নীলকরদিগের কার্য্য অনুসন্ধানার্থ কমিসন্ বসিবার পরে স্বয়ং আসিয়া নিরীহ প্রজাগণের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় ন্যায়পরতা ও অপক্ষপাতিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। অধুনা তিনি এই বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। যদিও এক্ষণে রাজকার্য্যের অনুরোধে যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে সকল সময়ে সকল সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি তিনি আপনার সেই স্বাভাবিক সদ্‌গুণের পরিচয় বিশিষ্টরূপে প্রদান করিতেছেন।

সেই সময়ে নীল-দর্পণ নামক এক খানি নাটক প্রচারিত হয়। তাহাতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সদাশয় রেবারেণ্ড লঙ সাহেব প্রজাদের দুঃখ রাজপুরুষগণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজী ভাষায় ঐ নাটকের অনুবাদ করেন। ইহাতে তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে এই অভিযোগ উপস্থিত হইল, যে তিনি নীল-দর্পণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ইংরাজী সংবাদ পত্রের দুই জন সম্পাদক সহস্র টাকা উৎকোচ লইয়া নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ঐ পুস্তকের অনুবাদ মধ্যে নীলকরদিগের কুৎসা লিখিয়াছেন। বিচারপতি ওয়েল্‌স সাহেবের সম্মুখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। জুরিরা সকলেই ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা লঙ্ সাহেবকে দোষী স্থির করিয়া দিলেন। অনন্তর বিচারপতি ওয়েল্‌স লঙ্ সাহেবের সহস্র টাকা জরিমানা করেন ও এক মাস কারাবাসের আদেশ দেন। সুপ্রসিদ্ধ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ঐ টাকা প্রদান করেন, কিন্তু দণ্ডের অবশিষ্টভাগ বঙ্গদেশের হিতৈষী লঙ্ সাহেবের শরীরের উপর দিয়াই যায়। নীলকরেরা প্রজাদের উপরে যে ঘোরতর অত্যাচার করিতেন, লঙ্

সাহেবের অন্তঃকরণে তাহা এরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তিনি উক্ত প্রকারে দণ্ডিত হইয়াও প্রজা পক্ষ সমর্থনে ক্রটি করেন নাই। তিনি জেলে থাকিয়াও "মার কিন্তু শুন" (Strike but hear) এই শিরোনাম দিয়া এক খানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন।

লর্ড ষ্টান্‌লি ভারতবর্ষের সেক্রেটরী হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের শেষে লর্ড ক্যানিঙকে পতিত ভূমির বন্দোবস্ত করিবার আদেশ করেন। ক্যানিঙ অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দুই বৎসর কাল ঐ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই অক্টোবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, যিনি পতিত ভূমি ক্রয় করিবার জন্য প্রথম দরখাস্ত করিবেন, তাঁহাকে ৭॥০ টাকার হিসাবে সাড়ে তিন বিঘা করিয়া ভূমি দেওয়া যাইবে। কিন্তু যদি অনেকে প্রার্থী হন, তবে ঐ ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য ডাকিবেন, তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে।

যৎকালে লর্ড ক্যানিঙ ঐ আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন ইহার কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। পশ্চাৎ ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ১২ই মার্চ্চ আইনটী বিধিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু সর্ চার্লস উড্ ভারতবর্ষের সেক্রেটরি হইয়া ঐ আইনটী অন্যায় হইয়াছে বলিয়া রহিত করিলেন ও এই আদেশ দিলেন, যে সমুদায় পতিত ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে। সে যাহা হউক, পতিত ভূমি বিক্রয়ের আজ্ঞা প্রচারের পর অনেক ইউরোপীয়, আসাম ও দারজিলিঙ প্রভৃতি স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় চার চাস করিতেছেন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্যানিঙ তিনটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত করেন। একটী বাঙ্গালা দেশে, একটী বোম্বে ও একটী মান্দ্রাজে। প্রত্যেক সভায় তৎতৎ প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সভাপতি হন এবং সেই সেই সভায় সেই সেই দেশের আইন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এতদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনরলের একটী স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা হইল। তাহাতে গবর্ণর জেনরল স্বয়ং সভাপতি হইলেন। ভারতবর্ষ সাধারণ যে কোন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, এই সভাতেই

তাহার প্রস্তাব হইয়া তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই ঘটনাটীকে ভারতবর্ষের একটী প্রধান ঘটনা বলিতে হইবেক। কারণ এই নূতন প্রকার ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হওয়াতে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজপুরুষেতর ইউরোপীয়দিগেরও ব্যবস্থা প্রণয়নে অধিকার হয়।

লর্ড ক্যানিঙ ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে পদ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে পৌছিতে না পৌছিতেই মূত্রাশয় রোগে আক্রান্ত হন ও উক্ত অব্দের ১৭ই জুন কলেবর পরিত্যাগ করেন। ক্যানিঙ ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার আর কেহই উত্তরাধিকারী ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার বংশের মান সম্ভ্রম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হইল। কিন্তু তাঁহার যশঃশরীর চিরকাল ভারতবর্ষের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার আস্পদ হইয়া থাকিবে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষের কোন গবর্ণর জেনরলকে তাঁহার ন্যায় তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন সময়ে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, নীতিনিপুণতা ও দূরদর্শিতা সহকারে সেই সমস্ত দুরতিক্রম বিপদের মস্তকে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম ইহার মধ্যেই ইতিহাস গ্রন্থে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পূর্ণ।